Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/ 140	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1852
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Vernacular Literature Committee Bishop's College Press
Author/ Editor:	Harachandra Dutta (Tr) Macaulay (Au.)	Size:	11x17.5cms
		Condition:	Brittle
Title:	Lord Clive	Remarks:	Macaulay's *Life of Lord Clive*, translated into Bengali.

MACAULAY'S

LIFE OF LORD CLIVE,

TRANSLATED INTO BENGALI,

BY

HUR CHUNDER DUTT.

লার্ড ক্লাইব্।

শ্রীযুৎ মেকালি সাহেব কর্ত্তৃক রচিত

এবং

অনুবাদক কমিটীর আদেশ মতে

শ্রী হরচন্দ্র দত্ত দ্বারা অনুবাদিত।

CALCUTTA:

PRINTED FOR THE VERNACULAR LITERATURE COMMITTEE,
AT THE BISHOP'S COLLEGE PRESS.

1852.

TRANSLATOR'S PREFACE.

In presenting this little volume to the Public, the Translator is not without apprehensions of the reception it will meet. There are yet many who object to the diffusion of ideas by means of the Vernacular. Leaving aside the great question of educating the mass—a duty which every well-informed citizen owes to his ignorant brethren—they endeavour to prove the immaterial points that translations do not convey the full force of the original, and that a sounding period, or the epigrammatic turn of a sentence, cannot exactly be rendered into Bengali. With these disputants neither the book nor the translator will be a favorite.

But he does not regret his labors in furthering the views of the Vernacular Literature Committee;—views in which he fully concurs, and to which he would always lend his hearty co-operation. That a healthy domestic Literature in Bengali is a *want*, he sees and feels every day.

The indigenous Bengali Literature that exists, compared with English, or even with Sanscrit Literature, scarcely deserves the name. Millions are thus left without wholesome food for the mind, and how widely soever the English language may be diffused, there still will be millions whom knowledge will reach only through the medium of the Bengali.

It is impossible to extirpate a nation's own tongue, one that has *identified* itself, as it were, with the people. The voice of history confirms this fact. In England, Germany, Spain, Italy, and India, strenuous but unsuccessful efforts were once made to effect this purpose; but they failed. Again, the resources of the Bengali language are unbounded. It possesses great power and sweetness, and the activity of the native press testifies to the fact, that it is the favorite tongue of the great mass of readers in the country. But much of the literature thus provided for the people is confessedly pernicious in its character. These and like considerations have induced the translator to take into hand the translation of Macaulay's celebrated paper on Clive.

If the Essay has suffered somewhat from the "Procrustean" process of mutilation, the translator must plead as his apology, that, in the programme of the Vernacular Literature Committee issued in the Calcutta papers, the object of the association is distinctly stated to be not only to *translate* but to *adapt* English authors into Bengali.

For his labors the translator has received no remuneration. If they prove subservient in exciting a thirst for historical knowledge among the young men and women of his country, or help, however feebly, the good work of creating a healthy *Household Literature* for Hindu families, he shall feel amply rewarded.

অশুদ্ধ শোধন।

পৃষ্ঠ।	পঁক্তি।	আছে।	হইবে।
১	১৫	স্বাভবিক	স্বাভাবিক
৩	১৮	নিম্মিত	নির্ম্মিত
৫	১২	নিষ্টূর	নিষ্ঠুর
৭	২	উড্ডিয়মানা	উড্ডীয়মানা
৭	১০	দৌরত্ম্যাচরণে	দৌরাত্ম্যাচরণে
১১	৯	নিষ্টূর	নিষ্ঠুর
১২	৪	মহারষ্ট্রীলোকেরা	মহারাষ্ট্রীয়লোকেরা
১৩	৩	অধিকারাথে	অধিকারার্থে
১৬	২১	আকস্মাৎ	অকস্মাৎ
১৯	২৪	হস্তি	হস্তী
২০	১৫	আক্রম	আক্রমণ
২৫	১০	সন্মান	সম্মান
২৭	২	ক্ষদ্র	ক্ষুদ্র
২৭	১৪	টৈমরলন্স	টৈমরলেন
২৯	৯	যথেচ্ছাচারি	যথেচ্ছাচারী
২৯	২৪	করিয়াছিলম	করিয়াছিলাম
৩০	১৫	সঞ্চাল	সঞ্চালন
৩৬	২০	স্বভাবিক	স্বাভাবিক
৩৮	১৬	ওয়াটস সাহেব	ওয়াটসন সাহেব
৪০	২৪	সন্যাধ্যক্ষেরা	সৈন্যাধ্যক্ষেরা
৪১	২১	কছুই	কিছুই

অশুদ্ধ শোধন।

৪২	৭	ঘণ্টার সময়	ঘণ্টা গতে
৪৮	৬	তৎদ্রাজ্য	তদ্রাজ্য
৪৯	২২	অযোধ্যা নগরের	অযোধ্যার
৫১	১৭	ঐ	ঐ
৫২	৪	ঐ	ঐ
৫৩	১	ফোট উইলিয়াম	ফোর্ট উইলিয়াম
৫৫	২১	পিয়া রেজে	পিয়ারেজে

লার্ড ক্লাইব্।

খ্রীষ্টীয় ১২০০ সালে স্রপসাইর প্রদেশের মারকেট ড্রেটন্ নগরের নিকট শ্রীমান্ ক্লাইব্ সাহেবের পূর্ব্বপুরুষ বসতি করিতেন্। তাঁহার পিতা রিচার্ড ক্লাইব্ জর্জ দি ফার্ষ্ট ভূপতির রাজ্যের সময় পৈতৃক বিষয়ের অধিকার প্রাপ্ত হয়েন্; ঐ ব্যক্তি অতি শিষ্ট ও সুজন ছিলেন্। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ অধিক ক্ষমতাবান ছিলেন না; তথাচ রাজনীতি বিষয়ে সুশিক্ষিত প্রযুক্ত স্বীয় বিষয় কর্ম্ম সকল নিজ চক্ষুদ্বারা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতেন্। মানচেষ্টার নগরের এক স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার অনেক সন্তান সন্ততি জন্মে। রবর্ট নামক তাঁহার প্রথম পুত্র ঐ পৈতৃকাধিকারে ১৭২৫ শালের ২৯ সেপ্টেম্বরে জন্মেন্। তিনি ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন্।

ইঁহার বালককালাবধি চরিত্র উল্লেখ করিবার যোগ্য। তাঁহার বন্ধু বর্গের পত্রে অবগতি হইতেছে যে তিনি সাত বৎসর বয়ঃক্রমাবধি কামচারিতা, অনুক্ষণ ক্রোধ, স্বাভাবিক সাহস এবং দুষ্ট বুদ্ধি

ইত্যাদিতে পরিজনের প্রতি অত্যন্ত অসুখ প্রদান করিতেন্। আর ইহাও কথিত আছে যে তিনি কলহে এমত রত ছিলেন্ যে অতি সামান্য বিষয়ে ক্রোধান্ধ হইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন, সুতরাং তাঁহার ব্যবহার সকল অতি নিষ্ঠুর ও ভয়ানক ছিল। প্রাচীন প্রতিবাসি লোকদিগের অদ্যাপিও স্মরণ আছে যে তাঁহার পিতা তাহাদিগের নিকট বলিতেন, রবর্ট ক্লাইব্ মারকেট ড্রেটনের উচ্চ গিরিজা গৃহের উপর আরোহণ করিয়া শিখর ভাগের অতি সূক্ষ্ম পাষাণময় নলের উপর বসিয়া থাকিত পান্থগণ পতনাশঙ্কায় তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে সশঙ্কিত হইত। প্রতিবাসি বর্গেরা আরো বলিত যে তিনি ঐ নগরের কতকগুলি দুষ্ট ও নির্গুণ বালকগণের সহিত একত্র দলবদ্ধ হইয়া লুঠকারি সৈন্যসমূহের ন্যায় দোকানদারদিগের দোকান হইতে বলক্রমে আটা ও পয়সা ইত্যাদি দ্রব্য সকল অপহরণ করিয়া লইতেন্। তিনি অনেক্ বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষার্থে যাইয়া সর্ব্বত্রেই দুষ্ট বালক এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন্। কিন্তু একজন শিক্ষক বলিয়াছিল, এই অলস বালক কোন সময়ে পৃথিবীর মধ্যে অতি সম্মানিত হইবে। অন্য সকলে তাঁহাকে অত্যন্ত কুকর্ম্মান্বিত যদ্যপিও না জানিত তথাপি তাহারা তাঁহাকে নিশ্চিত মূর্খ বলিয়া জ্ঞান করিত। ইহাতে আশ্চর্য্য নহে, যে তাঁহার পরিজনেরা তাঁহারদ্বারা কোন উপকার প্রার্থনা না করিয়া ধনোপার্জ্জনের ছলে তাঁহাকে কোম্পানির কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে মাদ্রাজ নগরে প্রেরণ করিয়াছিল।

ইষ্টইণ্ডিয়া কালেজ হইতে এক্ষণে যে সকল ব্যক্তি এই আসিয়া দেশের রাজ্যে প্রেরিত হয় তাহাদিগের আর ক্লাইব্ সাহেবের আশা অত্যন্ত ভিন্ন ছিল। কোম্পানির লোকেরা তৎকালে কেবল বণিজ্ সমাজের মত ছিল, তাহাদিগের বাণিজ্য স্থান অল্পল; পরিমিত ছিল। আর তাহার কর এতদ্দেশীয় রাজাকে তাহারা প্রদান করিত। এবং তাহারা আপনাদিগের বাণিজ্য বিষয় রক্ষার্থে

তিনটি অথবা চারটি সামান্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। পরন্তু তাহা রক্ষার্থে তন্মধ্যে অধিক সৈন্য ছিল না। ঐ সৈন্য মধ্যে অধিকাংশ এতদ্দেশীয় সৈন্য ছিল। বিশেষ তৎকালে তাহারা ইউরোপ দেশীয় পদাতির মত যুদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিত না, কেবল তলবার ঢাল ও তীর ধনুঃ ইত্যাদি অস্ত্রধারণ করিত। কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের বর্ত্তমান সময়ের মত এই হতদ্দেশের কর বিষয়ক অথবা অন্য রাজকীয় কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইত না। তাহারা তৎকালে কেবল তন্তুবায়াদির নিকট হইতে বস্ত্রাদি বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিত। এবং এই দেশে আপনাদিগের বাণিজ্য অন্য কেহ আসিয়া অধিকার না করে তাহাই সর্ব্বদা বিশেষরূপে দৃষ্টি করিত। ঐ কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে যুবা ব্যক্তিরা এমত অল্প বেতন পাইত যে তাহারা শরীর ধারণার্থে ঋণগ্রস্ত হইত, আর যাহারা প্রাচীন প্রধান কর্ম্মচারি তাঁহারা স্বনামে বাণিজ্য করিয়া অনেক ধন উপার্জ্জন করিত। তৎকালে কোম্পানির বাণিজ্য স্থানের মধ্যে মাদ্রাজ নগর প্রধান ছিল। তথায় ক্লাইব্ সাহেব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন্। একশত-বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রের নিকট এক মরুভূমিতে সেণ্ট জর্জ্জ নামক এক-দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ দুর্গের নিকটে এক নগর নির্ম্মিত হয়, তাহাতে অল্পকাল সময়ের মধ্যে অনেক লোকের বসতি হয়। ঐ নগরের চতুষ্পার্শ্বে অনেক উদ্যান ছিল, তাহাতে কোম্পানির কর্ম্মচারি লোকেরা সূর্য্য অস্ত কালীন গমন করিয়া সমুদ্রের শীতল বায়ুসেবনদ্বারা দিবসের শ্রান্তি দূর করিত। পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত হয়, তৎকালে তাহাদিগের অপেক্ষাও বাণিজ্যকারকেরা অত্যন্ত অপব্যয়ী, ও সুখ পরায়ণ। কিন্তু তাহারা এমত কোন কল্পনাদ্বারা এই দেশের উষ্ণতার ন্যূনতা করিতে মনোযোগী হইত না যাহাতে সুস্থতা ও জীবনরক্ষা হয়, এ কারণ তাহারা বর্ত্তমান সময়ের মত সুখভোগে অক্ষম ছিল। এক্ষণে ইউরোপ দেশহইতে শুভহোপ নামক অন্তরীপবেষ্টন

পূর্ব্বক তিন মাসের মধ্যে এদেশে উপস্থিত হওয়া যায়; কিন্তু পূর্ব্বে ছয় মাস অথবা কদাচ কদাচ এক বৎসরের মধ্যেও আসা যাইতে পারিত না। এ কারণ পূর্ব্বে এ দেশের সহিত অল্পল্প সম্ভাষ ছিল। তত্রস্থ লোকেরা এদেশে বসতি করিলে, তাহাদিগের ব্যবহার এমত ভিন্ন হইত, যে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে তত্রস্থ সমাজ যোগ্য হইতে পারিত না। এতদ্দেশীয় রাজার আজ্ঞানুসারে ইংরাজেরা পূর্ব্বোক্ত দুর্গ ও তাহার নিকটস্থ নগর শাসন করিত, কিন্তু স্বাধীন শক্তিদ্বারা কদাচিৎ ইহা শাসন করিতে স্বপ্নেও বোধ করিত না। ভারতবর্ষের মহাপরাক্রান্ত রাজা, যাহাকে ইংরাজেরা শ্রেষ্ঠ মগল বলিত, তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ নিজাম নামে খ্যাত ডেকান দেশের শাসনকর্ত্তা ছিল, এবং নিজামের প্রতিনিধির স্বরূপ নবাবেরা কর্ণাট দেশ শাসন করিত। এক্ষণে এই সকল মহৎ পদ কেবল নাম মাত্রাবশিষ্ট আছে। কর্ণাট দেশে অদ্যাপিও একজন নবাব আছেন, যাহাকে ইংরাজলোকেরা এই দেশের কর হইতে বৃত্তি প্রদান করেন, আর একজন নিজাম, তিনি ইংরাজদিগের অধীন হইয়া তাহাদিগের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, আর একজন মগল, রাজসভায় আবেদন পত্রাদি গ্রহণে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তির ক্ষমতা কোম্পানি বাহাদুরের সর্ব্ব কনিষ্ঠ কর্ম্মচারিদিগের অপেক্ষা ন্যূন। তদানী সমুদ্র পথে গতায়াত করা অত্যন্ত ক্লেশজনক ছিল। বিশেষ ক্লাইব্ সাহেবের ইংলণ্ড হইতে যাত্রা অধিক ক্লেশজনক হইয়াছিল। তিনি জাহাজারোহণ পূর্ব্বক ব্রেজিল দেশে আগমন করিয়া তথায় কএক মাস অবস্থিতি করিয়া পোরটগিস্ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার সমুদায় অর্থ ব্যয় হয়। ইংলণ্ডদেশ হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় এক বৎসর অতীত হইলে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। মাদ্রাজ নগরে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত ক্লেশাবহ হইয়াছিল। তাঁহার অর্থ পথিমধ্যে সকলই ব্যয় হয়, ফলতঃ তিনি অল্পল্প বেতন পাইতেন, একারণ তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইউরোপ দেশীয়

লোকেরা উত্তম গৃহ না পাইলে কোন ক্রমে এখানে বাস করিতে পারে না, কিন্তু ক্লাইব্ সাহেব অতি সামান্য গৃহে থাকিতেন। তিনি পত্রদ্বারা উপরোধ করিয়া যাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডদেশে যাত্রা করিয়াছিল। ক্লাইব্ সাহেব বহুদিবস এ দেশে বাস করিয়াও স্বীয় গর্ব্বিত স্বভাব বশতঃ কোন লোকের সহিত আলাপ করিতেন না আর এ দেশের জল ও বায়ুদ্বারা সর্ব্বদাই পীড়িত হইতেন।

তিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই, অতএব তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার জন্য তাঁহার আত্মীয় বর্গের নিকট পত্রদ্বারা এমত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তাহাতে আমরা তাঁহার বালক কালের অবাধ্যাচরণ ও তাদৃশ গর্ব্বিত নিষ্ঠুর ব্যবহার স্মরণ করিয়া এক্ষণে অতি আশ্চর্য্য হইয়াছি। তিনি বলেন, আমি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া এক দিবসের জন্য সুখী হই নাই, আর প্রিয় ইংলণ্ড দেশ স্মরণ করিলে অত্যন্ত দুঃখিত হই, অতএব যদি আমি পুনর্ব্বার স্বদেশ বিশেষতঃ মানচেষ্টার নগর অবলোকন করিতে পাই, তবে আমার সকল দুঃখ দৃষ্টমাত্রে দূর হয়। পরন্তু তিনি এই গুরুতর দুঃখহইতে ক্ষণেক কালের নিমিত্ত শান্ত হইবার এক উপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাদ্রাজ নগরে ইংরাজদিগের শাসন কর্ত্তার এক পুস্তকালয় ছিল, তথায় তিনি ঐ শাসনকর্ত্তার আদেশানুসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক গমন করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন, তাহাতে সকল দুঃখ বিস্মৃত হইতেন। বিশেষ তাহাতেই তিনি সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা এই স্থান হইতে কেবল হয়। তিনি বালককালে যে রূপ অলস ছিলেন, বয়োধিক হইলে বিদ্যালোচনাবিষয়ে সেইরূপ মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনহীন ও পীড়িত ও সুশিক্ষিত হইয়াও তাঁহার গর্ব্বিত স্বভাব নষ্ট হয় নাই। তিনি তাঁহার শিক্ষকদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তদ্রূপ ব্যবহার উচ্চপদস্থ

ব্যক্তিদিগেরও প্রতি করিতেম, একারণ তিনি অনেকবার কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন্। আর যৎকালে তিনি রাইটারস্, বিল্‌ডিংস নামক বাটীতে বাস করিতেন, তদানী দুইবার পিস্তলে গুলি পুরিয়া আপন মস্তকে প্রহার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈব বশতঃ দুইবারি গুলি নির্গত না হওয়াতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়, তাহাতে তিনি ওয়ালেনষ্টীন সাহেবের মত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পিস্তল মধ্যে গুলি নিরীক্ষণ পুরঃসর কহিলেন, যে আমার দ্বারা কোন মহৎকর্ম্ম হইবে, একারণ ইহাতে আমি প্রাণ রক্ষা পাইলাম্।

ঐ সময়ে এমত এক ঘটনা উপস্থিত হইল, যাহাতে তাঁহার সকল আশা ভগ্নমূল হইবার সম্ভাবনা হয়, কিন্তু ভাগ্য বশতঃ তাহাতেই তাঁহার সম্মানের পথ হইল। কিছুকাল পূর্ব্বে ইউরোপ দেশীয় লোকেরা অষ্ট্রিয়া রাজ্যের উত্তরাধিকারের নির্দ্ধারণার্থে বহু যুদ্ধ করিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল। জর্জ্জ দি সেকেণ্ড নৃপতি মেরাইয়া থেরিজার মিত্র হইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং ফ্রান্সের বোরবন বংশ তাহার বিপক্ষদিগে সাহায্য করিল। বর্ত্তমান সময়ের মত ইংলণ্ড-দেশ পূর্ব্বে জলযুদ্ধ বিষয়ে নিপুণ ছিল না। একারণ স্পেনীয় ও ফরাসিদিগের সহিত সমুদ্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল। লাবর ডিনিয়ুশ নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও ধার্ম্মিক, ফরাসি মরিশস উপদ্বীপের শাসন কর্ত্তা ছিলেন্। তিনি মাদ্‌রাজ নগরের সম্মুখে আগমন পুরঃসর ইংরাজদিগকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া ঐ নগর আক্রমন পূর্ব্বক তাহাদিগের দুর্গ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন্। ইংরাজ লোকেরা তৎকালে আপনাদিগের দুর্গের দ্বার রোধ না করিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইল। সন্ধি-দ্বারা এই সম্মত হইল যে আমরা বাক্‌প্রতিজ্ঞা প্রযুক্ত যুদ্ধে ধৃত হইয়াছি, একারণ এই নগরের মূল্য যে পর্য্যন্ত না দেওয়া যাইবে তদবধি এই নগর ফরাসিদিগের অধিকারে থাকিবে। পরে লেবার্ডনিয়াসও অল্পমূল্য গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন্। তদ-

নন্তর ঐ দুর্গের উর্দ্ধদেশে ফরাসিদিগের জয়পতাকা প্রকাশমান-পূর্ব্বক উড্ডিয়মানা হইল। কিন্তু পণ্ডিচারি নগরের শাসনকর্ত্তা ডিউপেলকস্ সাহেব লেবার্ডনিয়াসের জয়সম্বাদ এবং সন্ধি শ্রবণ করিয়া স্বীয় অভিলাষ সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছায় মাদ্‌রাজ নগর পরিত্যাগে অনভিমত হইয়া বলিলেন, যে ভারতবর্ষে ফরাসি লোকেরা জয়ী হইলে পণ্ডিচারি নগরের শাসনকর্ত্তার আজ্ঞানু-সারে সন্ধিকরা কর্ত্তব্য আর লেবার্ডনিয়াস তাহার শক্তি অতি-ক্রম করিয়া কর্ম্ম করিয়াছেন্। তিনি তৎক্ষণাৎ মাদ্‌রাজ নগর ধ্বংস করিতে অনুমতি করিলেন্। এইরূপ সন্ধিভঙ্গ করায় আর কোম্পানির কর্ম্মচারিদিগের প্রতি ডিউপেলকস্ সাহেবের দৌর-ত্ম্যাচরণে ইংরাজেরা অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল। ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের শাসন কর্ত্তা এবং অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদিগকে ডিউপেলকস্ সাহেব কারাবদ্ধ করিয়া জয়ধ্বনি পূর্ব্বক সকল ব্যক্তির সম্মুখে পণ্ডি-চারি নগরে আনিল। এবং ইংরাজলোকেরা আপনাদিগের প্রতিজ্ঞাহইতে মুক্ত বোধ করিল। ক্লাইব্ সাহেব মুসলমানের বস্ত্র পরিধান করিয়া রাত্রিযোগে ফোর্ট সেণ্ট ডেবিড্‌নামক দুর্গ মধ্যে পলায়ন করিল। এইরূপ ঘটনায় ক্লাইব্ সাহেব গুলিন্দা পরীক্ষা ও হিসাব ঠিক্‌দিবার কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কোম্পানিবাহা-দুরের নিকট আপনার চঞ্চলতার ও সাহসের উপযুক্ত কোন কর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন্ ও ২১ বৎসর বয়ঃক্রমে পতাকাধারির কর্ম্মে নি-যুক্ত হইলেন্। তাহার সাহসের বিষয়ে কি উল্লেখ করিব। সেণ্ট ডেবিড্ দুর্গে মহাবল পরাক্রান্ত এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে তাহা প্রকাশমান হয়, আর তাহাতেই তিনি অচিরে অনেক সাহসি ব্যক্তির মধ্যে বিখ্যাত হন। তাঁহার বিবেচনা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং বিহিত কার্য্যের প্রতি বিশেষ যত্ন করা ইত্যাদি বিশেষ গুণ সকল ক্রমে২ প্রকাশমান হইল। অধিকন্তু ইংরাজদিগের ভারত-বর্ষের সেনাপতি মেজর লরেনস্ সাহেব তাঁহার যুদ্ধ বিষয়ক নৈপুণ্য দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন্।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, ইউরোপ দেশ হইতে সম্বাদ উপস্থিত হইল, যে ইংরাজ ও ফরাসিদিগের পরস্পর কুশল সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে ডিউপেলেকস্ সাহেব মাদ্রাজ নগর ইংরাজদিগের পুনর্ব্বার প্রদান করিল। ক্লাইব্ সাহেব পুনর্ব্বার আপনার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন্ এবং প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধ ও বাণিজ্য বিষয়ে নিযুক্ত হইতেন্। অবশেষে এক ঘটনা উপস্থিত হইল, ইংরাজ ও ফরাসিদিগের এইরূপ সন্ধি থাকিয়াও ভারতবর্ষে টেমরলন বংশের রাজ্য অধিকারার্থে উক্ত বাণিজ্যকারিদিগের পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহার অনেক কাল পূর্ব্বে ঐ বৃহৎ রাজ্য বেবার ও তাহার সহিত মগলেরা এদেশে আগমন পূর্ব্বক স্থাপিত করেন্। উহার সদৃশ রাজ্য ইউরোপদেশেস্থ কোন রাজার ছিল না। ঐ রাজ্যের স্থপতিরা যে সকল প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন্, বোধ হয় যাহারা সেণ্টপিটার সৃষ্টি করিয়াছে তাহারাও ঐ সকল প্রাসাদ একবার অবলোকন করিলে আরো অধিক বিস্মিত হইবে। ভারসিলিস নগরের ঐশ্বর্য্যাদি অপেক্ষা দিল্লি নগরের ঐশ্বর্য্য অধিক ছিল। ঐ দেশের মগল ভূপতির প্রতিনিধি স্বরূপ যাহারা অন্যান্যদেশ শাসন করিত তাহাদিগের প্রজাও রাজত্ব প্রায় ফরাসি অথবা জরমেন্ রাজ্যের তুল্য ছিল। পরন্তু এই বৃহৎ ও পরাক্রান্ত রাজ্যের শাসন ইউরোপ দেশীয় রাজ্যশাসনাপেক্ষা অতি মন্দ হইত, উহার রাজার আজ্ঞা সকল কদাচিৎ ভঙ্গ হইত না। ঐ রাজ্যে বিবাদ সর্ব্বদাই উপস্থিত হইত, আর রাজসুতেরা রাজ্য প্রাপ্তি কারণ বহুযুদ্ধ করিয়া দেশের বিবিধ অমঙ্গল ও উপদ্রব করিতেন্। প্রধান২ শাসন কর্ত্তা সকল স্বীয় বলক্রমে ভূপতির অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিত। বলবান হিন্দুজাতিরা ঐ বিদেশীয় ভূপতির অত্যাচার অসহিষ্ণু ও কর প্রদানে বিরত হইয়া বল পূর্ব্বক ফলবতী ভূমি সকল লুঠ করিত। কিন্তু ইহাতেও ঐ রাজ্য বহুকাল পর্য্যন্ত গুরুতর ও পরাক্রান্তছিল। আরঙ্গীব নামে এক ব্যক্তি স্বীয় বাহুবলে ও বুদ্ধি কৌশলে ঐ সকল

দুরাচার দুর্জ্জন ব্যক্তিদিগে বশীভূত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন্, কিন্তু তাঁহার মরণের পর অর্থাৎ ১৭০৭ সালাবধি তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যে অত্যন্ত কলহ হেতুক ঐ রাজ্য অচিরে পতিত হইয়া নাশ প্রাপ্ত হইল। থিওডোসিয়াস রাজার উত্তরাধিকারিদিগের যাবৎ বিবরণ লিখিত আছে তাহা আরঙ্গীবের উত্তরাধিকারিদিগের বিবরণ সহিত অনেক ঐক্য হয়। কিন্তু কারলোভিনজিয়ান্সদিগের রাজ্য বিনাশ ও মগলদিগের রাজ্য নষ্ট এই দুই সর্ব্বমত প্রকারে ঐক্য আছে। সারলিমান স্থপতির পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার সন্তানেরা পরস্পর বিবাদ করিয়া আপনাদিগের প্রজাবর্গের প্রতি অত্যন্ত অমঙ্গল প্রদান করিয়াছিলেন্, এবং স্বয়ং আপনারাও সকলের নিকট ঘৃণিত ও নিন্দিত হইয়াছিলেন্। ভয়ানক লুঠকারকেরা পৃথিবীর চতুর্দ্দিগ্ হইতে আসিয়া ঐ রাজ্য অনায়াসে আক্রমণ করিল। বলটিক্ সমুদ্রস্থ লুঠকারিরা এল্বনদী অবধি পিরেনিজ্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত লুঠ করিয়া অবশেষে সিন্ নদীর তীরে ফলবতী ভূমিতে বসতি করিল। হংগরিস্থ মনুষ্য যাহাদিগের দর্শনে ইউরোপ দেশস্থ ধর্ম্মচারি ব্যক্তিরা দৈত্য জ্ঞান করিত, তাহারা লম্বারডি দেশ লুঠ করিয়া পেননিয়ার বনমধ্যে পলায়ন করিয়া রহিত। সেরাসেন্স লোকেরা শিশিলিনামক উপদ্বীপ অধিকার করিয়া কেম্পানিয়া দেশের ফলবতী ভূমি সকল নষ্ট করিয়া রোমনগর পর্য্যন্ত সকলদেশ লুঠ করিয়া সর্ব্বদা শঙ্কা প্রদান করিত। এইরূপ গোলযোগ ঘটনা হওয়াতে মৃতদেহ হইতে যেমন ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ সকল রাজ্য নষ্ট হইয়া অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য উৎপন্ন হইল। এই সময় ইউরোপ দেশের অনেক ব্যক্তি নূতন মহৎপদ প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীনতা-পূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্য শাসন করিতেন্।

আরঙ্গীবের মরণের পর প্রায় ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত মোগলদিগের রাজ্যের ভূপতিরা লাম্পট্যগুণ বশতঃ শৃঙ্গার রসে মগ্ন হইয়া উপস্ত্রীর সহিত পুরীমধ্যে ভাঁড়ামি শ্রবণে কালক্ষেপণ করিতেন্। ভূপতির

এইরূপ অলস ব্যবহার ভ্রষ্টি করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম হইতে অতি পরাক্রমি ব্যক্তিরা আসিয়া অনায়াসে বল প্রযুক্ত ধন সকল লুঠ করিত। একজন বিজিগীষু পারস্বদেশহইতে সিন্ধুনদী পার হইয়া দিল্লি নগরে আগমন পূর্ব্বঃসর ময়ূরচিত্রিত রাজসিংহাসন যাহা ইউরোপ দেশীয় নিপুণ ও প্রসিদ্ধ শিল্পিদ্বারা বহুযত্নে যহরৎ ও মণিতে ভূষিত হইয়াছিল, আর এক অপূর্ব্ব হীরক যাহা অনেক ঘটনানন্তর অবশেষে রণজিত সিংহের হস্তে প্রাপ্ত হয় এবং এক্ষণে উড়িষ্যাদেশের অতি কুৎসিত পুত্তলিকার শিরোভূষণ হইয়া আছে, যাহার দর্শনে রো আর বারনিয়ার সাহেবেরা অতি বিস্মিত হইয়াছিল, ঐ বিজিগীষু ঐ সকল দ্রব্য লুঠ করিয়া জয়ধ্বনি পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন্। আফগাণ দেশীয় লোকেরা পারস্বদেশ আক্রমণ করিয়া অনেক লুঠ করিয়াছিল। রাজপুত লোকেরা যবনদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত হইল। একদল বেতনাপেক্ষী সৈন্য রহিলখণ্ড আক্রমণ করিল। সিকেরা চতুঃপার্শ্বস্থদেশ সকল শাসন করিতে আরম্ভ করিল। যমুনাতীরবাসি লোকদিগের উপর জট লোকেরা অতি দৌরাত্ম্য করিত। ভারতবর্ষের পশ্চিম রাজ্যস্থ এক ভয়ানক ও নিষ্ঠুর জাতি যাহাদিগের দর্শনে এতদ্দেশীয় লোকেরা সশঙ্কিত হইয়া কম্পমান হইত, এবং যাহারা ইংরাজদিগের নিকট বহু যুদ্ধানন্তর পরাস্ত হয়, এবং যাহারা মহারাষ্ট্র নামে বিখ্যাত আছে, আরংজীব স্থপতির রাজ্যের সময় প্রথমে পর্ব্বত হইতে আসিয়াছিল। ঐ স্থপতির মরণান্তর তাহারা অনেক ভালৈ২ ফলবান্ রাজ্য পরাজয় করিয়া সমুদ্রের দুই কূল পর্য্যন্ত আপনাদিগের রাজ্যের সীমা বদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদিগের প্রধান চমুপতিরা পুণা, গওয়ালিয়ার, গুজরাট, বেরার, টানজোর, এই সকল স্থানে রাজ সভা করিত। কিন্তু তাহারা এই প্রকার মহা পরাক্রমশালী হইয়াও লুঠ করিতে বিরত হয় নাই, আর তাহারা আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষহইতে অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ দুর্জ্জয় জাতির রণবাদ্য শ্রবণে ক্ষেত্রপালেরা এক থোলিয়া চাউল স্কন্ধে করিয়া আর যৎ-

কিঞ্চিৎ ধন অতি গোপনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আপন স্ত্রী ও সন্তানাদির সহিত বনমধ্যে কিম্বা পর্ব্বতোপরি পলায়ন করিত। এবং অনেক রাজ্য, প্রতি বৎসর কর প্রদানদ্বারা তাহাদিগের আক্রমণ হইতে মুক্ত হইত। এতদ্দেশীয় নৃপতি তৎকালীন অতি বলহীন ছিল, একারণ তাহাদিগের বেলাক্‌মেল অর্থাৎ কর স্বরূপ কিঞ্চিৎ প্রদান করিতেন। তাহাদিগের একজন সেনাপতি দিল্লিনগর আক্রমণ করিতে মানস করিয়াছিল, আর একজন বঙ্গদেশের শষ্যক্ষেত্র প্রতিবৎসর সহসা আক্রমণ পূর্ব্বক লুঠ করিত। ইউরোপীয় লোকেরা আপনাদিগের বাণিজ্য বিষয় ঐ নিষ্ঠুর জাতি হইতে রক্ষার্থে সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া সাবধানে থাকিত। সম্প্রতি একশত বৎসর হইল ইংরাজেরা কলিকাতা নগর রক্ষার্থে তথায় মহারাষ্ট্র খাত নামক এক খাত খনন করে, যদ্দর্শনে তাহাদিগের অদ্যাপি পূর্ব্বের বিপদ্ স্মরণ হয়। মগল রাজার প্রতিনিধিরা যথায় ক্ষমতাবান হইয়াছিল, তথায় তাহারা স্বাধীন হইল। ফ্লাণ্ডরস দেশের কাউণ্ট, বরগণ্ডি দেশীয় ডিউকেরা কারলোভিন্‌জিয়ানদিগের অকৃতি সন্তানদিগের যে প্রকার মান্য করিত তদ্রূপ ঐ প্রতিনিধিরা টেমরলেন্ বংশের প্রধানতা বাস্তমাত্রেই স্বীকার করিত। আর তাহারা কখন২ ঐ রাজার নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিত, আর কদাচিৎ তাঁহার নিকট উচ্চ পদ প্রার্থনা করিত, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার অধীন ছিলনা। এইরূপ যে সকল মুসলমানেরা বঙ্গদেশ এবং কর্ণাট শাসন করিত, এবং অদ্যাপিও লক্‌নায়ু এবং হাইদ্রাবাদ নগরে রাজ্য করেন, তাহারা স্বাধীন হইয়া উঠিল।

এরূপ গোলযোগ বহুকাল পর্য্যন্ত থাকিবে অথবা আর একজাতির রাজ্য হইলে ইহা শেষ হইবে, মুসলমান অথবা মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতবর্ষের অধিপতি হইবে, কিম্বা একজন বেবার পর্ব্বত হইতে আসিয়া বলবান্ কাবুল এবং খোরসান দেশীয় যোদ্ধা সহায় করিয়া ধনী কিন্তু অত্যন্ত ভীত এই হিন্দুলোকদিগে পরাজয় করিবে ইত্যাদি তৎকালীন কেহই কহিতে পারিত না। পরন্তু কোনব্যক্তি স্বপ্নেতেও এমত বোধ

করিত না, যে একদল ক্ষুদ্র বাণিজ্যকারী ১৫০০০ ক্রোশান্তর হইতে আগমন পূর্ব্বক একশত বৎসর মধ্যে আপনাদিগের রাজ্য কমরিন্ অন্তরীপ হইতে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রসারিত করিবে, আর মুসলমান্ এবং মহারাষ্ট্রীলোকেরা পরাধীন হইয়া স্বীয়২ বিবাদ সকল বিস্মৃত হইবে। এবং ইহাও কেহ স্বপ্নেতেও জানিত না যে তাহারা সকল বন্য ও নিষ্ঠুরজাতিদিগকে পরাজয় করিবে এবং এই প্রদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা আপনাদিগের অক্ষোভ্যরাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক হাইডাসপিস নদীর পশ্চিমাবধি এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জয়ী হইয়া আভা নগরে সন্ধির নিয়মাজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক কান্দাহার নগরে আপনাদিগের অনুগত ব্যক্তিগণকে রাজপদাভিষিক্ত করিবে।

ডিউপেলকস্ সাহেব একলা অনুমান করিতেন্ যে ইউরোপ দেশীয় লোকেরা ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করিতে পারিবে। ইংরাজেরা যৎকালে বাণিজ্য বিষয়ে ব্যগ্র ছিল, তখন তিনি বিবেচনা করিলেন যে এতদ্দেশীয় ভূপতিরা বহুসৈন্য আনয়ন পূর্ব্বক সংগ্রামাভিমুখ হইলেও ইউরোপদেশীয় সৈন্যের পরাক্রম ও রণ কৌশল বিষয়ে তাহাদিগের সৈন্যেরা কদাচ তুল্যহইতে পারিবে না। পরন্তু এতদ্দেশীয় সৈন্যেরা ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট যুদ্ধ বিষয় শিক্ষা করিলে এমত সুশিক্ষিত হয় যে সেকস্ ও ফ্রেডরিক প্রভৃতি রাজারা যুদ্ধ কৌশল দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের লইয়া যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছান্বিত হইতে পারে। এই সকল রাজনীতি যাহারদ্বারা ইংরাজেরা অবশেষে কৃতার্থ হয় তাহা এই চতুর এবং বুদ্ধিমান ফরাসি প্রথমে ব্যবহার করিয়াছিল।

১৭৪৮ সালে মহাবল পরাক্রান্ত নিজাম উলমুল্ক নামক ডেকান্ দেশাধিরাজ তাঁহার মৃত্যু হইলে নাজিরজঙ্গ তাঁহার পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে কর্ণাটদেশ অতি বৃহৎ এবং ফলবান ছিল, তথায় বহুকালাবধি এক জন বৃদ্ধ নবাব, নিজামের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া শাসন করিত, যিনি ইংরাজদিগের মধ্যে আনা-

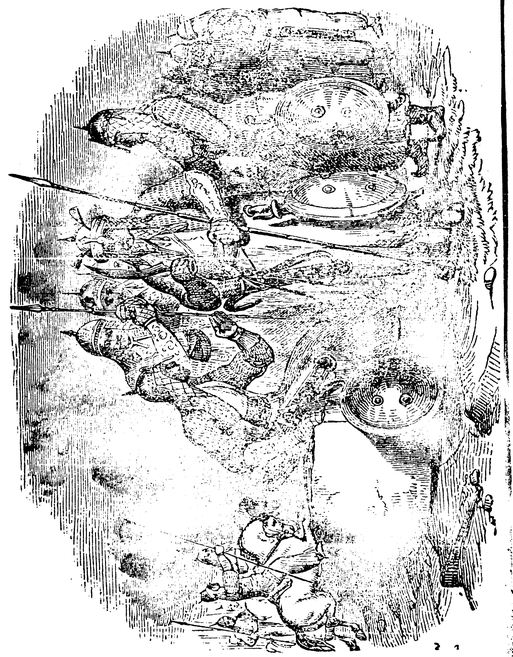

ভারুডি খাঁ নামে খ্যাত ছিলেন। ঐ সময়ে হিন্দুস্থানে অধিকার বিষয়ের নিয়ম এরূপ অস্থির ছিল, যে ঐ পরাক্রান্ত নিজামের মরণের পর তাঁহার পৌত্র মিরজাফাজঙ্গ ডেকানদেশ অধিকারার্থে এবং কর্ণাটদেশের পূর্ব্ব নবাবের জামতা চণ্ডাসাহেব কর্ণাট অধিকার নিমিত্ত বহু সৈন্য লইয়া উভয়ে সংগ্রামোদ্যত হইয়াছিল। তাহারা ফরাসিদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। ফরাসিরা তৎকালে ইংরাজদিগের করমণ্ডলদেশ পরাজয় করিয়া অত্যন্ত গৌরবান্বিত হইয়াছিল। ফরাসিদিগের অধ্যক্ষ ডিউপেলকস্ সাহেব বিবেচনা করিলেন, এই দুই অনধিকার চর্চ্চকদিগের সাহায্য প্রদানপূর্ব্বক ডেকান এবং কর্ণাট দেশের শাসনকর্ত্তা করিতে পারিলে ইহাদের দ্বারা অস্মদীয় সৈন্যাধ্যক্ষেরা ভারতবর্ষের সমুদায় দক্ষিণভাগে শাসন করিতে পারিবে। এই বিবেচনা পূর্ব্বক স্বীয়াভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য এই রাজদ্রোহকারিদিগের সাহায্য করিতে সম্মত হইয়া চারিশত ফরাসি এবং দুই হাজার এতদ্দেশীয় সৈন্য তাহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন্। ঐ সকল সৈন্য একত্র হইয়া আনাভারডি খাঁকে পরাজয় করিয়া বধ করিল। তাহাতে তাঁহার পুত্র মহাম্মদ আলি অবশিষ্ট সৈন্য সহিত ত্রিচিনাপলি নগরে পলায়ন করিল আর ফরাসিরা কর্ণাটদেশ অধিকার করিল। ঐ যুদ্ধে ডিউপেলকস্ সাহেবের অত্যন্ত সৌভাগ্য ও সুযশঃ হয়। অনন্তর যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তিনি সন্ধি ও কৌশল দ্বারা নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন্। নাজিরজঙ্গ আপন মিত্রদিগের হস্তে হত হইলেন। তাহাতে মিরজাফাজঙ্গ ফরাসিদিগের দ্বারা ডেকানদেশের শাসনকর্ত্তা হইলে পর ডিউপেলকস্ সাহেবের মানস সিদ্ধ হইল। এইরূপে ভারুবর্ষে ফরাসিদিগের শক্তি বৃদ্ধি হইলে পণ্ডিচারি নগরস্থ সকল লোকে অত্যন্ত আনন্দিত ও উল্লাসিত হইল। গীর্জা গৃহে পরমেশ্বরের আরাধনা এবং দুর্গ মধ্যে তোপ হইতে লাগিল। ফরাসিরা নূতন নিজামকে বহু আড়ম্বর পূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত করিল।

ডিউপেলকস্ সাহেব স্বয়ং মুসলমানের বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ঐ নিজামের সহিত এক পালকির মধ্যে আরোহণ করিয়া পণ্ডিচারি নগরের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন্। ঐ সভামধ্যে কৃষ্ণানদী অবধি কমরিন্ অন্তরীপ পর্য্যন্ত যাবদ্দেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে এবং সাত হাজার অশ্বারোহি সৈন্যের অধ্যক্ষ পদে তিনি নিযুক্ত হইলেন্। অতএব তাঁহার ক্ষমতা চন্দাসাহেবের অপেক্ষা অধিক হইল। মিরজাফাজঙ্গ ডেকান্দেশের রাজপ্রতিনিধিরা বহুকালাবধি যে সকল ধন সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা ফরাসিদিগের শাসন কর্ত্তার ধনাগারে রক্ষিত করিতে আদেশ করিলেন। ডিউপেলকস্ সাহেব ইহাতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা এবং বহুমূল্য রত্নাদি পাইয়াছিলেন্। সুতরাং এমত বোধ হয়, যে তিনি অসংখ্য ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন্। বিশেষতঃ তিনি অসীম শক্তিদ্বারা স্বীয় প্রজাবর্গকে শাসন করিতেন্। আর তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি নিজামের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত না। কোন পত্রাদি তিনি অগ্রে দর্শনপূর্ব্বক পাঠ না করিলে, নিজাম পাঠ করিতে পারিতেন্ না।

মিরজাফাজঙ্গ এই পদ প্রাপ্ত হইয়া অতি অল্প কালের মধ্যেই মরিলেন্। অনন্তর ফরাসিরা তাঁহার বংশ হইতে এক বালককে ঐ সিংহাসনে স্থাপিত করিল। ডিউপেলকস্ সাহেব এই সকল কর্ম্মদ্বারা ভারতবর্ষ মধ্যে এক জন মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্ হইয়াছিলেন্। তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা এমত বলিত যে তাঁহার নামে দিল্লি নগরের ভূপতিও কম্পিত হইতেন্। এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা ইউরোপদেশীয় কএক দুঃসাহ্য কর্ম্মকারিদিগকে চারি বৎসর মধ্যে আসিয়া খণ্ডে রাজ্য স্থাপিত করিতে দর্শন করিয়া অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। ডিউপেলকস্ সাহেব তাদৃশ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াও তৎকালে সন্তুষ্ট হন নাই। কারণ তিনি স্বীয় কীর্ত্তি ও পরাক্রম আপন শত্রুবর্গের ও নিজ প্রজাবর্গের দর্শন করাইতে সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি যেস্থানে নাজিরজঙ্গের বধ, এবং মিরজাফাজঙ্গ

রাজ প্রতিনিধি হন, তথায় এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে পাষাণোপরি আপনার জয় চারিভাষায় বর্ণনা করিয়া মুদ্রাক্ষরে খোদিত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন্। এবং তাহার নিকট এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া ঐ নগরের নাম ডিউপেলকস্ফতেবাদ রাখিলেন্ অর্থাৎ (ডিউপেলকসের জিত নগর।)

ইংরাজেরা তাহার সৌভাগ্য নষ্ট করণেচ্ছুক হইয়া মহাম্মদ আলিকে কর্ণাট দেশের শাসন কর্ত্তা তুল্য জ্ঞান করিত। কিন্তু ঐ ব্যক্তির ত্রিচিনাপলি নগর ভিন্ন আর কোন নগর অধিকৃত ছিল না। আর এ নগর তৎকালে চন্দাসাহেব ফরাসিদিগের সৈন্য সহিত আক্রমণ করিয়াছিল। মাদ্রাজ নগরে ইংরাজদিগের যে সকল সেনা ছিল তাহাদিগের কোন সেনাপতি ছিল না একারণ মহাম্মদ আলি আপন নগর রক্ষা করিতে দুঃসাহ্য বোধ করিয়াছিলেন্। তদানী মেজর লরেন্স সাহেব ইংলণ্ডদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন্, সুতরাং ইংরাজদিগের সৈন্যমধ্যে আর কোন প্রাজ্ঞ সেনাপতি ছিল না। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ফরাসিরা তাহাদিগের সেণ্ট জর্জ্জ নামক দুর্গ পরাজয় করিয়া সিংহনাদ ও জয়ধ্বনি পূর্ব্বক প্রধান২ ব্যক্তিদিগকে বদ্ধ করিয়া পণ্ডিচারি নগরে প্রেরণ করিয়াছিল। এবং ডিউপেলকস্ সাহেব স্বীয় পরাক্রম এবং বুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বস্থানে জয়ী হইয়াছিলেন্। তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজগণকে হীনবল ও অযোগ্য বলিয়া বোধ করিত। ইংরাজলোকেরা বিপক্ষ হইয়া তাঁহার সৌভাগ্য নষ্ট করিতে বহু যত্ন করিয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বই নিষ্ফল হইল। তাহাতে ডিউপেলকস্ সাহেবের আরও পরাক্রম ও গৌরবের বৃদ্ধি হইল। এই বিষম সময়ে ইংরাজদিগের মধ্যে এক সামান্য ব্যক্তির সাহস ও ক্ষমতাদ্বারা তাহাদিগের সৌভাগ্যের অঙ্কুর হইল। ঐ সময় ক্লাইব্ সাহেবের বয়ঃক্রম প্রায় ২৫ বৎসর ছিল। তিনি তৎকালীন কাপ্তান উপাধি গ্রহণ করিয়া সৈন্যদিগের আহারাদি দ্রব্য সকল যোগাইতেন্।

ইংরাজদিগের বিপদ্ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া তিনি আপন প্রধান ব্যক্তিদিগের নিকট বলিলেন, ত্রিচিনাপলি নগর রক্ষার্থে উদ্যত না হইলে ইহা অচিরে ফরাসিরা অধিকার করিবে আর অনাভার্ডিথায়ের বংশ নষ্ট হইবে। তাহাতে ফরাসিলোকেরা অনায়াসে ভারতবর্ষের অধিপতি হইতে পারিবে।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন্ যে কর্ণাটদেশের রাজধানী আরকট নগর পরাজয় করিলে, ত্রিচিনাপলি নগর শত্রুরা পরিত্যাগকরিতে পারে, অতএব আরকট নগর লওয়া ও রক্ষা করা প্রথমে আবশ্যক। ইংরাজদিগের প্রধান কর্ম্মচারিরা ডিউপেলকস্ সাহেবের সৌভাগ্য দর্শনে এমত বোধ করিল, যে ইংরাজ ও ফরাসিদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি মাদ্রাজ নগর আক্রমণ করিয়া অনায়াসে নষ্ট করিতে পারিবেন্, একারণ তাহারা ক্লাইব্ সাহেবকে দুই-শত ইউরোপীয় এবং তিনশত এতদ্দেশীয় সৈন্যের সহিত আর-কট নগর গ্রহণ ও রক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যমধ্যে আট জন সেনাপতি ছিল, কিন্তু তাহারদের দুইজন বিনা কেহ কখন যুদ্ধ করে নাই। কেবল ক্লাইব্ সাহেবের নিপুণতা ও চতুরতা দর্শনে তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। ক্লাইব্ সাহেবের যাত্রা কালীন অতিশয় ঝড় বৃষ্টি ও বিদ্যুৎপাত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তিনি নির্ভয়ে যাত্রা করিয়া ঐ নগরে আসিয়া বিনাযুদ্ধে দুর্গ অধিকার করিলেন। শত্রুলোকেরা এইরূপ আকস্মাৎ আক্রমণ হওয়ায় ভয় প্রযুক্ত পলায়ন করিল। ক্লাইব্ সাহেব ঐ দুর্গ অনায়াসে অধিকার করিয়াও স্থস্থির হন নাই। তিনি নিশ্চিত জানিতেন যে পলাতক ব্যক্তিরা অন্য সৈন্যের সহিত একত্র হইয়া পুনর্ব্বার আক্রমণ করিবে। একারণ তিনি খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া দুর্গ রক্ষা করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন্। কিছু দিবস পরে ঐ সৈন্যেরা আর তিন হাজার সৈন্যের সহিত একত্র হইয়া ঐ দুর্গের সম্মুখে আসিয়া শিবির ফেলিয়া রহিল। ক্লাইব্ সাহেব ইহা দেখিয়া আপন সৈন্য সহিত দুর্গ হইতে বাহির হইয়া শত্রু-

দিগের শিবির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অনেক ব্যক্তিকে বধ করিলেন্। তাহাতে অবশিষ্ট সকলেই পলায়ন করিলে, তিনি পুনর্ব্বার ঐ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন্, যে আপন সৈন্য মধ্যে কোন ব্যক্তি হত হয় নাই, কিন্তু শত্রুদিগের প্রায় অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে।

চণ্ডাসাহেব ঐ সময়ে ত্রিচিনাপলি নগর আক্রমণে উদ্যত ছিলেন্, কিন্তু আরকট নগরে স্বীয় সৈন্যের পরাজয় শ্রবণে তৎ-ক্ষণাৎ শিবিরহইতে চারি হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন্। ডিউ-পেলকস্ সাহেবও পণ্ডিচারি নগরহইতে ১৫০ জন ফরাসি এবং দুই হাজার ভিলোর দেশের সৈন্য প্রেরণ করিলেন্। এই সকল সৈন্য একত্র হওয়ায় প্রায় চণ্ডাসাহেবের দশ হাজার সৈন্য হইল। চণ্ডাসাহেবের পুত্র রাজাসাহেব ঐ সকল সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া পুনর্ব্বার আরকট নগর আক্রমণে যাত্রা করিলেন্। ঐ বৃহৎ সৈন্য সহিত যুদ্ধার্থে ইংরাজদিগের কেবল ১২০ জন স্বদেশীয় এবং দুই শত এতদ্দেশীয় সৈন্য ছিল। তাহাদিগের সরঞ্জাম অল্পল্প এবং দুর্গের প্রাচীর অত্যন্ত ভগ্ন ও তাহার চতুর্দ্দিগের নালা শুষ্ক হইয়াছিল। রণভূমি অতি জঘন্যরূপে নির্ম্মিত ছিল, আর ঐ সৈন্য মধ্যে কেবল চারি জন সেনাপতি ছিল, আর তাহাদিগের অধ্যক্ষ ক্লাইব্ সাহেব তখন কেবল ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত ছিলেন্। এইরূপ দুঃসময়ে ক্লাইব্ সাহেবের সৈন্য সকল একত্র হইয়া তাঁহার নিকট নিবেদন করিল, ইউরোপ দেশস্থ মনুষ্যেরা লঘু আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, একারণ তাহারা শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করুক, আর এতদ্দেশীয় সৈন্যেরা ফেণ আদি লঘু দ্রব্য আহার করিয়া থাকুক। তাঁহার সৈন্য মধ্যে বিবিধ জাতি ছিল, যাহাদিগের বর্ণ বাস্ত ও ধর্ম্ম এবং ব্যবহার পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু তাহারা এইরূপ আহারাদির কষ্ট পাইয়া আর সর্ব্বদা দুর্গ মধ্যে শঙ্কিত থাকিয়াও কদাচ আপনাদিগের অধ্যক্ষের অবশব্দ হইত না। তাহারা আপনাদিগের অধ্যক্ষকে এমত মান্য করিত, যে নিপোলিয়ানের প্রাণতুল্য সৈন্যেরা তাহাদিগের অপেক্ষা

অধ্যক্ষকে অধিক সম্মান করিত না। এইরূপ সৈন্যদিগের প্রভুভক্তি আর স্বীয় তাদৃশ প্রভুতাদ্বারা ক্লাইব্ সাহেব সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন্। ক্লাইব্ সাহেব শত্রুদিগের সহিত ক্রমাগত ৫০ দিবস অত্যুত্তম সেনাপতির ন্যায় যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু শত্রুলোকেরা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ক্রমে২ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মাদ্রাজ নগর হইতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে তৎকালে কেহ আসিতে পারে নাই। অনন্তর তথাকার প্রধান কর্ম্মচারিরা মুরারি রায় নামে একজন মহারাষ্ট্রকে ছয় হাজার সৈন্যের সহিত তাঁহার সাহায্যার্থে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন্। মুরারি রায় ফরাসিদিগের শক্তি ও চণ্ডাসাহেবের সৌভাগ্য দর্শন করিয়া ভয়ে প্রথমে কর্ণাটদেশে আসিয়া রহিলেন্। পরে ক্লাইব্ সাহেবের ঐরূপ অসম্ভব সাহস ও ক্ষমতা শ্রবণে বলিলেন্, আমি এমত কদাচ বোধকরিতাম না, যে ইংরাজেরা যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু যখন তাহারা এইরূপ প্রাণ রক্ষা করিতে পারে, তখন আমি অবশ্যই তাহাদিগের সাহায্য করিতে আহ্লাদিত হইব। এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্য করিতে যাত্রা করিলেন্।

রাজাসাহেব মহারাষ্ট্রদিগের আগমন শ্রবণে অতি শীঘ্র দুর্গ অধিকার করিতে চেষ্টা করিলেন্। তিনি প্রথমে সন্ধিদ্বারা অধিকার করিবার জন্য ক্লাইব্ সাহেবকে ঘুষদিতে যত্ন করিয়াছিলেন্, কিন্তু ঐ মাহাত্মা ব্যক্তি তাহা অগ্রাহ্য করাতে তিনি বলিলেন, আমার বাক্য অমান্য করিলে এইক্ষণে এই দুর্গ ও দুর্গস্থ সকল লোককে নষ্ট করিব। ক্লাইব্ সাহেব এই কথায় উত্তর করিলেন্, তোমার পিতা অন্যায়রূপে এই বিষয় আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছেন্, আর তোমার সৈন্য সকল অতি দুর্ব্বল ও ইতর, অতএব ইংরাজদিগের বিপক্ষে এমত সৈন্য আনিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা তোমার উচিত ছিল। রাজাসাহেব এই গর্ব্বিত প্রত্যুত্তর শ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্য-

গণকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিলেন্। ঐ সময় মুসলমানেরা সকলেই উন্মত্ত হইয়া আলির পুত্র হাসেনের স্বত্যু স্মরণার্থে তাঁহার মহোৎসবে প্রবৃত্ত ছিল। হাসেন, ফাটিমাইট সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন্। তিনি এক যুদ্ধে আপনার সৈন্য সকল পরাজিত হইলে অতিশয় শ্রান্ত ও দুঃখিত হইয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন্। পরে শত্রুলোকেরা তথায় আসিয়া তাঁহার মস্তক-চ্ছেদন পূর্ব্বক স্বত ওষ্ঠে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিয়াছিল। সেই ওষ্ঠ-দ্বারা তিনি মহম্মদকে চুম্বন করিয়াছিলেন্। এই সকল বৃত্তান্ত মুসলমানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে অত্যন্ত খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক বর্ণিত আছে। এই বিষয় ১২০০ বৎসর গত হইয়াছে, তথাপি সকল প্রকার মুসলমানেরা ঐ সময় উন্মত্ত হইয়া আপনারা শারী-রিক ক্লেশ এবং বিলাপে মগ্ন হইয়া হত বুদ্ধি হয়। মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে সেই দিবস তাহাদের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ লোকেরদের সহিত যুদ্ধে হত হইলে তাহাদিগের আত্মা সকল পাপহইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, এবং তথাকার উদ্যানের যে সকল দেব কন্যা আছেন্ তাহাদিগের সহিত বাস করিতে পায়। ঐ দিবস যখন সকলেই উৎ-সবে উন্মত্ত হইয়াছিল, তৎসময় রাজাসাহেব ঐ দুর্গ আক্রমণার্থে তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন্। এই সৈন্য সকল সহজেই উন্মত্ত, বিশেষ গাঞ্জাখাইয়া আরো অতি উন্মত্ত ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল।

ক্লাইব্ সাহেব যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নিজ দুর্গ মধ্যে সকল প্রস্তুত করিয়া ক্ষণেক কালের নিমিত্ত শয়ন করিয়াছিলেন্, এমত সময়ে শত্রুদিগের আগমনের জনরব শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার সৈন্য মধ্যে উপস্থিত হইলেন্। রাজাসাহেবের সৈন্য মধ্যে অনেক বৃহৎ হস্তি ছিল, আর তাহাদিগের মস্তক লোহার পাতদ্বারা রক্ষিত ছিল। ঐ বৃহৎ পশুগণকে রণে অগ্রসর করিয়া তিনি এমত বোধ করিয়াছিলেন্, যে ইংরাজ লোকেরা এতদ্দর্শনে ভীত হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু তাহা বিপরীত হইল। হস্তি সকল ইংরাজ-দিগের গোলারদ্বারা অস্থির হইয়া পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল,

তাহাতে রাজাসাহেবের সৈন্য মধ্যে এমত গোলযোগ উপস্থিত হইল, যে অনেক ব্যক্তি ঐ হস্তিদিগের পদতলে পতিত হইয়া নষ্ট ও আহত হইল। ইহা দেখিয়া রাজাসাহেব একটা শ্রেণী নিক্ষেপ পূর্ব্বক আপন সেনাদিগের পার করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ক্লাইব্ ইহা দৃষ্টি করিয়া আপন হস্তে একটা কামানদ্বারা অল্পক্ষণের মধ্যে ঐ শ্রেণী নষ্ট করিলেন্। অবশেষে শত্রুবর্গ এক স্থানে নালা শুষ্ক দেখিয়া তথায় আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলে ইংরাজ লোকেরা তোপ এমত উত্তম লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল যে তাহারা অতি ভীত হইয়া পলায়ন করিল। এইরূপে তিনবার সাহস পূর্ব্বক আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলেও তাহা সকলই বিফল হইল। অবশেষে নালার পশ্চাৎ-ভাগে পলায়ন করিল। ঐ যুদ্ধ প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়। উহাতে শত্রুবর্গের প্রায় চারিশত লোক হত হয়, কিন্তু ইংরাজ-দিগের কেবল পাঁচ কিম্বা ছয়জন নষ্ট হয়। রাত্রিকালে পুনর্ব্বার ইংরাজ লোকেরা আক্রম ভয়ে অতি সশঙ্কিত ছিল, কিন্তু প্রত্যূষে দেখিল যে শত্রুলোকেরা অনেক কামান ও খাদ্যদ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

সেণ্ট জর্জ দুর্গে এই যুদ্ধের সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া সকলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল, এবং তত্রত্যলোকেরা ক্লাইব্ সাহেবের ক্ষমতা যথার্থ বোধ করিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট দুইশত ইংরাজ ও সাতশত এতদ্দেশীয় সৈন্য প্রেরণ করিল। তিনি ঐ সৈন্য লইয়া শত্রুদিগের আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন্। প্রথমে তিনি টিমেরি নামক দুর্গ পরাজয় করিয়া পরে মুরারি রায়ের সৈন্যের সহিত একত্র হইয়া রাজাসাহেবের সৈন্যে আক্রমণ করিলেন্। শত্রুদিগের সৈন্য মধ্যে প্রায় তিনশত ফরাসি ছিল, তথাপি এক যুদ্ধে তাহাদিগকে সমুদায়রূপে পরাজয় করিয়া, রাজা-সাহেবের অস্ত্রাদি সকল বলক্রমে অধিকার করিলেন্। শত্রুপক্ষ হইতে ছয়শত সেপাই ক্লাইব্ সাহেবের নিকট আসিয়া কর্ম্মে

নিযুক্ত হইল। আর বিনাযুদ্ধে ইংরাজরা কানজিভারাম নগর অধিকার করিল। আর্ণি নগরের শাসন কর্ত্তা চণ্ডাসাহেবের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মহাম্মদ আলির শরণ লইল।

এই যুদ্ধের ভার ক্লাইব্সাহেবের উপর সম্পূর্ণ অর্পণ করিলে তিনি অল্পল্প সময়ে ইহা শেষ করিতে পারিতেন্। এই বিষয় নির্ব্বাহার্থে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা এমত ভীত এবং অক্ষম ছিল যে মহারাষ্ট্রীয়েরা ক্লাইব্ সাহেবের সৈন্যগণকে ইংরাজজাতি হইতে ভিন্ন বোধ করিত। ঐ সময় রাজাসাহেব তাহাদিগকে অনুপযুক্ত দর্শন করিয়া অল্পল্প সময়ের মধ্যে একদল বৃহৎ সৈন্য একত্র করিয়া সেণ্ট জর্জ দুর্গের নিকটস্থ যাবৎ গ্রাম এবং ইংরাজদিগের বাসস্থান ছিল, তাহা সকল লুঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সৈন্য মধ্যে চারি শত ফরাসি ছিল, তথাপি ক্লাইব্ সাহেব তাহাদিগকে অনায়াসে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া একশত ফরাসি নষ্ট ও যুদ্ধে বন্দি করিয়াছিলেন্। এই যুদ্ধের পর ক্লাইব্ সাহেব মাদ্রাজ নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন্। গমন কালীন বর্ত্ম মধ্যে ডিউপেলকস্ সাহেবের খোদিত স্তম্ভ ও তাহার জিত নগর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট করিতে আজ্ঞা করিলেন্। কিন্তু তিনি জাতি কিম্বা সাহেবের প্রতি দ্বেষ করিয়া অনুমতি করেন্ নাই, ঐ কীর্ত্তি নষ্ট করিয়া এতদ্দেশীয় সকলের ভ্রম প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন্। এই সকল অসম্ভব কর্ম্মদ্বারা মাদ্রাজ নগরের কর্ম্মচারিরা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া ত্রিচিনাপালি নগর রক্ষার্থে প্রেরণ করিল। তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বে মেজর লরেন্স সাহেব ইংলণ্ডদেশ হইতে সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া মাদ্রা-জ নগরে উপস্থিত হইলেন্। ক্লাইব্ সাহেব বাল্যাবধি যেরূপ অবাধ্য ও অধীর ছিলেন, তাহাতে এমত বোধ হইত না যে তিনি মেজর লরেন্স সাহেবের অধীন হইয়া যুদ্ধ বিষয় নির্ব্বাহ করিতে অতিশয় ব্যগ্র হইবেন, কিন্তু তাঁহার এই এক মহৎ গুণ ছিল, যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে স্নেহ ও যত্ন করিলে তিনি তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ

হইয়া থাকিতেন্। একারণ মেজর লরেন্স সাহেব তাঁহাকে অগ্রে স্নেহ করাতে তিনি তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিতে অসন্তুষ্ট না হইয়া সেনা-মধ্যে দ্বিতীয় পদ গ্রহণ পূর্ব্বক এমত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন্ যে তাঁহার অবশস্বদ কোন ব্যক্তি হইত না। মেজর লরেন্স সাহেব তাদৃশ বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ছিলেন না। ক্লাইব্ সাহেব তাঁহাকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতেন্। তিনিও তাহা উত্তম জ্ঞান করিয়া স্বীকার করিতেন্। আর মেজর লরেন্স সাহেব যুদ্ধ বিষয় যথা নিয়মে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি একারণ নূতন যোদ্ধাদিগের অগ্রাহ্য করিতেন্। কিন্তু ক্লাইব্ সাহেবের অল্পবয়সেও এমত যুদ্ধ নিপুণতা দেখিয়া বলিতেন্ যে তিনি অন্য সকল ব্যক্তি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। লারেন্সের লিপিতে কথিত আছে যে ক্লাইব্ সাহেবের সাহস ধৈর্য্য এবং প্রত্যুৎপন্ন মতি তাঁহাকে কোন বিপদ্ কালীন পরিত্যাগ করিত না, এই সকল গুণ সদ্ভাবে তাঁহাকে জন্মাবধি যোদ্ধা বলা যাইতে পারে। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন, যে এই ব্যক্তিকে অনেকেই সৌভাগ্যবান্ জ্ঞানকরে, কিন্তু আমি ইহার ব্যবহার বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া ইহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়াছি, যে তিনি স্বীয় শক্তি ও বুদ্ধিদ্বারা এই সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন্; তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন্ নাই এবং কোন প্রধান যোদ্ধার সহিত আলাপও কদাচ করেন নাই, কিন্তু স্বীয় স্বাভাবিক বুদ্ধিদ্বারা যে প্রকার সেনাদিগে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধে লইয়া যাইতেন, তাহাতে সকলেই বোধ করিত যে তিনি নিঃসন্দেহ জয়ী হইবেন্।

এই দুই সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে ফরাসিদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি ক্ষমতাবান্ ছিলনা। এদেশের রাজ্য পরিবর্ত্তনে ইউরোপ দেশ হইতে যে সকল সাহসচারিরা আসিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ডিউপেলকস্ সাহেব মিথ্যা সন্ধি এবং কুমন্ত্রণা বিষয়ে বিশেষ রত ছিলেন্। তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের কর্ম্মে সমর্থছিলেন না, কারণ পূর্ব্বে ঐ পদে বাসনা না থাকায় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন্ নাই। তিনি যুদ্ধস্থানে প্রায় থাকিতেন না। তাহাতে শত্রুলোকেরা তাঁহাকে ভীরু

বোধ করিত। তিনি বোবাডিল সাহেবের ন্যায় বলিতেন্ যে যুদ্ধ স্থানে থাকিলে বুদ্ধির হ্রাস হয়। তিনি স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াও ঐ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত অন্যেরদ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাইতেন্। আর তিনি যে সকল সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার মনোনীত কর্ম্ম করিতে পারিত না। একজন কেবল বিচক্ষণ সেনাপতি বুসি নামক তাঁহাকে উত্তমরূপে সাহায্য করিত, কিন্তু তিনি স্বীয় ও স্বদেশস্থ লোকদিগের উপকার করিবার জন্য কিঞ্চিৎকাল কর্ম্ম করিয়া নিজামের সহিত উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন্। ডিউপেলকস্ সাহেবের নিকট যে সকল সেনাপতি ছিল, তাহারা বুদ্ধিবিষয়ে নিপুণ ছিল না, তাহারা প্রায় সকলেই কর্ম্মে নূতন নিযুক্ত হইয়াছিল, আর তাহাদিগের বুদ্ধির অল্পতা দর্শনে সকলেই পরিহাস করিত।

ইংরাজেরা এই সময়ে সর্ব্বত্র জয়ী হইতে লাগিল। ত্রিচিনাপালি নগরের আক্রমণকারিরা স্বয়ং আক্রান্ত হইয়া হার মানিলেক। চণ্ডাসাহেব মহারাষ্ট্রদিগের নিকট যুদ্ধে ধৃত হইয়া মহাম্মদ আলির আজ্ঞানুসারে হত হইয়াছিলেন্। এই সকল ঘটনাদ্বারা ডিউপেলক্স সাহেব অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হন নাই। তাঁহার যে উপায় ও অর্থ ছিল তাহাতেই তিনি অতি পরাক্রমী ছিলেন্। এমত সময়ে তাঁহার স্বদেশি লোকেরা তাঁহার মানসিক কল্পনা সকল নিষ্ফল বোধ করিয়া তাঁহাকে আর তাদৃশ সাহায্য করিল না। তাহারা তাঁহাকে কেবল অত্যন্ত অপকৃষ্ট সৈন্য সকল পাঠাইত। তিনি দার্ঢ্য ও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কৌশল, কুমন্ত্রণা, মিথ্যা শপথ এবং অর্থ ব্যয় করিয়া স্বীয় সম্মান রক্ষা করিতে অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন্, আর তিনি ইংরাজদিগের গৌরব নষ্ট করিবার জন্য দিল্লিনগরাধিপতির নিকট হইতে প্রশংসা পত্র আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগের মিত্রের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সকল অবশেষে নিষ্ফল হইল। সুতরাং ইংরাজদিগের পরাক্রম ক্রমে ২ আরো বৃদ্ধি হইল।

ক্লাইব্ সাহেব ভারতবর্ষে বসতি করিয়া কদাচ শারীরিক সুস্থতায় ছিলেন্ না, এক্ষণে তাঁহার শরীর এমত অসুস্থ হইয়াছিল, যে তিনি ইংলণ্ডদেশে প্রত্যাগমন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন্। কিন্তু ইংলণ্ডদেশে যাত্রাকরিবার পূর্ব্বে মাদ্রাজ নগরের কর্ম্মচারিরা তাহাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া কোবলং এবং চিঙ্গিলিপট দুর্গ আক্রমণার্থে প্রেরণ করিলেন্। এই দুই দুর্গ ফরাসিদিগের অধিকৃত ছিল। ইংরাজেরা দুই আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু কোম্পানি বাহাদুর যে সকল ইংরাজ সৈন্য ইংলণ্ডদেশহইতে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই মূর্খ এবং অনুপযুক্ত ছিল, অতএব ঐ সৈন্য সকল ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অত্যন্ত ভীত হইল। ক্লাইব্ বিনা অন্য কোন সেনাপতি ঐ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে সম্মত হইত না। ক্লাইব্ সাহেব তৎকালে অতিদুর্ব্বল ও পীড়িত ছিলেন্, কিন্তু তথাপি তিনি ঐ সৈন্য লইয়া কোব্লং দুর্গ আক্রমণার্থে যাত্রা করিলেন্। তাঁহার সেনা সকল এমত অধিক ভীরু ছিল, যে তিনি কোব্লং দুর্গের সম্মুখে আগমন পুরঃসর যুদ্ধ আরম্ভ করিলে তাঁহার একজন সেনা গোলারদ্বারা হত হইলে অন্য সকলে পলায়নোদ্যত হইল। আর এক সময়ে তাঁহার একজন প্রহরী একটা তোপের শব্দ শুনিয়া ভয়ে এক কূপের মধ্যে লুকাইয়াছিল। এমত অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগের ক্লাইব্ সাহেব ক্রমে ২ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করাইয়া এবং স্বীয় সাহসদ্বারা তাহাদিগকে সাহসী করিয়া পরে কোবলং দুর্গ অনায়াসে পরাজয় করিলেন্। কিন্তু চিঙ্গিলিপট দুর্গহইতে শত্রুদিগের আশ্রয়ার্থে একদল পরাক্রমি সৈন্য আসিতেছে ইহা শ্রবণে তিনি গোপনে পথিমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন্। ঐ সৈন্যদিগের আগমন সময়ে সেই গুপ্ত স্থানহইতে বহির্গত হইয়া তাহাদিগের সহসা আক্রমণ করিলেন্। এইরূপ সহসা আক্রমণে শত্রুরা ভীত হইয়া পলায়ন করিল। ক্লাইব্ সাহেব তাহাদিগের একশত ব্যক্তিকে বধ করিলেন্, এবং প্রায় তিনশত ব্যক্তিকে যুদ্ধে অবধূত করিয়াছিলেন্। ঐ যুদ্ধের পর তিনি ঐ পলাতক ব্যক্তিদিগের

পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া চিঙ্গিলিপট দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন্। কিন্তু যৎকালে তিনি ঐ দুর্গের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন্, সেই সময় ফরাসিদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ ক্লাইব্ সাহেবের সহিত সন্ধি করিয়া সেই দুর্গ তাঁহাকে সমর্পণ পূর্ব্বক আপন সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিলেন্।

ক্লাইব্ সাহেব জয়ী হইয়া মাদ্রাজ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন্, কিন্তু তাঁহার শারীরিক পীড়া এমত হইল, যে তিনি তথায় বহুদিবস বাস করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ঐ সময় তিনি এক ক্ষমতাপন্ন খগোলশাস্ত্র বেত্তার ভগিনীকে বিবাহ করিলেন্। ঐ ব্যক্তি বহুকালপর্য্যন্ত আষ্টুনমর রায়েল নামক পদ সম্মাণ পূর্ব্বক ধারণ করিয়াছিলেন্। ক্লাইব্ সাহেবের স্ত্রী অতি পরমসুন্দরী ও গুণবতী ছিল, এবং ক্লাইব্ সাহেব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন্।

এই বিবাহের কিছুদিবস পরে তিনি নিজ স্ত্রী সহিত ইংলণ্ডদেশে প্রত্যাগমন করিলেন্। দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে প্রকার অলস এবং ঘৃণিত ছিলেন্, তাহা অপেক্ষা এক্ষণে তাঁহার স্বভাব অনেক ভাল হইয়াছিল। তাঁহার বয়ঃক্রম এই সময়ে প্রায় ২৭ বৎসর ছিল। এত অল্প বয়সেও তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহাকে এক জন প্রধান সেনাপতির মধ্যে গণ্য করিত। ইউরোপদেশের সকল রাজ্য তৎকালে নিরাপদ্ ও কুশলে ছিল। কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসিদিগের কর্ণাট দেশে যুদ্ধ নিবৃত্ত হয় নাই। লণ্ডন নগরে সকলেই ডিউপেলক্স্ সাহেবের জয় শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্লাইব্ সাহেবের সৌভাগ্য যদ্দ্বারা তাহারা ভারতবর্ষে ফরাসিদিগের অপেক্ষা অতি শীঘ্র অধিক পরাক্রান্ত হইয়াছিল ইহা শ্রবণে, তাহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিল। তিনি ঐ নগরে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সকলেই অত্যন্ত সমাদর করিল। ইংরাজদিগের ভারতবর্ষের কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁহার জেনেরেল নাম প্রচার করিয়া তাঁহার সহিত ভোজনের সময় একত্র মদ্যপানাদি করিতে লাগিল। ইংলণ্ডদেশে সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিত এবং কোম্পানির কর্ম্মচারিরা

অনেক ধন্যবাদ পূর্ব্বক হিরক ভূষিত এক তলোয়ার তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করিল, তাহাতে তিনি বলিলেন্, যে আমার বন্ধু মেজর লরেন্স সাহেবকে, এই প্রকার পুরস্কার না করিলে আমি ইহা গ্রহণ করিতে পারিব না।

ক্লাইব্ সাহেবের পরিজনেরা অনেক আহ্লাদ প্রকাশ পুরঃসর বহু সমাদর করিল, কিন্তু তাহারা কোনরূপে বুঝিতে পারে নাই, যে তিনি কিরূপে এমত সম্মানিত হইয়াছিলেন্। তাঁহার পিতা পুত্রের এতাদৃশ সৌভাগ্য হইয়াছে ইহা প্রথমে প্রত্যয় করেন্ নাই, কিন্তু, আরকট্ নগরের রক্ষা বিষয়ক সম্বাদ ইংলণ্ডদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে তিনি বলিলেন্ তবে তাঁহার অবশ্য২ কোন গুণ হইয়াছে। অনন্তর ক্লাইব্ সাহেবের সৌভাগ্য বিষয়ক সম্বাদ পুনঃ২ আসাতে তিনি পুত্রের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী হইলেন্। ক্লাইব্ সাহেব স্বদেশে আগমন করিয়া পৈতৃক বিষয় সকল বন্ধক হইতে উদ্ধার করত পিতার দরিদ্রতা দূর করিলেন্, এবং আপনার আরোহণার্থে এক শকট আর ঘোটক ক্রয় করিলেন্। তিনি যে সকল অর্থ যুদ্ধে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন্ তাহা অনেক সৌখিন ব্যবহারে অপব্যয় করিয়াছিলেন্।

১৭৫৪ সালে ইংলণ্ডদেশে পার্লিয়ামেণ্ট ঘটিত দলাদলি বিষয়ক কোন বিবাদ উপস্থিত হওনে ক্লাইব্ সাহেবের সমুদয় ধন ব্যয় হয়, একারণ তিনি পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে যাত্রা করিতে মানস করিলেন্। ডিউপেলকস্ সাহেব স্বীয় সৌভাগ্য নষ্ট হওয়াতে এই সময়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন্।

অনন্তর অনেক চিহ্নদ্বারা বোধ হইল যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, এই দুই রাজ্যের যুদ্ধ আরম্ভ হইবেক, একারণ কোম্পানি বাহাদুর ক্লাইব্ সাহেবকে সেণ্ট ডেবিড দুর্গের শাসনকর্ত্তা করিয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রেরণ করিল। ইংলণ্ড দেশের রাজা তাঁহাকে লেফ্টিনেণ্ট কর্ণেল পদ প্রদান করিলেন্। তিনি ঐ উচ্চ পদ গ্রহণ করিয়া ১৭৫৫ সালে ইংলণ্ড দেশহইতে যাত্রা করিলেন্।

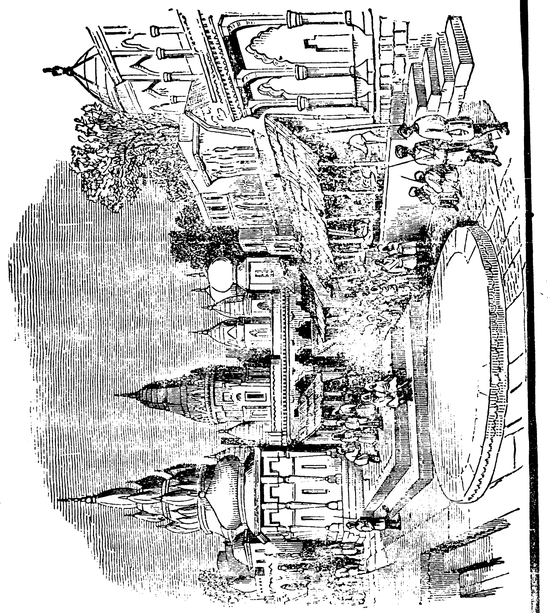

তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে গিরিয়া নামক দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন্। ঐ দুর্গ সমুদ্রের তীরে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত ছিল, এবং আঙ্গারিয়া নামক এক জন লুঠেকারী যে আরব দেশীয় মহাখালে সর্ব্বদা লুঠ করিত তাহার বাসস্থান ছিল। ইংরাজেরা ঐ দুরাত্মাকে নষ্ট করিবার কারণ এড্মিরেল ওয়াটসন্ সাহেবকে প্রেরণ করিয়াছিল। ওয়াট্সন সাহেব তাহার যুদ্ধ জাহাজ অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিলে ক্লাইব্ সাহেব অনায়াসে তাহার দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাহাকে পরাজয় করিলেন্। এই দুর্গমধ্যে ক্লাইব্ সাহেব প্রায় ৫ লক্ষ মুদ্রা পাইলেন্ এবং তাহা সকল আপন সেনাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন্। ঐ যুদ্ধের পর ক্লাইব্ সাহেব সেণ্ট ডেবিড্ দুর্গে আসিলেন্ দুইমাস গত হইবার পূর্ব্বে তিনি এমত এক সম্বাদ প্রাপ্ত হইলেন্, যে তাহাতে তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশমান হইল।

টেমরলন্স বংশের অধিকারস্থ সকল রাজ্য মধ্যে বঙ্গদেশ অতি ধনবান্ এবং ফলবান্ ছিল। বঙ্গদেশ অপেক্ষা আর ভারতবর্ষের অন্য কোন দেশে বাণিজ্য কিম্বা কৃষিকর্ম্মে অধিক ফল হইত না, বিশেষ তথায় গঙ্গা নদী শতমুখী হইয়া নির্গত হওয়ায় সকল ভূমিতে উত্তম ফল জন্মে। এদেশে শস্য বপন করিলে অধিক ফল লব্ধ হয়। মসলা, চিনি, তৈল, ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য অধিক জন্মে। এদেশীয় নদীর মধ্যে অসংখ্য মৎস্য আছে। সমুদ্রতীরস্থ মরুভূমিতে লবণ উৎপন্ন হয়, আর ইহাতে বন্যপশু সকল বাসকরে। নদীরদ্বারা বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া নানা স্থানে গমনাগমন করা যাইতে পারে। এদেশে অনেক উত্তম২ নগর, বাজার, এবং দেবালয় আছে। ইহার শাসনকর্ত্তা মুসলমানেরা অত্যন্ত দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার করিত, আর মহারাষ্ট্রীয়েরা সর্ব্বদা বলাৎকার পূর্ব্বক সকলের দ্রব্য অপহরণ করিত ইহাতেও দেশের অমঙ্গল কদাচ হয় নাই, ও ধন ও শস্যের ন্যূনতা কদাচ হইত না। এপ্রদেশের বসতি বিস্তর, ও শস্যাদি এমত অধিক জন্মে যে এই-

স্থানহইতে প্রত্যেক বৎসর নানা দেশে প্রেরিত হইয়াও দুর্লভ হয় নাই। বঙ্গদেশের বস্ত্র সকল অতি চমৎকার। লণ্ডন এবং পারিস নগরের ধনিগণের স্ত্রীলোকেরা আদর পূর্ব্বক তাহা পরিধান করে। পরন্তু ভেলেনসিয়া প্রদেশের লোকেরা যেমত স্ত্রীলোকের ন্যায় ভীরু, সেইরূপ এতদ্দেশীয় লোকেরা সতত কুশলে এবং স্বচ্ছন্দরূপে থাকিয়া ভীরু এবং বলহীন। আর তাহারা অল্পকর্ম্ম করিয়া শ্রান্তিযুক্ত হয়, পরিশ্রম জনক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, কোনকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকিতে ভালবাসে না, আর বাক কলহে অত্যন্ত রত, কিন্তু যুদ্ধ করিতে অত্যন্ত অসমর্থ। তাহারা যুদ্ধ বিষয়ে এমত অপারক যে ইংরাজদিগের সৈন্যমধ্যে তদ্দেশীয় সৈন্য একশতের ঊর্দ্ধ নাই। আর তাহাদিগের স্বভাব এবং ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হইলে বোধ হয় যে তাহাদিগের মত পরাধীন কোন জাতি পৃথিবীমণ্ডলে আর নাই।

ইংরাজদিগের প্রধান বাণিজ্য কুটী সকল বাঙ্গালায় ছিল। ফরাসিরা এদেশে চন্দ্রনগরে ও ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় বাণিজ্য করিত। ঐ দুই নগরের দক্ষিণে এবং সমুদ্রের কিয়দন্তরে ইংরাজলোকেরা স্বীয় বাণিজ্য বিষয় রক্ষার্থে ফোর্ট উইলিএম নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ঐ দুর্গের নিকট তাহারা গীর্জা এবং বাণিজ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। তন্নিকটস্থ সহরে ধনাঢ্য হিন্দু বণিক সকল থাকিত। এক্ষণে যেস্থানকে চৌরঙ্গি কহাযায় সেই স্থানে পূর্ব্বে কেবল কএক ক্ষুদ্র কুঁড়িয়াঘর ছিল, এবং যেখানে এইক্ষণে রাজধানী হইয়াছে, তথায় পূর্ব্বে এক বৃহৎ বন ছিল, ও তাহার মধ্যে জলজন্তু এবং বন্য পশু সকল বাস করিত। ইংরাজেরা ধনি জমিদারের ন্যায় এদেশের শাসনকর্ত্তাকে কর প্রদান করিত, আর শাসনকর্ত্তার আজ্ঞানুসারে স্বীয় বাসস্থানে তাহারা প্রভুতা করিত।

ঐ সময়ে বঙ্গ, বেহার এবং উড়িষ্যা দেশের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দি খাঁ ছিল। তিনি অন্যান্য রাজপ্রতিনিধির ন্যায় ভূপতির শক্তি দুর্বল দেখিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন। তাঁহার মরণের পর তাঁহার দৌহিত্র

সুরাজদ্দৌলা নামক ২০ বৎসর বয়স্ক এক বালক ১৭৫৬ সালে এই তিন দেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন। ইহা সকলেই জ্ঞাত আছে, যে ঐ দুর্ভাগ্য বালক আসিয়া দেশস্থ সকল ভূপতির মধ্যে অত্যন্ত মন্দ ছিল। তাহার বুদ্ধি অত্যল্প এবং তাহার ব্যবহার অত্যন্ত দুষ্ট ছিল। তিনি বালককালাবধি যে প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার সদ্বুদ্ধি এবং সুশীলতা সকল নষ্ট হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাহার সহিত কোন ব্যক্তি সাহস পূর্ব্বক কোন বিষয় তর্ক করিতে পারিত না, একারণও তিনি অবিবেচক এবং যথেচ্ছাচারি হইয়াছিলেন। তিনি অন্যের অনুগ্রহ প্রার্থনা না করিয়া অত্যন্ত স্বার্থপর হইয়াছিলেন। তিনি বালককালাবধি অপরিমিত মদ্যপানে ও স্ত্রী সংসর্গে রত থাকিয়া স্বীয় শরীর ও বুদ্ধির হ্রাসতা করিয়াছিলেন। সকল নীচ ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় পাত্র ছিল। তিনি নিষ্ঠুর কর্ম্মদ্বারা আমোদ করিতেন। শিশুকালে পশু এবং পক্ষিদিগের প্রতি অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিতেন, এবং বয়োধিক হইয়া মনুষ্যদিগের যাতনা দিতেন।

বালককালাবধি তাঁহার ইংরাজদিগের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। অনন্তর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজদিগের বাণিজ্যস্থান লুঠ করিতে মানস করিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার বুদ্ধি গোচর হয় নাই, যে ইংরাজদিগের বাণিজ্যস্থান লুঠ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে তাহা অপেক্ষা তাহাদিগকে সদ্ভাবে বাণিজ্য করিতে দিলে অধিক লব্ধ হইতে পারে। তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য এই ছল করিলেন, যে ইংরাজলোকেরা আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তাহাদিগের বাণিজ্যস্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং এক ধনী ব্যক্তির ধন আমি আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলম, তাহাকে তাহারা আশ্রয় প্রদান করিয়াছে।

মুদ্রাজ নগরে ইংরাজেরা ডিউপেলকস্ সাহেবের সহিত যুদ্ধ ও তাহার বিপক্ষে রাজ্য স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়া যুদ্ধ এবং রাজনীতি বিষয়ক কর্ম্ম সকল জ্ঞাত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে

তাহারা কেবল বাণিজ্য বিষয়ে নিযুক্ত থাকিত, কোন প্রয়োজনাভাবে অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইত না, এজন্য নবাবের সৈন্যের আগমন শ্রবণে তাহারা সকলেই অত্যন্ত ভীত হইল। তাহাদিগের শাসনকর্ত্তা প্রথমে নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক এক বাণিজ্য জাহাজে পলায়ন করিলেন্। তৎপরে নবাব সাহেব ঐ দুর্গের নিকট আগমন পূর্ব্বক বিনা যুদ্ধে ঐ দুর্গ অধিকার করিলেন্, এবং তাহার মধ্যে যে সকল ইংরাজলোক ছিল, তাহাদিগকে কারাবদ্ধ করিলেন্। ক্ষণেক পরে নবাব সাহেব হলওয়েল সাহেবকে আপন নিকটে আনিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন্।

বন্দিরা রাত্রিকালে একটা কুটরীর মধ্যে বদ্ধ রহিল, ঐ কুটরী চতুর্দ্দিগে প্রায় ১৫ হস্ত পরিমিত ছিল, এবং উহার মধ্যে কেবল একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। সেই গবাক্ষদ্বার বদ্ধ করিয়া তাহার ভিতর নবাবের লোকেরা ১৪৬ ইংরাজকে রাখিল। ঐ কুটরী বেলাক্‌হোল নামে বিখ্যাত আছে। বঙ্গদেশে উষ্ণকালে ইংরাজেরা বৃহৎ অট্টালিকায় অনুক্ষণ পাখা সঞ্চাল বিনা কোন ক্রমেই বাস করিতে পারে না, কিন্তু কি কষ্ট! ঐ গ্রীষ্মকালে এক ক্ষুদ্র কুটরীতে ১৪৬ ইংরাজ বদ্ধ রহিল। নবাব সাহেব তাহাদিগের অতি ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন্ বটে, কিন্তু তাহাদিগের নষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন নাই, একারণ তাহাদিগকে প্রহরী যখন এই কুটরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিল তখন তাহারা তাহাকে পরিহাস্য করিল। অবশেষে প্রহরির প্রভাব জ্ঞাত হইয়া তাহাকে অত্যন্ত বিনতি করিতে লাগিল তাহাতে প্রহরী বলিল, যদ্যপি তোমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বিলম্ব কর, তবে আমি তোমাদিগের মস্তক এইক্ষণে ছেদন করিব।

বন্দিরা ঐ ক্ষুদ্র কুটরীর মধ্যে অবস্থিতি করণের ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে কেহ মনোযোগী না হওয়ায় ঐ কুটরী ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিল। হলওয়েল সাহেব প্রহরি গণকে ঘুষ কবলিয়া ইহা হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করিলেন্, তাহাতে প্রহরিরা বলিল যে

নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে আমরা কিছু করিতে পারিব না, অধিকন্তু নবাব সাহেব এখন নিদ্রাগত আছেন, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে কেহ পারিবে না। এই বাক্য শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইল। ঐ উষ্ণ সময়ে এমত্ ক্ষুদ্র কুটরীর মধ্যে বায়ু সঞ্চারাভাবে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কেহবা জানেলায় আরোহণার্থে কেহবা জলপান করিবার জন্য মহা বিবাদ করিতে লাগিল। ক্রমে২ রাত্রি বৃদ্ধি হইলে ঐ সকল কোলাহল নিস্তব্ধ হইয়া প্রাণত্যাগের শব্দ হইতে লাগিল। প্রহরি লোকেরা তাহাদিগের বিবাদ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল। নিশি প্রভাতে নবাব সাহেব নিদ্রা হইতে উঠিয়া ঐ কুটরীরদ্বার খুলিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন্। দ্বার খুলিলে কুটরী হইতে কেবল ২৩ জন ব্যক্তি বাহির হইল, কিন্তু তাহাদিগের আকার এমত বিকৃত হইয়াছিল, যে তৎকালে তাহাদিগের মাতা পিতাও তাহাদিগকে দেখিলে চিনিতে পারিত না। ১২৩ জন যাহারা রাত্রিকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগের একটা গহ্বরের মধ্যে পুতিয়া রাখিল।

এক্ষণে প্রায় ৮০ বৎসর গত হইল, তথাপি এই বিষয় শ্রবণ কিম্বা উল্লেখ করিতে আমাদিগের অত্যন্ত ত্রাস জন্মে। সেই সময় ঐ নির্দ্দয় নবাব ইংরাজদিগের এমত যন্ত্রণা শ্রবণে ঐ হতভাগ্য দিগের প্রতি কোন স্নেহ প্রকাশ করেন নাই, ও প্রহরিদিগের প্রতিও কোন দণ্ড বিধান করিলেন্ না। যে সকল ইংরাজদিগের নিকট তিনি ধন প্রার্থনা করেন নাই, তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন্, এবং যাহাদিগের নিকট অর্থ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন্, তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিতে লাগিলেন্। হলওএল সাহেব এবং অন্যান্য ব্যক্তি, যাহাদিগের তিনি কোম্পানির ধনের সকল কথা ব্যক্ত না করণের সন্দেহ করিয়াছিলেন্ তাহাদের অত্যন্ত ভর্ৎসনা পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন্। ঐ ব্যক্তি সকল এমত যন্ত্রণায় ও কেবল অন্ন এবং জল ভক্ষণ করিয়া মৃত প্রায় হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে নবাবের কতিপয় আত্মীয়

স্ত্রীলোক তাহাদিগের স্বপক্ষ হইয়া সেই দুরাত্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক ঐ দুর্ভাগ্য ইংরাজদিগকে মুক্ত করিল। সেই ভয়ানক কুটীর হইতে যাহারা প্রাণরক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে এক স্ত্রীলোক ছিল, তাহাকে নবাব নিজ অন্তঃপুরী মধ্যে রাখিয়াছিলেন্।

অনন্তর এই জয়ের সম্বাদ নবাব সাহেব দিল্লি নগরের নৃপতির নিকট প্রেরণ করিলেন্, এবং ফোর্ট উইলিএম দুর্গ রক্ষার্থে আপন সৈন্য নিযুক্ত করিয়া আজ্ঞা করিলেন্ যে দুর্গের নিকট কোন ইংরাজলোক বাস না করে, আর কলিকাতার নাম আলিনগর রাখিলেন্ অর্থাৎ পরমেশ্বরের বন্দরা।

মাদ্রাজ নগরে এই সম্বাদ আগষ্ট (ভাদ্র) মাসে পঁহুছিত হইলে, তত্রস্থ সকল ইংরাজেরা অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইল। আর দুই দিবসের মধ্যে যুদ্ধ সমাজে বিবেচনা করিয়া ইহা নিশ্চয় হইল, যে এ প্রকার অন্যাচার ও নিষ্ঠুর কর্ম্মের প্রতিফল দেওয়া অতি আবশ্যক, একারণ তথাহইতে যুদ্ধ সমাজাধ্যক্ষেরা ক্লাইব্ সাহেবকে তৎক্ষণাৎ নয়শত ইউরোপীয় সৈন্য সহিত এবং তাঁহার সহায়ার্থে ওয়াটসন সাহেবকে এক রণপোত প্রস্তুত পূর্ব্বক নিযুক্ত করিয়া জলপথে প্রেরণ করিলেন্। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দুইজন ইংরাজ এই ক্ষুদ্র সৈন্য লইয়া একজন প্রধান নবাবের সহিত যুদ্ধার্থে গমনে কোন শঙ্কা প্রাপ্ত হইলেন্ না! নবাবের প্রজা ও রাজস্ব লুইস ফিফটিন্থ কিম্বা মেরাইয়া থেরিজা মহারাণীর অপেক্ষা অধিক ছিল। ক্লাইব্ সাহেবের যাত্রাকালীন্ প্রতিকূল বায়ু এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ পথিমধ্যে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। ক্লাইব্ সাহেব ডিসেম্বর মাসে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন্।

নবাব সাহেব মুরসিদাবাদ নগরে অতি আনন্দে এবং নির্ব্বিঘ্নে কালক্ষেপণ করিতে ছিলেন্। ভূগোল বৃত্তান্ত বিষয়ে তাঁহার এমত অল্পদর্শন ছিল, যে তিনি ইউরোপ দেশে দশ হাজার লোকের অধিক বসতি বোধ করিতেন না। এবং ইহা নিসঃন্দেহ জানি-

তেন্ যে ইংরাজদিগের পুনর্ব্বার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে কদাচ সাহস হইবে না। তাঁহার মন্ত্রিরা এদেশে ইংরাজদিগের বাণিজ্য পরিত্যাগ হওয়াতে নবাব সাহেবের রাজস্বের ন্যূনতা হইয়াছে, এই কথা ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক নবাব সাহেবের নিকট বলিলে তিনি ইংরাজদিগের পুনর্ব্বার আপন রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যার্থে আদেশ করিতে সম্মত হইলেন্। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরাজদিগের রণসজ্জা পূর্ব্বক হুগলি অর্থাৎ গঙ্গা নদীতে আগমন বার্ত্তা পাইয়া তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্য সকল মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতা নগরে যাত্রা করিতে অনুমতি দিলেন্।

ক্লাইব্ আসিয়া বজবজিয়া পরাজয় পূর্ব্বক ফোর্ট উইলিএম্ দুর্গ এবং কলিকাতা নবাবের সৈন্যদিগের হস্তহইতে মুক্ত করিয়া অবশেষে হুগলি নগর লুঠ করিলেন্। এই সকল যুদ্ধে ইংরাজদিগের সাহস এবং পরাক্রম দেখিয়া নবাব সাহেব অতি ভীত হইয়াছিলেন্, একারণ তিনি ক্লাইব্ সাহেবকে পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া ইংরাজদিগের ধন ও বাণিজ্যালয় এবং অন্য সকল দ্রব্য পুনর্ব্বার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন্। ক্লাইব্ প্রথমে সন্ধিতে সম্মত ছিলেন্ না, কিন্তু এই যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তি না থাকাতে ও যেসকল ব্যক্তিদিগের ধন অপহৃত হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার প্রাপ্তি নিমিত্ত তাহাদিগের অত্যন্ত ব্যগ্রতাবশতঃ এবং মাদ্রাজ নগরের রাজপুরুষেরা ফরাসিদিগের রণসজ্জা দর্শনে ঐ নগর রক্ষার্থে বঙ্গ দেশহইতে সকল যুদ্ধ জাহাজ আশু প্রেরণ করিতে আজ্ঞা করাতে, তিনি অবশেষে সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন্। এই বিষয় সম্পূর্ণ হওয়ায় ক্লাইব্ সাহেবকে অতি চতুর জ্ঞান করা যাইতে পারে, কেননা ইহার পূর্ব্বে তিনি কেবল সেনার ন্যায় সাহস ও শক্তিদ্বারা অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্ম মাত্র করিয়াছিলেন্, কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার বুদ্ধি ও চতুরতা প্রকাশমান হয়। এই অবধি তাঁহার কোন ২ কর্ম্ম দোষের বিষয় হইয়াছিল।

আমরা মেলকলম সাহেবের মত তাঁহার সকল ব্যবহার নির্দোষি বোধ করিতে পারি না, আর যেরূপ মিল সাহেব বলিতেন যে তিনি অনায়াসে প্রবঞ্চনা করিতে পারিতেন্ তাহাও কহিতে পারি না, কিন্তু বিশেষরূপে বলিতে পারি যে তিনি স্বাভাবতঃ অত্যন্ত সাহসী এবং সরল ছিলেন্, আর তিনি স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি সরলতা ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন্। তিনি আপনার অভিলাষ সফল করিতে কিম্বা রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে স্বদেশীয় লোকদিগের প্রতি কদাচ চাতুরী করেন নাই। তিনি বাল্যকালে পাঠশালায় যে সকল বিবাদ এবং পশ্চাৎ বয়োধিক হইলে পার্লিয়ামেণ্ট সমাজে যে সকল তর্কাদি করিতেন, তাহা অতি মহৎ ব্যক্তির তর্কাদির ন্যায় সর্ব্ববাদি সম্মত হইত। কিন্তু তিনি এই দেশের রাজনীতি অনু-সারে প্রবঞ্চনা করা অন্যায় জ্ঞান করিতেন্ না, আর ইউরোপ দেশের নীতিশাস্ত্র এদেশের অপেক্ষা অনেক ভিন্ন, তাহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন্। তিনি জানিতেন্ যে এদেশের লোকদিগের ইউ-রোপ দেশস্থ ব্যক্তিদিগের মত মান বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নাই। বঙ্গদেশীয় লোকেরা অঙ্গীকার করিয়াও অনন্তর তাহা ভাঙ্গিতে লজ্জিত হয় না, এবং আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে মিথ্যা বাক্য চাতুরী ও দুষ্টাচার করিতে কোন সন্দেহ করে না। একারণ ক্লাইব্ যিনি অন্য সকল বিষয়ে অতি সম্মানিত ছিলেন্, যেপর্য্যন্ত বাঙ্গালায় চতুর ব্যক্তিদিগের সহিত ব্যবহার করিতে নিযুক্ত হই-লেন্, তদবধি তিনি অনায়াসে মিথ্যাবাক্য প্রবঞ্চনা মিথ্যা, সমাদর কৃত্রিম নিদর্শন পত্র এবং দস্তখৎ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন্।

ওয়াটস সাহেব এক জন কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মচারী, এবং এতদ্দেশীয় উমিচাঁদ নামক এক মহাজন এই দুইজনে ইংরা-জদিগের সহিত নবাবের সন্ধি করাইলেন্। কলিকাতা নগরে উমিচাঁদ একজন বড় ধনী মহাজন ছিলেন্। তিনি ইংরাজদিগের সহিত বহুদিবস পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিয়া তাহাদিগের ব্যবহার সকল জ্ঞাত হইয়াছিলেন্, একারণ এতদ্দেশীয় রাজার সহিত ইংরাজদিগের

সন্ধি করণে তিনি অতি উপযুক্ত ছিলেন্। আর তিনি স্বজাতীয় ব্যক্তিদিগের নিকট অতি সম্মানিত এবং পরাক্রমী ছিলেন্, এবং হিন্দুদিগের স্বাভাবিক যেসকল গুণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সততোৎসাহিত্ব ও তাহাদিগের যে সকল দোষ লোভ অপকৃষ্ট দাসত্ব এবং অবিশ্বাসিত্ব ইত্যাদি সকল গুণ দোষে তিনি সম্পূর্ণরূপে সমেত ছিলেন্।

নবাব সাহেব ভারতবর্ষের রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ন্যায় ইংরাজদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতক কর্ম্ম সকল করিতে লাগিলেন্, এবং বালকের ন্যায় উচ্চপদ এবং আদর পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া সর্ব্বদা গর্ব্বিতভাবে তাহাদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন্। অঙ্গী-কার করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্যথা করিতেন্। কখন সন্দেহ করিয়া তাহাদিগের প্রতি ভর্ৎসনা করিতেন্। কদাচিৎ সকল সৈন্য লইয়া কলিকাতা নগর আক্রমণ করিতে আসিতেন্, কিন্তু ইংরাজদিগের তাদৃশ রণসজ্জা দর্শনে ভয় প্রযুক্ত পলায়ন করিয়া তাহাদিগের ইচ্ছানুযায়ি সন্ধি করিতে ব্যগ্র হইতেন্, এবং সন্ধি হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ নূতন কল্পনা করিতে আরম্ভ করিতেন্। তিনি চন্দ্র-নগরের ফরাসিদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বুসি সাহেবকে ডেকান দেশহইতে হুগলি নগরে আগমন পূর্ব্বক ইংরাজদিগের বঙ্গদেশ-হইতে দূর করণার্থে এক লিপি প্রেরণ করিলেন্। ক্লাইব্ এবং ওয়াটসন্ সাহেব এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া ভারতবর্ষের দক্ষিণ হইতে কিম্বা ইউরোপ দেশহইতে নবাবের স্বপক্ষ সৈন্য আসি-বার পূর্ব্বে চন্দ্রনগর আক্রমণ করিতে স্থির করিলেন্। ওয়াটসন সাহেব জলপথে যুদ্ধজাহাজ এবং ক্লাইব্ সাহেব স্থলপথে সৈন্য লইয়া ঐ নগরে গমন করিলেন্। তথায় যাইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যে দুর্গ, ও সৈন্যদিগের অস্ত্রশস্ত্রাদি, আর ধনাগার অধিকার করিলেন্ এবং প্রায় পাঁচ শত ইউরোপীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধে ধৃত করিয়াছিলেন্।

নবাব সাহেব যখন ইংরাজদিগের বিপক্ষে ফরাসিদিগের নিযুক্ত করিতে পারিতেন্ তখনও তিনি তাহাদিগের ভয় এবং ঘৃণা

করিতেন। ফরাসি লোকেরা ইংরাজদিগের নিকট পরাজয় হওয়াতে তাঁহার ভয় এবং ঘৃণা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। ভয়েতে তিনি একদিন কলিকাতা নগরে বহু ধন প্রেরণ করিয়া ইংরাজদিগের যে সকল ক্ষতি ও অপকার হইয়াছিল তাহা ঐ ধনদ্বারা পূরণ করিলেন, কিন্তু তাহার পরদিবস তিনি বুসি সাহেবকে বহুমূল্য রত্নাদি প্রেরণ করিয়া ক্লাইব্ সাহেবের বিপক্ষে বঙ্গদেশ রক্ষা নিমিত্ত আসিতে প্রার্থনা করিলেন্। কদাচিৎ আপন সৈন্যগণকে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রার আজ্ঞা করিতেন্ এবং পুনর্ব্বার তৎক্ষণাৎ বারণ করিতেন্। কদাচিৎ ক্রোধান্বিত হইয়া ক্লাইব্ সাহেবের পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতেন্, অনন্তর তৎক্ষণাৎ পত্রের প্রতিউত্তর অতি শিষ্টরূপে লিখিয়া প্রেরণ করিতেন্। কখন বা ওয়াটস সাহেবকে আপন নিকটহইতে দূর করণার্থে ও কারাবদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া ক্ষণেক পরে তাঁহাকে পুনর্ব্বার আনিয়া বিনতি করিতেন্। তিনি যৎকালে এইরূপ ব্যবহার ইংরাজদিগের সহিত করিতেছিলেন, তদানী তাঁহার রাজ্য শাসন প্রণালীর বিশৃঙ্খলতাবশতঃ এবং তাঁহার স্বাভবিক মূর্খতা ও লাম্পাট্য দোষ প্রযুক্ত এবং নিজ অন্তঃপুর মধ্যে নিজ পরিবারের সহিত চিরবাস হেতু তাঁহার সকল প্রজাবর্গেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। সৈন্যগণ, বণিক্ দল, রাজপুরুষেরা ও স্বভাবিক গর্ব্বিত মুসলমান্ এবং ভীরু ও অল্পাশয়ি হিন্দুলোকেরা সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়া উঠিল। রায় দুর্লভ নবাবের দেওয়ান ও মিরজাফর্ নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষ এবং জগত সেট নামে ভারৎবর্ষের প্রধান বণিক ইহারা একত্র হইয়া তাঁহার বিপক্ষে এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়া কলিকাতাস্থ ইংরাজদিগের সহিত লিপি চালা চালি করিতে লাগিলেন্।

ইংরাজ লোকেরা এই ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইতে প্রথমে সম্মত হয়েন্ নাই, কিন্তু ক্লাইব্ সাহেব তাহাদিগের প্রধান কর্ম্মচারিদিগের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া সুরাজদ্দৌলাকে

সিংহাসন ভ্রষ্ট পূর্ব্বক মিরজাফরকে নবাব করিতে স্থির করিলেন, তাহাতে মিরজাফর ইংরাজদিগের অতি উত্তম পারিতোষিক প্রদানার্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন্। নবাব অত্যন্ত মন্দ লোক ছিলেন, এবং সকলের উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেন্ বটে, কিন্তু ক্লাইব্ সাহেব এই সময়ে তাঁহার প্রতি যেরূপ কপট ব্যবহার করিয়াছিলেন্ তাহাতে আমরা কোনরূপে ক্লাইব্ সাহেবকে নির্দ্দোষী বলিতে পারি না। তিনি পূর্ব্বে এক দূতের দ্বারা নবাব সাহেবের নিকট অতি স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক এক পত্র প্রেরণ করেন্, এবং সেই দূতের দ্বারা অতি গোপনে ওয়াটস সাহেবকে এক চিঠী প্রেরণ করেন্, সেই চিঠীতে মিরজাফরকে কোনরূপে ভীত ও ভাবিত হইতে বারণ করেন্। তাহাতে আরো লিখিয়াছিলেন্ যে আমি স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত পাঁচহাজার সৈন্যের সহিত দিবা রাত্রি চলিয়া মুরসিদাবাদে আসিতেছি, এবং যেপর্য্যন্ত আমার সহিত একজন সৈন্য থাকিবে সেই পর্য্যন্ত আমি তোমাকে (মিরজাফরকে) সাহায্য করিব।

পরন্তু এই ষড়যন্ত্র সকল বহুদিবস অপ্রকাশ্য থাকা অতি দুঃসাধ্য, একারণ নবাব সাহেব ইহা কিছু জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন্। কিন্তু উমিচাঁদ স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে তাহা মিথ্যা কল্পনা বলিয়া তাঁহার সন্দেহ নিবারণ করিয়া সকল বিষয় অতি গোপনে রাখিয়াছিলেন্। এমত সময়ে ক্লাইব্ সাহেব শুনিলেন্ যে উমিচাঁদ অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতক হইতে ইচ্ছা করিয়াছে। এই ব্যক্তি ইংরাজদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন্। তিনি এই ষড়যন্ত্র সকল বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন্ এবং তিনি তাহা নবাব সাহেবের কর্ণগোচর করিলে সকল বিষয় ভঙ্গ করিতে পারিতেন্। ওয়াটস সাহেব ও মিরজাফর ও অনেক প্রধান ব্যক্তি এই ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত থাকাতে সুতরাং তাহাদিগের জীবন উমিচাঁদের হস্তগত ছিল। একারণ উমিচাঁদ ক্লাইব্ সাহেবের নিকট এমত বলিলেন্, যে আমার ক্ষতি পূরণ অতিরিক্ত আমি

আর ত্রিশ লক্ষ টাকা পাইলে নবাব সাহেবকে কোন কথা বলিব না। ক্লাইব্ সাহেব এই কথা সভাস্থ লোকদিগের নিকট বলিলে, তাহারা অত্যন্ত রাগান্ধ ও ভীত হইয়া বুদ্ধিহীন হইল। অনন্তর ক্লাইব্ সাহেব তাহাদিগকে বলিলেন্, যে ঐ ব্যক্তি যেরূপ কথা কহিয়াছে, তাহাতে তাহাকে বঞ্চনা করাই উচিত। তিনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন্, তাহা আমাদের এক্ষণে দিতে স্বীকার করা আবশ্যক অবশেষে তাহাকে সকল বিষয়ে অনায়াসে বঞ্চনা করিব।

কিন্তু উমিচাঁদ আপন পুরস্কার ত্রিশ লক্ষ টাকা, ও ক্ষতি পূর্ণ করিবার সকল টাকা, মিরজাফরের সন্ধি পত্রে তাহার আপন সম্মুখে লেখা না হইলে কোনক্রমেই প্রত্যয় করিতেন্ না। একারণ ক্লাইব্ সাহেব দুইখানা সন্ধিপত্র, একখানা সাদা ও যথার্থ যাহাতে উমিচাঁদের নাম লিখিত ছিল না, আর একখানা রক্তবর্ণ যাহাতে তাহার নাম ও পুরস্কার টাকা লিখিত ছিল, প্রস্তুত করিলেন্। উমিচাঁদকে লাল সন্ধিপত্র দৃষ্টি করিতে দিলেন্, কিন্তু এই পত্রে ওয়াটস সাহেব সোই করিতে সম্মত না হওয়ায় ক্লাইব্ সাহেব উমিচাঁদের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে ঐ সাহেবের সোই কৃত্রিম করিলেন্; আমরা এই কথা লিখিতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি।

ষড়যন্ত্র সকল স্থির হইলে, ওয়াটস সাহেব মুরসিদাবাদ নগর হইতে পলায়ন করিলেন্। ক্লাইব্ সাহেব ইতিমধ্যে নবাব সাহেবকে এক লিপি প্রেরণ করিয়া সৈন্য সহিত নগরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন্, এই পত্র তিনি অগ্রে যাহা লিখিয়াছিলেন্, তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত ভিন্ন। তিনি নবাবকে এক্ষণে জ্ঞাত করিলেন্, যে তোমার দুষ্ক্রিয়া ও অত্যাচার জন্যে ইংরাজেরা অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছে, একারণ আমরা মিরজাফরকে মধ্যস্থ করিয়া আমাদিগের বিবাদ তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে আপনি ইহার প্রতি উত্তর শীঘ্র দিবেন্। তিনি আরো

লিখিয়াছিলেন্, যে বর্ষাকাল আরম্ভ হইয়াছে, তন্নিমিত্তে আমি উক্ত উত্তরের জন্যে সৈন্য সমূহ সহিত নবাবের দ্বারে উপস্থিত হইব।

এইপত্র পাইয়া সুরাজদ্দৌলা অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া আপন সেনাদিগকে একত্র করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন্। মিরজাফরের ইংরাজদিগের সহিত এমত প্রতিজ্ঞা ছিল যে যুদ্ধের সময় তিনি আপন সৈন্য লইয়া তাহাদিগের পক্ষে আসিবেন্, কিন্তু যুদ্ধকাল নিকটবর্ত্তি হইলে তিনি এমত ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন্, যে তিনি আপন প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিলেন্ না; ক্লাইব্ সাহেব আপন সৈন্য লইয়া কাশিমবাজারে আগমন করিলেন্। নবাব সাহেব পলাসি নগরে শিবির ফেলিয়া রহিলেন্।

ক্লাইব্ সাহেব তাঁহার মিত্রের সাহসে ও সত্যতায় প্রত্যয় করেন নাই। আপন সৈন্যের সাহস ও নিপুণতায় কেবল নির্ভর করিয়াছিলেন্, কিন্তু তবু নবাবের সৈন্য বিশগুণ অধিক দেখিয়া তিনি অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন্। সম্মুখস্থ নদী পার হওয়া দুঃসাধ্য ছিল না বটে, কিন্তু যুদ্ধে হার হইলে তাঁহার কোন লোক পুনর্ব্বার পার হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিত না। একারণ তিনি এক সভা করিয়া সকলের মত জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই যুদ্ধ করিতে বারণ করিলেন্, তাহাতে তিনিও তৎকালে তাহাদিগের মতে সম্মত হইলেন্। তিনি পরে এমত বলিয়াছিলেন্, যে আমি যুদ্ধের কারণ কেবল একবার সভা করিয়া সভাস্থদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু যদি আমি তাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতাম, তবে ইংরাজ লোকেরা কদাচ বঙ্গদেশ অধিকার করিতে পারিত না। ঐ সভা ভাঙ্গিলে তিনি এক নির্জন স্থানে যাইয়া একটা বৃক্ষের তলায় বসিয়া প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভাবনা করিয়া অবশেষে যুদ্ধ করিতে স্থির করিয়া আপন সৈন্যগণকে পরদিবস প্রত্যূষে নদী পার হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন্।

রজনী প্রভাতে ক্লাইব্ স্বীয় সৈন্যগণ সমেত নদী পার হইয়া অতি দ্রুত গমনে সূর্য্য অস্ত হইবার অনেক পরে পলাসি নগরের নিকট এবং শত্রুগণের অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে একটা আম্রবনে উপস্থিত হইয়া রাত্রিকালে ঐ বনমধ্যে শিবির ফেলিয়া রহিলেন্। তিনি নবাবের অসংখ্য সৈন্য সহিত, এত অল্প সৈন্য লইয়া কিরূপে যুদ্ধ করিবেন এই চিন্তায় ও নবাবের শিবির মধ্যে রণবাদ্য ও কোলাহল শ্রবণে রাত্রিযোগে নিদ্রাগত হইতে পারেন্ নাই।

সুরাজদ্দৌলা স্বাভাবিক অতি দুর্ব্বল ও কাতর ঐ সময় ভয়ে অতি ব্যাকুল হইয়াছিলেন্। তাঁহার আপনার কোন সৈন্যাধ্যক্ষের উপর বিশ্বাস ছিল না। ঐ রজনীতে অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া নিরানন্দে রাত্রি ক্ষেপণ করিলেন্। রজনী প্রভাত হইলে নবাবের সৈন্য সকল শিবিরহইতে বাহির হইয়া রণস্থানে গমন করিল। চল্লিশ হাজার পদাতি সৈন্য বন্দুক, বর্ষা, ঢাল, ও তলোয়ার, তীর এবং ধনুইত্যাদি অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক গমন করিয়া যুদ্ধ স্থান ব্যাপ্ত করিল। তৎসঙ্গে পঞ্চাশৎ বৃহৎ কামান, হস্তি ও বলদ দ্বারা বাহিত হইয়া যুদ্ধস্থানে স্থাপিত হইল। আর সৈন্য মধ্যে যেসকল ফরাসি সৈন্য ছিল, তাহাদিগের নিকটেও অনেক ক্ষুদ্র২ কামান ছিল, এবং ঐ কামানদ্বারা ইংরাজদিগের অধিক হানি হইয়াছিল। ভারতবর্ষস্থ পশ্চিম দেশীয় ১৫ হাজার অতি সাহসী ও পরাক্রমী অশ্বারোহি সৈন্য ছিল, ক্লাইব্ সাহেব দৃষ্টিমাত্রে বুঝিলেন্ যে কর্ণাট দেশস্থ অশ্বারোহি সৈন্য অপেক্ষা তাহারা অধিক বলবান্। এই বৃহৎ সৈন্য সহিত যুদ্ধে ইংরাজদিগের কেবল তিন হাজার লোক ছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে এক হাজার ইংরাজ। সন্যাধ্যক্ষেরা সকলেই ইংরাজ, এবং সকল সৈন্য ইংরাজি রীতিতে কর্ম্ম শিখিয়াছিল। ইংরাজীয় ৩৯ শ্রেণীর সেনা পলাসির যুদ্ধে সম্মুখে ছিল, তাহারা তৎপরে অনেক দেশ বিদেশে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে ওএাটংটন্ সাহেবের সহিত স্পেন ও গাসকনি দেশে জয়ী হইয়া অতি সম্মান

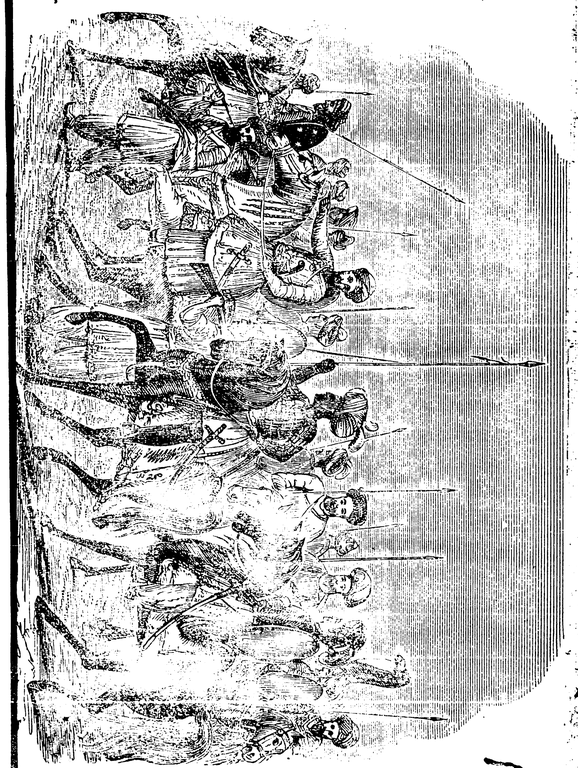

প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি অদ্যাপিও তাহাদিগের নিকট পলাসির যুদ্ধের জয় চিহ্ন আছে।

যুদ্ধ প্রথমে তোপদ্বারা আরম্ভ হইয়াছিল, নবাবের তোপদ্বারা ইংরাজদিগের অধিক ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু ইংরাজদিগের তোপদ্বারা নবাবের অনেক সৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল। সুরাজদ্দৌলার অনেক প্রধান সেনাপতি নষ্ট হইলে, তাহার সৈন্যমধ্যে অধিক গোলযোগ হইতে লাগিল। নবাবসাহেবেরও সুতরাং ভয় বৃদ্ধিহইতে লাগিল। এমত সময়ে একজন ষড়যন্ত্রকারী তাঁহাকে যুদ্ধস্থানহইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিল, এবং তিনিও তাহাতে সম্মত হইয়া আপন সৈন্যগণকে যুদ্ধহইতে নিবৃত্তহইতে আজ্ঞা করিলেন্। ক্লাইব্ এই সময়ে আপন সৈন্যগণকে আগেবাড়িতে আজ্ঞা দিলেন্। নবাবের অন্য সকল সেনারা পলায়ন করিলেও যে ফরাসি সৈন্যেরা ইংরাজদিগকে অগ্রগামী হইতে বাধা দিতে ছিল, তাহারাও অবশেষে অতিশয় গোলযোগদ্বারা সমর্থ হইল না। সুরাজদ্দৌলার সৈন্য সকল এক ঘণ্টার মধ্যে ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রায় পাঁচশত ব্যক্তি হত হইয়াছিল। যুদ্ধের পর শত্রুদিগের শিবির, কামান্, খাদ্য দ্রব্য, বলদ গাড়ী এবং বলদ জয়িদের হস্তে হইল। ইংরাজদিগের কেবল ২২ জন সৈন্য হত এবং ৫০ জন আহত হইয়া ৬০ হাজার সৈন্য পরাজিত হইল এবং গ্রেট ব্রিটেন অপেক্ষা এক মহৎ রাজ্য পদান্বিত হইল।

যুদ্ধের সময় মিরজাফর ইংরাজদিগের কছুই সাহায্য করেন নাই, কিন্তু যখন তাহাদিগের সৌভাগ্য দৃষ্টি করিলেন্, তখন তিনি আপন সৈন্য লইয়া দূর হইতে যুদ্ধ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন্, এবং যুদ্ধ শেষ হইলে ইংরাজদিগের জয় মঙ্গলে বন্দনার্থে দূত প্রেরণ করিলেন্। পর দিবস তাহাদিগের বাসস্থানে তিনি গমন করিয়া ক্লাইব্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, ঐ সাহেব তাহার সম্মানার্থে সৈন্যগণকে বহির্গত হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে আজ্ঞা করিলেন্, কিন্তু মিরজাফর ইহা দেখিয়া প্রথমে অতিশয়

ভীত হইয়াছিলেন্, কিন্তু ক্লাইব্ সাহেব সৈন্যদিগের অগ্রসর হইয়া তাহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক তাহাকে বঙ্গ, বেহার, ও উড়িষ্যা দেশের নবাব বলিয়া প্রণাম করিলে, তিনি নির্ভয় হইলেন্। অনন্তর ক্লাইব্ সাহেব তাহাকে মুরসিদাবাদ নগরে শীঘ্র গমন করিতে আদেশ করিলেন্।

সুরাজদ্দৌলা যুদ্ধস্থান হইতে এক উষ্ট্র আরোহণ পূর্ব্বক অতি দ্রুত গমনে ২৪ ঘণ্টার সময় স্বীয় নগরে উপস্থিত হইলেন্, এবং উপস্থিত হইয়া আপন সভাস্থ লোকদিগকে একত্র করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তি ইংরাজদিগের শরণাগত হইতে উপদেশ প্রদান করিল, তাহাতে তিনি ইংরাজদিগের রাজদ্রোহি বলিয়া তাহার বাক্য গ্রহণ করিলেন্ না। কিন্তু যাহারা যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছিল, তাহাদিগের বাক্য সম্মান করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিলেন্। কিন্তু ঐ নগরে মিরজাফরের আগমন শুনিয়া অতি ভীত হইয়া সামান্যবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক এক দাসের সহিত রাত্রিযোগে পাটনা নগরে পলায়ন করিলেন্।

কিছু দিবস পরে ক্লাইব্ সাহেব দুইশত ইংরাজ এবং তিনশত এতদ্দেশীয় সেনা লইয়া ঐ নগরে আসিয়া এক রাজবাটীর মধ্যে বাস করিলেন্, আর সেনা সকল ঐ বাটীর বৃহৎ উদ্যানে রহিল। ক্লাইব্ সাহেব কিছু দিবস পরে মিরজাফরকে অভিষেক পূর্ব্বক সিংহাসনোপরি আরোহণ করাইয়া এতদ্দেশীয় ব্যবহারানুসারে তাহাকে স্বর্ণ নজর ধরিলেন্। তৎকালে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, তাহাদের বলিলেন্ যে অত্যাচারি প্রভুহইতে মুক্ত হওয়া সৌভাগ্য। তিনি এ দেশে অনেক দিবস বাস করিয়া এখানকার রাজনীতি ও ব্যক্তিদিগের ব্যবহার উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন্, কিন্তু এ দেশে এত দিবস বাস করিয়াও এতদ্দেশীয় কোন ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন্ নাই। একারণ সভাস্থ লোকদিগের সহিত কথা কহিতে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন্। তিনি ব্রেজিল দেশে বালককালে গমন করিয়া পোরটুগীস ভাষা

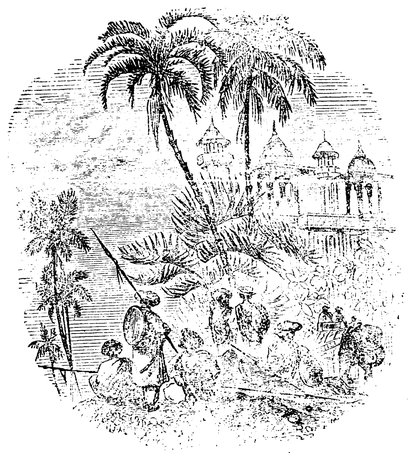

অল্পল্প শিখিয়াছিলেন্, এবং এদেশস্থ লোকের সহিত ব্যবহারে তাহা কখন ২ কহিতেন্।

এই নূতন নবাব আপন মিত্রদিগের নিকট যে সকল অঙ্গীকার করিয়াছিলেন্, তৎপ্রতিপালনার্থে জগৎ সেটের বাটীতে এক সভা করিলেন্। উমিচাঁদ আপনাকে ক্লাইব্ সাহেবের অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করিয়া তথায় আসিলেন্, এবং ঐ সাহেবও তাহাকে সেই দিবস পর্য্যন্ত বহু যত্ন পূর্ব্বক সমাদর করিয়াছিলেন্। অনন্তর সন্ধিপত্র পাঠ হইলে, ক্লাইব্, স্ক্রাফটন্ সাহেবকে ইংরাজি ভাষায় বলিলেন্ যে উমিচাঁদকে আর প্রবঞ্চনা করা উচিত নহে, একারণ তুমি উহাকে সকল বিষয় জ্ঞাত কর। তাহাতে ঐ সাহেব আজ্ঞানুসারে উমিচাঁদকে কহিলেন্, যে লাল সন্ধিপত্র যাহাতে তোমার নাম লিখিত আছে, তাহা সকল মিথ্যা, এবং তুমি কিছুই পাইবে না। এই কথা শ্রবণে উমিচাঁদ মূর্চ্ছিত হইয়া আপন দাসদিগের স্কন্ধে পতিত হইলেন্। ক্ষণেক পরে সচৈতন্য হইলে অতি দুঃখিত হইয়া তথাহইতে স্থানান্তরে যাইলেন্। ক্লাইব্ সাহেব এতদ্দর্শনে দুঃখিত হইয়াছিলেন্, এবং ক্ষণেককাল পরে তাহার নিকট গিয়া অতি স্নেহপূর্ব্বক তাহাকে তীর্থ যাত্রা করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন্, কারণ স্থানান্তরে যাইলে তাঁহার মন সুস্থ হইতে পারে। আর পরে তাহার দুঃখে কাতর হইয়া তাহাকেও রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে মানস করিয়াছিলেন্, কিন্তু সেই দিবসাবধি ঐ ব্যক্তি ক্রমে ২ হত বুদ্ধি হইতে লাগিলেন্, আর অলঙ্কার ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি পরিধান করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন্। এই রূপে কিছুকাল গত হইলে, তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন্। হায়! যে ব্যক্তি সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সরল ব্যবহার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন্, তিনি অবশেষে বালকের ন্যায় সকল ধন গহনা ইত্যাদিতে অপব্যয় করিলেন্।

যুদ্ধ বিষয়ে ক্লাইব্ সাহেব যেরূপ সকল দুরাচারণ করিয়াছিলেন্, তাহাতে সের জন মেলকম্ সাহেব সচেষ্টিত হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষি করিতে নিযুক্ত না হইলে আমরা ইহাতে পাঠকগণের

গোচরার্থে বিশেষ উল্লেখ করিতাম না। মেলকম্ সাহেব খেদ প্রযুক্ত এমত লিখেন যে ক্লাইব্ সাহেব আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে অনেক কৃত্রিমতা করিয়াছিলেন্, কিন্তু কপট ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রবঞ্চনা করায় তিনি কোন দোষ ভাক্ হইতে পারেন্ না। তিনি এমত বোধ করেন্, যে যাহারা ইংরাজদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করে না, তাহাদিগের প্রতি ইংরাজ লোকেরা কোনরূপে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারে না। এবং যদ্যপি তাহারা এই চতুর বঙ্গদেশীয় লোকের নিকট অঙ্গীকার রক্ষা করিতেন্, তবে এইরূপ রাজদ্রোহকারিদিগের নিদর্শন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত। এই বিষয় আমরা নীতি শাস্ত্রদ্বারা বিতর্ক করিব না, কিন্তু তথাপি বোধ হয় যে তিনি কেবল অন্যায় কর্ম্ম করেন্ নাই, কিন্তু আমরা বিশেষ বলিতে পারি, যে তাহার ঐ কর্ম্ম ভ্রমোন্মুক্ত ছিল। আমরা দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করি, যে এক জন লোক অন্যায় কর্ম্ম করিয়া উপকৃত হইতে পারিলেও পারে, কিন্তু কোন রাজ্য এই প্রকার কর্ম্মদ্বারা লাভ করিতে পারে না। ভারতবর্ষের সমুদায় ইতিহাসে এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত আছে, যে বিশ্বাস ঘাতকের প্রাতিকূল্য করিবার জন্য বিশ্বাস ঘাতকী হওয়া অত্যন্ত পরিণাম দর্শির কর্ম্ম, এবং মনুষ্য জাতি কেবল সত্যদ্বারা মিথ্যা পরাজয় করিতে পারে। অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ইংরাজেরা চতুর্দ্দিগে বিশ্বাস ঘাতক মিত্র এবং শত্রুদ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া ও তথাপি তাহাদিগের প্রতি সরল ও যথার্থ ব্যবহার করাতে ইহা বুঝা গিয়াছে যে সরল ও যথার্থ ব্যবহার সর্ব্বপ্রকারে শ্রেয়ঃ। ইংরাজেরা সাহস, বিদ্যা, বুদ্ধি অপেক্ষা কেবল সত্যদ্বারা এই রাজ্য সুরক্ষিত করিয়াছে। অতএব ইংরাজেরা এদেশে শঠতা ব্যবহার, কল্পিত রচণা, মিথ্যা শপথ ইত্যাদিদ্বারা যাহা লব্ধ করিয়াছে তাহা তাহাদের সত্যতার লাভ হইতে অনেক ন্যূন। আর ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের যথায় ধর্ম্মশপথদ্বারা বহু মূল্য জামিনদ্বারা ও বিশ্বাস না হইবে তথায় ইংরাজ দেশস্থ এক ছুতের হাঁ, কিম্বা না,

এই কথা শতেক গুণ অধিক বিশ্বাস জনক হয়। আরো দেখ, পূর্ব্বদেশস্থ ভূপতিগণ অধিক সুদ বৃদ্ধি করিয়া ও স্বীয়প্রজা বর্গের নিকট হইতে গুপ্তধন বাহির করিতে পারেন্ না। কিন্তু ইংরাজেরা শতকরা চার টাকার কিছু অধিক সুদ দিয়া আপন প্রজাগণের নিকট হইতে সকল গুপ্তধন বাহির করিয়া ক্রোর ২ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। এবং আর কোন বিপক্ষ ভূপতি ইংরাজদিগের এতদ্দেশীয় পদাতিগণকে বহু বেতন দিতে স্বীকার করিলেও তাহারা আপন প্রভুদিগের কদাচ পরিত্যাগ করে না। ফলতঃ ইংরাজেরা তাহাদিগের অল্পল্প বেতন প্রদান করে, আর বহুকাল কর্ম্ম করিলে, কেবল সামান্য বৃত্তি প্রদান করে। কিন্তু সেপাই লোকেরা এমত বিশ্বাস করে, যে কোম্পানি বাহাদুর স্বীয় প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদা পালন করিবে, আর তাহারা জরাবস্থা বশতঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া একশত বৎসর জীবিতমান থাকিলে, ও এদেশের শাসনকর্ত্তার বেতনের ন্যায় তণ্ডুল ও লবণরূপ বৃত্তি পাইবে। আর তাহারা এমত জানে যে এই জাতি ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে আর এমত কোন জাতি নাই, যাহারা বিশেষরূপে অঙ্গীকার করিয়াও বৃদ্ধাবস্থায় ও অসময়ে স্বীয় দাসদিগের অন্নদিয়া প্রাণ রক্ষা করে। অবিশ্বাসী রাজা সকলের মধ্যে এক বিশ্বাসী রাজা হইলে তাহার অবশ্য ২ উন্নতি হয়। সের জন মালকম্ সাহেব যে সকল নীতি উত্তম বোধ করিতেন্, ইংরাজলোকেরা যদি সেই নীতিদ্বারা চলিত হইত, আর উমিচাঁদের মত প্রত্যেক ব্যক্তিদিগের প্রতি মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা ব্যবহার করিত, তবে আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে ইংরাজেরা কোন শক্তি ও বুদ্ধিদ্বারা এই রাজ্য রক্ষা করিতে পারিত না। মালকম্ সাহেব ক্লাইব্ সাহেবের দোষ খণ্ডনার্থে এমত বলিতেন্, যে তিনি প্রয়োজনীয় কর্ম্মের নিমিত্ত স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেন্, কিন্তু আমরা ইহা অত্যন্ত অন্যায় ও অনাবশ্যক ও নির্ব্বুদ্ধিতা বোধ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দোষী করি।

এই রাজ্য পরিবর্ত্তন হওয়াতে কেবল উমিচাঁদ অকৃতাপরাধে দণ্ডিত হন নাই। সুরাজদ্দৌলা পলায়ন করিলে বহু সন্ধান পূর্ব্বক বহু-

দিবস পরে ধৃত হইয়া মিরজাফরের নিকট আনীত হইলেন্। তাহাতে তিনি এই নূতন নবাবের নিকট অত্যন্ত ত্রাসে ভূমিতে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন্। তাহাতে মিরজাফর কিয়ৎ ক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া মৌন থাকিলে তাহার পুত্র মিরান্ নামে ১৭ বৎসরের যুবা বালক যিনি ঐ দুর্ভাগ্য ব্যক্তির ন্যায় অল্প বুদ্ধিমান্ এবং কুব্যবহারী ছিলেন্, তিনি স্বীয় নিষ্ঠুর স্বভাব বশতঃ তাঁহাকে তথা-হইতে এক গুপ্ত কুটরীর মধ্যে নিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক বদ্ধ করিলেন্, এবং লোক প্রেরণ পূর্ব্বক বধ করিলেন, এই বিষয়ে ইংরাজদিগের কোন সংযোগ ছিল না। এই মন্দ কর্ম্ম হইলে পর মিরজাফর ইংরাজদিগের নিকট অনেক বিনতি করিয়াছিল।

এই যুদ্ধের পর কোম্পানি ও তাহাদিগের কর্ম্মচারি লোকেরা বহুধন সংগ্রহ করিয়াছিল। ৮০ লক্ষ টাকা মুরসিদাবাদ নগর হইতে ফোর্ট উইলিএম দুর্গে প্রেরিত হয়। ঐ ধন সকল একশত নিশান দেওয়া লৌকায় বাহিত হইয়া এবং বাদ্য ও জয়ধ্বনি পূর্ব্বক নদী দিয়া আনীত হয়। কিছু দিবস পূর্ব্বে কলিকাতা নগরের যেরূপ উচ্ছেদ হইয়াছিল, এক্ষণে সেইরূপ তাহার উন্নতি হইল। বাণিজ্য কর্ম্মের পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইল, এবং সকল ইংরাজলোকের বাটীতে ধন চিহ্ন হইল। ক্লাইব্ সাহেব পরিমিতাচার না করিলে, অসংখ্য ধন উপার্জ্জন করিতে পারিতেন্। বঙ্গদেশের ধনাগার তাঁহার সম্মুখে খোলা ছিল এবং তথায় সকল ধন এক স্থানে রাশীকৃত ছিল। ঐ সকল ধন মধ্যে নানা দেশের মুদ্রাও ছিল, কেননা ইউরোপ দেশস্থ কোন জাহাজ গুডহোপ অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া এদেশে আসিবার অনেক পূর্ব্বে ভিনিসিয়ান নামক লোকেরা আসিয়া এদেশে বাণিজ্য দ্রব্য সকল ক্রয় করিত। ক্লাইব্ সাহেব ঐ বিস্তারিত ধন হইতে ২০ কিম্বা ৩০ লক্ষ টাকা লইয়াছিলেন, কিন্তু যত ইচ্ছা ততই লইতে পারিতেন্।

মিরজাফরের সহিত ক্লাইব্ সাহেবের এই সকল অর্থ সম্বন্ধীয় বিষয় সর্ব্বসাধারণে ১৬ বৎসর পর বিদিত হইলে, সকলে তাহাকে অত্যন্ত দোষী জ্ঞান করিয়াছিল, এবং পার্লিয়ামেণ্ট সমাজে তিনি

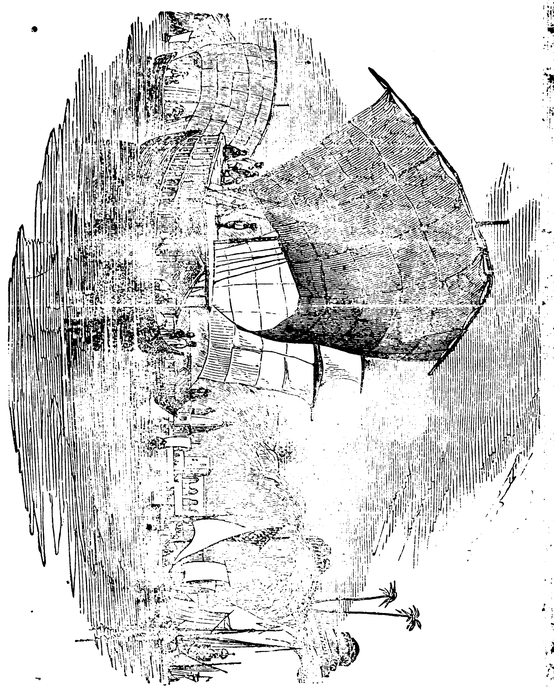

Boats on the Ganges.

অত্যন্ত ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন্। কিন্তু মালকম্ সাহেব তাহাকে এই অপবাদ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন্, তাহার অপবাদকারিরা বলিত, যে তিনি এই সকল ধন কুব্যবহারদ্বারা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন্, তাহারা কহিত যে তিনি ঘুষ লইতেন্, ও তলোয়ার খুলিয়া আপন বলহীন মিত্রদিগের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে ধন লইতেন্। তাঁহার জীবন ইতিহাস বেত্তা মালকম্ সাহেব এমত বলেন্, যে ঐ ধন সকল তাহাকে সন্তোষ পূর্ব্বক দান করা হইয়াছিল, সুতরাং ইহাতে দাতার ও গ্রহণ কর্ত্তার উভয়ের দোষ হইতে পারে না। আর মারলব্রো, নেলসন্ এবং ওএলিংটন্ সাহেব এইরূপ দান অন্যান্য দেশহইতে পুরস্কার স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন্। তিনি আরো লিখেন যে পূর্ব্বদেশের সকল রাজ্যে দান করা এবং গ্রহণ করা ব্যবহার সর্ব্বত্র চলিত আছে, এবং তখন পার্লিয়ামেণ্ট সমাজের কোন নীতিদ্বারা এমত বারণ ছিল না, যে ইংরাজদিগের কর্ম্মচারিরা ভারতবর্ষ হইতে কোন দান গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু আমরা এইরূপ বিচারদ্বারা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। আর আমরা এমত বোধ করি না, যে ক্লাইব্ সাহেব আপন উপকারার্থে স্বদেশের কিম্বা কর্ম্মচারিদিগের মঙ্গল নষ্ট করিয়াছিলেন্, কিন্তু তিনি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন্, অনেক ব্যক্তি তাহা নিদর্শন করিয়া মন্দ হইতে পারে। বিশেষ সৈন্যাধ্যক্ষগণের ভূপতির বশম্বদ হওয়া উচিত। অতএব ক্লাইব্ সাহেব অন্যান্য দেশের যে সকল ধন পুরস্কার স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন্, তাহা স্বীয় রাজার নিকট সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়া তাঁহার সম্মতি লইয়া গ্রহণ করা উচিত ছিল। এই নীতি অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য বিষয়েও মান্য করা উচিত, কেননা কোন সৈন্যাধ্যক্ষ স্বদেশের উপকার করিতে পারে না, যদ্যপি সে স্বাধীন স্বরূপ হইয়া ভূপতির অনুমতি ব্যতিরেকে আপন মিত্র বর্গের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করে। তৎকালে পার্লিয়ামেণ্ট সমাজের কোন নীতিদ্বারা এদেশহইতে দান গ্রহণ করিবার বিষয় বারণ ছিল

না বটে, (যে নীতি পশ্চাৎ স্থাপিত হয়) পরন্তু এই নীতিদ্বারা আমরা ক্লাইব্ সাহেবের ব্যবহার দুষ্ট করি নাই। সাধারণের নিয়মদ্বারা এবং সর্বসাধারণ এই বিষয় আনায়াসে উত্তমরূপে বিবেচনা করিলে তাঁহাকে দোষী বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডদেশে এমত কোন নিয়ম নাই, যে অন্যান্য রাজ্যের কর্ম্ম নির্বাহার্থে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন, তাহারা ও তৎরাজ্য হইতে বেতন লইবেন না, কিন্তু যদ্যপি তাহাদের মধ্যে কেহ ফ্রান্সদেশ হইতে গোপনে বেতন গ্রহণ করেন্, তবে তিনি নিশ্চিত স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইবেন্, এবং তজ্জন্য সমুচিত দণ্ডের যোগ্য হইবেন্। মালকম্ সাহেব ক্লাইব্ সাহেবের ব্যবহার সকল ডিউক অব ওএলিংটন্ সাহেবের ব্যবহারের তুল্য করে। কিন্তু আমরা বিবেচনার্থে যদ্যপি ইহা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করি, তবে বোধ হইবেক, যে ডিউক অব ওএলিংটন্ ১৮১৫ সালের যুদ্ধের পর যৎকালে ফ্রান্সদেশের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তিনি বোরবন বংশীয়দিগের প্রতি সাহায্য করিয়াছেন্ বলিয়া লুইস দি এইটিন্থ রাজার নিকট হইতে বিশ লক্ষ টাকা লইলে তাঁহাকে নিঃসন্দেহ মন্দ জ্ঞান করিতে হইত। অদ্যাবধি ইউরোপ দেশে দান গ্রহণ করিতে কোন নিয়মদ্বারা বারণ নাই, কিন্তু তথাপি সকল লোকে ওএলিংটন্ সাহেবের ব্যবহার কি প্রকার বোধ করিত?

ক্লাইব্ সাহেবের এইরূপ ব্যবহার অন্যান্য কারণের সহিত সংযুক্ত থাকাতে অধিক মন্দ বলা যায় না। তিনি আপনাকে ইংলণ্ড দেশের ভূপতির সৈন্যাধ্যক্ষ জ্ঞান করিতেন্ না, কিন্তু কোম্পানি বাহাদুর যাহারা তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন্, তাহাদিগের দাস বোধ করিতেন্। এবং কোম্পানি বাহাদুর আপন দাসদিগের গোপনে এমত অনুমতি করিয়াছিলেন্, যে এতদ্দেশীয় রাজাদিগের দান কিম্বা অন্যান্য গর্হিত কর্ম্মদ্বারা ধন সংগ্রহ করিতে পারিবে। অতএব কর্ত্তৃলোকেরা এরূপ বিবেচনা করিলে, তাহা অপেক্ষা তাহাদিগের কর্ম্মচারিরা কর্ম্মস্থানে উত্তমরূপে বিবেচনা

করিবে, ইহা সম্ভব নহে। ক্লাইব্ সাহেব যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন্, তাহা কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিকট বিশেষরূপে বিদিত করেন্ নাই; এবং সকল দোষী জ্ঞান করিয়া গোপনে রাখিতে চেষ্টাও করেন নাই, কেননা তিনি সকলের নিকট সরলতা পূর্ব্বক বলিতেন্, যে নবাব সাহেবের বদান্যতায় আমি ধনী হইয়াছি। এতদ্দেশীয় রাজারদিগের নিকটহইতে তাহার কোন বিষয় গ্রহণ করা অত্যন্ত অন্যায় ছিল, কিন্তু তিনি এইরূপ অবস্থায় যে এত অল্প ধন লইয়াছিলেন্, এজন্য তিনি প্রশংসা যোগ্য হন। তিনি কেবল ২০ বিশ লক্ষ টাকা লইয়াছিলেন্, কিন্তু আর এক কথা কহিলে অনায়াসে ৪০ লক্ষ টাকা লইতে পারিতেন্। ক্লাইব্ সাহেবের ব্যবহার ইংলণ্ড দেশে দোষি করা অত্যন্ত সহজ বটে, কিন্তু বোধ করি, বাদিলোকদিগের মধ্যে কেহ মুরসিদাবাদের ধনাগার দেখিলে তাঁহার মত স্বীয় অলোভিতা প্রকাশ কদাচ করিতে পারিত না।

মিরজাফরকে যে ব্যক্তি সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন্, কেবল তিনি তাহাকে তৎপদে রাখিতে পারক ছিলেন্। মিরজাফর অতি বালক কিম্বা রাজ প্রসূত ছিলেন্ না, একারণ তিনি পূর্ব্বাধিকারির ন্যায় বুদ্ধিহীন এবং বিকৃত ছিলেন্ না। কিন্তু এই পদ গ্রহণে তাঁহার তাদৃশ কোন বিশেষ গুণ কিম্বা সৌজন্য দৃষ্ট হয় নাই, তাঁহার পুত্র মিরাণ দ্বিতীয় সুরাজদ্দৌলা ছিলেন্। নূতন রাজ্য পরিবর্ত্তন হওয়াতে সকল লোকের মন অস্থির ছিল, অনেক সৈন্যাধ্যক্ষেরা এই নূতন নবাবের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ্যরূপে রাজদ্রোহী হইল। অযোধ্যা নগরের ধনী এবং মহাপরাক্রমী রাজপ্রতিনিধি অন্যান্য রাজপ্রতিনিধির ন্যায় স্বাধীন হইয়াছিলেন্, তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে ইচ্ছা দর্শাইলেন্। ক্লাইব্ সাহেবের বুদ্ধি এবং ক্ষমতা ভিন্ন আর কিছুতেই বাঙ্গালা রাজ্যের রক্ষার উপায় ছিল না। এইরূপ অবস্থায় লণ্ডন হইতে সম্বাদ পত্র এখানে উপস্থিত হইল। এই সকল পত্র পলাসি যুদ্ধের সম্বাদ তথায় পহুঁছিবার অগ্রে লিখিত হইয়াছিল। সেখানকার কর্ম্মকর্ত্তারা বঙ্গদেশের সুশাসনার্থে

মনোযোগী হইয়াছিলেন্ বটে, কিন্তু সকলই বিরুদ্ধ ও মন্দ হইল। কারণ তাহারা ক্লাইব্ সাহেবকে তদ্বিষয়ক কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন নাই। যে সকল ব্যক্তিরা এই রাজকীয় কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা আপন কর্ম্মকর্ত্তাদিগের আজ্ঞা অন্যায় বোধে অমান্য করিয়া ক্লাইব্ সাহেবকে প্রধান শক্তি অর্পণ করিল। তাহাতে তিনি পদ গ্রহণে সম্মত হইলেন্, এবং তৎকর্ম্মে শীঘ্র উত্তমরূপে স্থাপিত হইলেন্, কারণ ইংলণ্ড দেশের প্রধান কর্ত্তৃলোকেরা ক্লাইব্ সাহেবের জয় সম্বাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা করিল, ও তাঁহার প্রতি অতি কৃতজ্ঞতা ও সমাদর প্রকাশ করিল। ডিউপেলকস্ সাহেব ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগে যেরূপ পরাক্রমী হইয়াছিলেন্, তাহা অপেক্ষা ক্লাইব্ সাহেব এক্ষণে অধিক ক্ষমতাবান্ হইলেন্; তাঁহার প্রায় অসীম শক্তি হইল; মিরজাফর তাঁহার দাসের ন্যায় আপনাকে জ্ঞান করিত। একদা কোম্পানির সিপাহিদিগের সহিত এতদ্দেশীয় কোন প্রধান ব্যক্তির বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে মিরজাফর ঐ ব্যক্তিকে স্বয়ং বলিলেন্, তুমি অজ্ঞ, জ্ঞাত নহ, কাহার সহিত কলহ কর। উহারা লার্ড ক্লাইব্ সাহেবের সম্বন্ধীয় লোক। তাহাতে ঐ ব্যক্তি নবাবের সমঃসমাধি ও বাক্ বিদগ্ধ হেতুক পরিহাসচ্ছলে উত্তর করিল, হাঁ, আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। প্রত্যহ প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া ক্লাইব্ সাহেবের গর্দ্দভকে আমার তিনটা করিয়া সেলাম করিতে হয়। এই জনশ্রুতি অলীক ছিল না, যে হেতুক ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় উভয়েই ক্লাইবের পদানত ছিল। ইংরাজেরা বোধ করিত মিরজাফরের সহিত সকল কার্য্য কেবল ক্লাইব্ সাহেবদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, এবং মিরজাফর জ্ঞান করিত ক্লাইব্ সাহেবের আশ্রয় ব্যতিরেকে আপনাকে এতদ্দেশীয় জনগণহইতে সুরক্ষিত রাখা দুষ্কর।

ক্লাইব্ সাহেব স্বদেশের উপকারার্থে স্বীয় ক্ষমতা এবং নৈপুণ্য বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন্, সত্য বটে। তিনি কর্ণাট্

দেশের উত্তরভাগে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে তখন ফরাসি লোকেরা অতি পরাক্রমী ছিলেন, এবং সেখান-হইতে ঐ ফরাসিদিগের দূর করা আবশ্যক ছিল। ফোর্ড নামক এক ব্যক্তি, যিনি যুদ্ধ বিষয়ে অতি বিখ্যাত ছিলেন না, ক্লাইব্ স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদ্বারা তাহার যুদ্ধ বিষয়ে নৈপুণ্য জ্ঞাত হইয়া তাহাকে ঐ যুদ্ধে সেনাপতি করিলেন, এবং তিনিও সংগ্রামে উপস্থিত হইয়া অচিরে শত্রুদিগের পরাজয় করিলেন।

এইরূপে অধিকাংশ সৈন্য যখন বিদেশীয় যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল, তখন বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশে এক নূতন ও মহৎ বিপদ উপস্থিত হইল। দিল্লি নগরাধিপতি এক জন স্বীয় প্রজা কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পুত্র সা আলম রাজবাটীহইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ঐ রাজপুত্র দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রথমতঃ স্বথা ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের, তৎপরে ইংরাজদিগের দাস হইয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম দিবস তৎকালীন ভারতবর্ষে সকল মুসলমানেরা মান্য করিত। তাঁহার সাহায্য করণার্থে অনেক পরাক্রান্ত ভূপতিগণ সচেষ্টিত হইয়াছিলেন। ঐ পরাক্রান্ত ভূপতিদিগের মধ্যে অযোধ্যানগরের ভূপতি প্রধান ছিলেন। অবশেষে সা আলম ঐ নবাবের সাহায্য পাইয়া অনেক দ্বৈধ কর্ম্মচারিদিগের একত্র করিয়া প্রায় ৪০ হাজার সেনা সংগ্রহ করিলেন। ঐ সৈন্য মধ্যে বিবিধ জাতি ছিল। মহারাষ্ট্রীয়, রহিলা, ও জটনামক লোক, এবং আফগাণ দেশীয় লোকেরা তাহার স্বপক্ষ হইল। তাহাতে তিনি, যে নূতন নবাবকে ইংরাজলোকেরা সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিল, তাহাকে পরাজয় পূর্ব্বক বঙ্গ, বেহার, এবং উড়িষ্যা দেশে স্বীয় শক্তি স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন।

মিরজাফর এই বিষয় শ্রবণে অত্যন্ত ভয় প্রাপ্ত হইয়া সা আলম ভূপতিকে বহু ধন দিতে স্বীকার করিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছা করিলেন।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সকল শাসনকর্ত্তারা এইরূপ করিত। কিন্তু ক্লাইব্ সাহেব এই বিষয় শ্রবণ করিয়া মিরজাফরের অভিপ্রায় ঘৃণা করিয়া তাহাকে এক লিপিতে লিখিলেন, যে যদ্যপি তুমি এই-রূপ ব্যবহার কর, তবে অযোধ্যানগরের নবাব ও মহারাষ্ট্রীয়েরা এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা চতুর্দ্দিগ্‌হইতে আসিয়া তোমাকে ভয় প্রদান পূর্ব্বক তোমার ধনাগারহইতে বলক্রমে সকল ধন অপহরণ করিবে, সুতরাং তোমার কিছুই থাকিবে না, অতএব তোমাকে বিনতি পূর্ব্বক লিখিতেছি, তুমি ইংরাজদিগের এবং তোমার আপনার যে সকল সৈন্য আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত হইও। তিনি পাটনা নগরের রক্ষকের নিকট আর একলিপি প্রেরণ করেন্, যে তুমি শত্রুদিগের সহিত কদাচ সন্ধি করিও না, এবং শেষ পর্য্যন্ত আপন নগর রক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন করিবে, কারণ ইংরাজলোকেরা তোমার দৃঢ় বন্ধু, তাহারা যে বিষয়ে এক বার নিযুক্ত হইয়াছে তাহা কদাচ পরিত্যাগ করিবে না।

ক্লাইব্ সাহেব আপন বাক্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন্, কিন্তু যৎকালে সা আলম ভূপতি পাটনা নগর বেষ্টন পূর্ব্বক আক্রমণোদ্যত হইলেন্ তৎকালে তিনি শুনিলেন্ যে ক্লাইব্ সাহেব ঐ নগর রক্ষার্থে দ্রুতগতি আসিতেছেন্, তাহার সহিত কেবল ৪৫০ জন ইউ-রোপ দেশের, সৈন্য এবং ২৫০০ এতদ্দেশীয় সেপাইলোক ছিল। ক্লাইব্ সাহেব এবং তাহার সৈন্যগণকে ভারতবর্ষস্থ সকল লোকেই ভয় করিত। তাহাতে ক্লাইব্ সাহেবের অগ্রগামি সৈন্যদিগকে দর্শন করিয়া আক্রমণ কারিরা সকলেই ভয়ে পলায়ন করিল। পরন্তু কএক ফরাসি সৈন্য যাহারা সা আলম ভূপতির নিকট থাকিত তাহারা তাহাকে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিল, কিন্তু ঐ ভূপতি তাহাদিগের বাক্য অমান্য করিয়া পলায়ন করিলেন্, তাহাতে ঐ বৃহৎ সৈন্য যাহারা প্রথমে মুরসিদাবাদ নগরে কিছু দিবস অত্যন্ত অসুখ প্রদান করিয়াছিল, তাহারা স্বল্পদিন মধ্যে ইংরাজদিগের নাম শ্রবণমাত্র পরাজিত হইল।

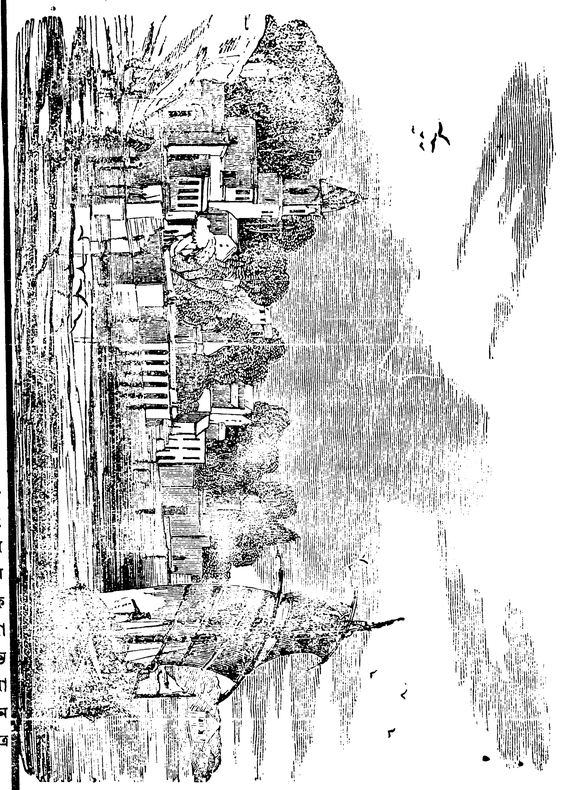

ক্লাইব্ সাহেব জয়ধ্বনি পূর্ব্বক ফোর্ট উইলিয়াম্ নামক দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন্, তাহাতে মিরজাফর যেরূপ পূর্ব্বে ভীত হইয়াছিলেন্, সেইরূপ আহ্লাদিত হইলেন্, আর কলিকাতা নগরের দক্ষিণ ভাগে যে সকল ভূমির কর স্বরূপ কোম্পানি বাহাদুর নবাব সাহেবকে প্রত্যেক বৎসর তিন লক্ষ টাকা দিতেন্, এবং যাহাতে ইংরাজদিগের মধ্যে প্রধান ২ ব্যক্তিরা অনায়াসে মান্যতা পূর্ব্বক বাস করিতে পারে, সেই বৃহৎ জমিদারী ক্লাইব্ সাহেবকে জীবনাবধি বিনা করে ভোগ করিতে দিলেন্।

এই বিষয় গ্রহণ করায় ক্লাইব্ সাহেব দোষী হইতে পারেন না, কেননা এ দান কোনরূপে গোপনীয় হইতে পারে না, ইহাতে কোম্পানি বাহাদুর তাহার প্রজা স্বরূপ হইলেন্, এবং এই দান গ্রহণ বিষয়ে কোম্পানি বাহাদুরও সম্মত ছিলেন্।

মিরজাফর ইংরাজদিগের প্রতি অধিক কাল পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া থাকেন্ নাই। তিনি এমত বোধ করিতেন্ যে ইহারা পরাক্রমী মিত্র! আমাকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছে, আবার আমাকে অনায়াসে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিতে পারিবে, একারণ তিনি ইংরাজদিগের বিপক্ষ ভূপতিদিগের নিকট আশ্রয় পাইতে চেষ্টা করিতেন্। তিনি জানিতেন্ যে এতদ্দেশীয় কোন সৈন্য ক্লাইব্ সাহেবের সৈন্য সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না, বিশেষ ফরাসিদিগের পরাক্রম এক্ষণে নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ওলন্দাজদিগের শক্তি বহুকালাবধি বঙ্গদেশে স্থাপিত থাকাতে ইউরোপদেশের মধ্যে হলণ্ডদেশস্থ লোকদিগের শক্তির যে পর্য্যন্ত হ্রাস হইয়াছিল, তাহা আসিয়ার লোকেরা জ্ঞাত হইতে পারে নাই, একারণ নবাব সাহেব ওলন্দাজদিগের নিকট হুঁহুড়া নগরস্থ বাণিজ্য বাটীতে দূত প্রেরণ করিলেন্, তাহাতে তাহারা ঐ নগরহইতে বাটেভিয়া নামক রাজধানীতে এক পত্র প্রেরণ করিল। ঐ পত্রের তাৎপর্য্য এই, যে ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের অচিরে যুদ্ধ হইবে, একারণ সেখানহইতে একদল পরাক্রমি সৈন্য শীঘ্র প্রেরণ করিলে

তদ্দ্বারা ইংরাজদিগের পরাক্রম ন্যূন হইবেক। পরে বাটেভিয়া নগরের রাজপুরুষেরা ঐ পত্র পাইয়া স্বদেশের উন্নতি ও ধন উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছায় আশু একদল পরাক্রমি সৈন্য জাহাজে প্রেরণ করিল, অতএব জাভা উপদ্বীপহইতে অকস্মাৎ সাতখানা রণ জাহাজ হুগলি নদীতে উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে ১৫ শত সৈন্য ছিল, এবং তাহার অর্দ্ধেক প্রায় ইউরোপীয়। তাহারা উত্তম সময়ে পঁহুছিয়াছিল, কেননা ক্লাইব্ সাহেব ঐ সময় ফরাসিদিগের আক্রমণার্থে আপনার অধিকাংশ সৈন্য কর্ণাট্ দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন্। অবশিষ্ট যে সকল সৈন্য তাহার নিকট ছিল, তাহাদিগের সংখ্যা শত্রুদিগের সৈন্যাপেক্ষা অল্পল্প। বিশেষ তিনি জানিতেন্, যে মিরজাফর গোপনে এই আক্রমণকারিদিগের সাহায্য করিতেছেন্। এবং যদ্যপি তিনি (ক্লাইব্) ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন্, তবে দণ্ডের উপযুক্ত হইবেন্, কারণ তাহারা ইংলণ্ডদেশস্থ লোকের সহিত মিত্রভাবে আছে। এবং ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষেরা হলণ্ড দেশস্থ লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্মত হইবে না, কারণ তাঁহারা তৎকালে ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত আছেন্, অতএব তাঁহারা এই কার্য্য অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে দণ্ড করিতে পারিবেন্। আর অল্পদিবস হইল, ক্লাইব্ সাহেব ডচ ইষ্টইণ্ডিয়া কেম্পানিরদ্বারা আপনার অধিকাংশ ধন স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন্, একারণ তিনিও তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন্ না। কিন্তু তিনি এমত বোধ করিলেন্, যে যদ্যপি আমি এই বাটেভিয়া নগরের যুদ্ধ জাহাজ সকল চুঁচুড়া নগরের সৈন্যদিগের সহিত একত্র হইতে কোন বাধা না দিই, তবে মিরজাফর উহাদিগের শরণাগত হইবে এবং বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের প্রভুত্ব একেবারে নষ্ট হইতে পারিবে। এই বিবেচনায় তিনি অবশেষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে মানস করিলেন্, তাহাতে অন্যান্য সকল সেনাপতি যুদ্ধ করিতে সম্মত হইল। ফোর্ড সাহেব যাহাকে তিনি এই যুদ্ধের এক প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত করেন্, তিনি

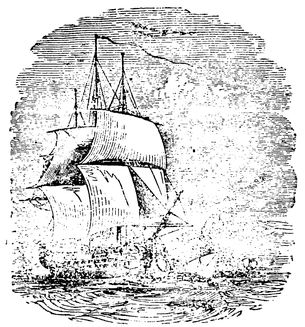

এই যুদ্ধে বিশেষরূপ সচেষ্টিত ছিলেন্। ডচ অর্থাৎ ওলন্দাজী সৈন্যেরা বলক্রমে হুগলিনদী দিয়া চুঁচুড়া নগরে গমন করিতে চেষ্টা করিলে, ইংরাজেরা তাহাদিগকে নদী ও ভূমির উপর আক্রমণ করিল। শত্রুদিগের উভয় স্থানে অর্থাৎ নদী ও ভূমিতে অধিক সৈন্য ছিল, পরন্তু তাহারা উভয় স্থানেই পরাজিত হইল। ইংরাজেরা তাহাতে তাহাদিগের জাহাজ সকল লুঠ করিল। শত্রুদিগের যে সকল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই হত ও যুদ্ধে অবধূত হইয়াছিল। তাহাতে ঐ জয়ী ইংরাজেরা চুঁচুড়া নগরের সম্মুখে আসিল, ও তথাকার প্রধান ব্যক্তিরা তৎক্ষণে অতি নম্র হইল, এবং ক্লাইব্ সাহেবের আজ্ঞানুসারে সন্ধি করিল। সন্ধিতে এই পণ হইল, যে তাহারা ঐ নগরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না, আর তাহাদের বাণিজ্য বিষয় রক্ষার্থে অধিক সৈন্য ঐ নগরে রাখিতে পারিবে না, যদ্যপি এই সকল নিয়ম কোনরূপে ভঙ্গ হয়, তবে তাহাদের তৎক্ষণাৎ বঙ্গদেশ হইতে দূর করা যাইবে। ইতি।

এই যুদ্ধের তিন মাস পর ক্লাইব্ সাহেব ইংলণ্ডদেশে প্রত্যাগমন করিতে যাত্রা করিলেন্। তথায় যাইয়া তিনি যেরূপ মান ও পুরস্কার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন্, তাহার তুল্য কোন মান ও সমাদর প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহার বয়সের স্বল্পতা ও পূর্ব্বাবস্থা মনে করিলে তাঁহার যে পদ হইয়াছিল তাহাতে তাঁহাকে দুর্লভ ও অদ্ভুত বলিতে হইবেক। তথাকার প্রধান রাজপুরুষেরা তাঁহাকে আইরিস-পিয়া রেজে ভর্তি করিলেন্। আর জর্জ্জ দি থার্ড ভূপতি যিনি অল্প দিবস রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন্, তিনিও তাঁহাকে অতি সম্মান পূর্ব্বক সমাদর করিয়াছিলেন্। রাজমন্ত্রিরা তাঁহাকে যথেষ্ট-রূপে অনুগ্রহ করিয়াছিল, ও পিট সাহেব যাহার হাউস অব কমন্স সমাজে এবং অন্যান্য সকল স্থানে অসীম শক্তি ছিল, তিনিও ঐ ব্যক্তির অদ্ভুত কর্ম্মদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া অতি ব্যগ্রতা পূর্ব্বক তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন্। আর ঐ সদ্বক্তা পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্ট সমাজে ক্লাইব্ সাহেবকে অবতার স্বরূপ বর্ণনা-

করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কারণ ক্লাইব্ সাহেব পূর্ব্বে মুর্হরির কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া পরে যুদ্ধ বিষয়ে যে প্রকার অলৌকিক নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ফ্রুসিয়া দেশাধিরাজ উহা দর্শনে অতি আশ্চর্য্য বোধে বিস্মিত হইতে পারেন্। সেই সময় ঐ সমাজ মধ্যে কোন সমাচারপত্রঘটিত লোক ছিল না, কিন্তু জনশ্রুতিতে ক্লাইব্ সাহেব বাঙ্গালায় এই বক্তৃতা অবগত হওয়াতে অত্যন্ত গর্ব্বিত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন্। উল্ফ সাহেবের মরণাবধি ক্লাইব্ সাহেব ভিন্ন ইংরাজদিগের এমত কোন সেনাপতি ছিল না, যাহাতে তাহারা সৈন্যাধ্যক্ষতা বিষয়ে গর্ব্বিত হইতে পারিত। ডিউক অব কম্বরলেণ্ড সাহেব অতি দুর্ভাগ্যশালী ছিলেন্। তিনি স্বদেশস্থ রাজদ্রোহিদিগের পরাজয় করিয়া অত্যন্ত শাসিত করাতে ঐ সময়ে তাঁহার মানের যথেষ্ট হানি হইয়াছিল। কনওএ সাহেব যুদ্ধ বিষয়ে অতি নিপুণ, এবং স্বাভাবিক সাহসী ছিলেন্, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি ও ক্ষমতা অতি অল্প ছিল। গ্রান্বি সাহেব অতি সরল, দাতা এবং সিংহের মত পরাক্রমী ছিলেন্, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক কোন গুণ কিম্বা বিদ্যা ছিল না। সেক্ভিল সাহেব অতি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন্, পরন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ ভীরুতার অপযশ থাকায় মিথ্যা ২ এমত দোষভাজন হইয়াছিলেন্ যে তাহাতে তাঁহার সকল সম্মান একেবারে নষ্ট হইয়াছিল। ঐ সময় ইংরাজেরা বিদেশীয় সৈন্য সহায়ে মিনডেন ও ওয়ারবর্গের যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন্। একারণ তাহাদিগের স্বদেশীয় এক ব্যক্তি অর্থাৎ ক্লাইব্ স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে জর্ম্মানি দেশের প্রধান যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ বিষয়ে তুল্য হওয়াতে তাহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার বিশেষরূপে সমাদর করিল।

ক্লাইব্ সাহেব এত অধিক ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন্ যে তিনি ইংলণ্ড দেশস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত ধন বিষয়ে তুল্য হইয়াছিলেন্, অদ্যাপি এমত প্রমাণ আছে যে তিনি ডচ ইষ্ট-

ইণ্ডিয়া কোম্পানিদ্বারা প্রায় ১৮ লক্ষ এবং ইংরাজ কোম্পানিদ্বারা ৪ লক্ষ টাকা আপনার দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন্। আর সামান্য বণিক্ ও ব্যবসায়িদ্বারা যাহা প্রেরণ করিয়াছিলেন্, তাহাও বড় অল্প ছিল না; তিনি অনেক হিরা জহরাদি ক্রয় করিয়াছিলেন্; মাদ্রাজ নগরে তিনি প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার হিরা ক্রয় করিয়াছিলেন্। এই সকল বিষয় ভিন্ন তাঁহার ভারতবর্ষে এক বৃহৎ জমিদারী ছিল, যাহাতে তিনি প্রতিবৎসর ২১০০০০ টাকা লভ্য পাইতেন্। সের জন্ মালকম্ সাহেব গণনা ও হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন্ যে ক্লাইব্ সাহেবের প্রতি বৎসর প্রায় ৪ লক্ষ টাকা আয় ছিল, এই গণনা ন্যূনসংখ্যা বই বেসি নহে। কিন্তু জর্জ্জ দি থার্ড ভূপতির রাজ্যের সময় ঐ রূপ লভ্য পাওয়া অতি দুর্লভ ছিল, এক্ষণকার বাৎসরিক দশ লক্ষ টাকা আয়ের তুল্য। অতএব আমরা এমত বলিতে পারি, যে অন্য কোন ইংরাজ ৩৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালীন এত অধিক ধন উপার্জ্জন করিতে পারে নাই।

ক্লাইব্ সাহেব স্বীয় বিষয় সকল সদ্ব্যয়ে খরচ করিয়াছিলেন্। পলাশি যুদ্ধের পর, তিনি নিজ ভগিনীদের এক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন্, আর এক লক্ষ টাকা দরিদ্র ও আত্মীয় বন্ধু বর্গকে দান করিয়াছিলেন্। তিনি আপনার পিতা মাতাকে প্রতি বৎসর আট হাজার টাকা দিতেন্, আর তাহাদিগের আরোহণার্থে একখান শকট রাখিতে নিজ কর্ম্মচারিগণকে অনুমতি করিয়াছিলেন্। তিনি আপন প্রাচীন সৈন্যাধ্যক্ষ লরেন্স সাহেবকে প্রতি বৎসর পাঁচ হাজার টাকা প্রদানে অনুমতি দিয়াছিলেন্, কারণ তাঁহার সংস্থান অল্পল্প ছিল। এইরূপে ক্লাইব্ সাহেব প্রায় পাঁচ লক্ষটাকা ব্যয় করেন্।

তিনি এক্ষণে পার্লিয়ামেণ্ট সমাজে ভরতি হইতে সচেষ্টিত হইলেন্, এই কারণ তিনি পূর্ব্বে অনেক জমি ক্রয় করিয়াছিলেন্। ১৭৬১, সালে হাউস অফ্ কমন্সে যখন কতিপয় ব্যক্তি নূতন পদ

প্রাপ্ত হয়, তৎকালে তিনি আপনার মতাবলম্বী ও ধাম ঘোষক অনেক ব্যক্তির সহিত তথায় ছিলেন্। তিনি ইংরাজদিগের রাজনীতি বিষয়ক কর্ম্মে বিশেষ প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি প্রথমে ফক্স সাহেবের সহিত প্রণয় করিয়া তৎপরে পিট্ সাহেবের বিদ্যা ও সৌভাগ্য দৃষ্টি করিয়া তাহার সহিত সংসর্গ করেন্। অবশেষে জর্জ্জ গ্রাণভিল সাহেবের সহিত দৃঢ় মিত্রতা করিলেন্। আমরা এক অপ্রকাশিত পুস্তকে এমত লিখিত দেখিয়াছি যে ক্লাইব্ সাহেব উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পিতা রিচার্ড ক্লাইব্ সাহেব রাজসভায় সর্ব্বদা আগমন করিতেন্, ফলতঃ রাজসভায় আগমনের অনুপযুক্ত ছিলেন্, কারণ এক সময় ভূপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন্, লার্ড ক্লাইব্ সাহেব এক্ষণে কোথায়, ইহাতে তিনি ভূপতির প্রতি উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন্ যে তিনি এই নগরে অতি ত্বরায় আসিবেন্, এবং আসিয়া আপনার স্বপক্ষ হইবেন্!

কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে সলিভান নামক এক ব্যক্তি প্রধান ছিলেন্। তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়া হাউস নামক সমাজের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন্। পরন্তু ঐ মহাপরাক্রান্ত ব্যক্তি ক্লাইব্ সাহেবের অত্যন্ত দ্বেষী ছিলেন্। ক্লাইব্ সাহেব ইংলণ্ডদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন্, কিন্তু উভয়ের মনোমধ্যে শত্রুতা দৃঢ়তাপূর্ব্বক স্থাপিত ছিল। পূর্ব্বে ইংলণ্ডদেশে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের নূতন কর্ম্মকর্ত্তা সকল নিযুক্ত হইত। ১৭৬৩ সালে যখন নূতন কর্ম্মকর্ত্তা সকল নিযুক্ত হইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন ক্লাইব্ সাহেব ঐ প্রধান ব্যক্তির ক্ষমতা নষ্ট করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে এক মহৎ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সলিভান্ সাহেব জয়ী হইলেন্, তাহাতে তিনি ক্লাইব্ সাহেবের মন্দ করিতে সতত চেষ্টা করিতেন্। ক্লাইব্ সাহেব মিরজাফরের নিকটহইতে যে সকল জমীর কর প্রতি বৎসর গ্রহণ করিতেন্, তাহা ইংরাজদিগের নিয়মানুসারে যথার্থ ছিল, কারণ কোম্পানি বাহাদুর স্বয়ং এইরূপ

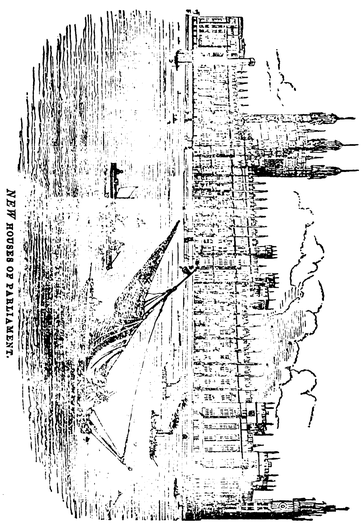

NEW HOUSES OF PARLIAMENT.

নিয়মানুসারে বঙ্গদেশের বিষয় অধিকার করিয়াছিল। কোম্পানির কর্ম্মচারিরা ক্লাইব্ সাহেবকে ঐ বিষয়ের অনধিকারী করিতে মানস করিলেন্ এবং ক্লাইব্ সাহেবকে উহার নিমিত্তে মোকদ্দমা করিতে হইল।

ক্লাইব্ সাহেব ইংলণ্ডদেশে যাত্রা করিলে পর, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এই বঙ্গদেশের এমত মন্দরূপে শাসন হইয়াছিল যাহা অপেক্ষা আর মন্দহইতে পারিত না। ইহার কারণ এই, বঙ্গদেশীয় কর্ম্মকর্ত্তা লোকদিগের ব্যবহার সকল কোম্পানি বাহাদুরের নিকট বিবেচনা হইলে ভাল হইত, কিন্তু কোম্পানি দূরবাসী, তাহাদিগের নিকট পত্র প্রেরণ করা ও উত্তর পাওয়া প্রায় দেড় বৎসরের কমে হইত না। আর কোম্পানির কর্ম্মচারি লোকেরা ধনোপার্জ্জনে ব্যগ্র হইয়া অনেক অন্যাচার করিত, তাহাতেই দেশের অমঙ্গল হইত। তাহারা মিরজাফরকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়া মিরকাসিমকে নবাব করিল। মিরকাসিম আপন প্রজাদিগের প্রতি অন্যাচার করিতেন্ বটে, কিন্তু তাহাদিগের একেবারে নির্ধন করিতে মানস করিতেন না, কারণ তাহাতে কিছু লভ্য নাই, বরং তাহা করিলে আপনার রাজস্ব বিষয়ের অনেক হ্রাসতা হয়। এ কারণ তিনি ইংরাজদিগের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়াছিলেন্, আর তাহাতে তাঁহাকে ইংরাজেরা সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার মিরজাফরকে সিংহাসনে স্থাপিত করিল, কিন্তু মিরকাসিম তাহাতে অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া অনেক ইংরাজদিগকে নষ্ট করিয়া অযোধ্যার নবাবের রাজ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন্।

এই প্রকার বারম্বার নবাব বদল হওয়াতে নবাবেরা মুরসিদাবাদ নগরের ধনাগারহইতে যাহা পাইত তাহা সমুদায় ইংরাজদিগের দান করিত, আর তাহারা ইংরাজদিগকে আপন প্রজাবর্গের সর্ব্বস্ব হরণে অনুমতি প্রদান করিত। ও কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের প্রতি গোপনে বাণিজ্য করিতে অনুমতি করিত। কর্ম্মচারিরা আপনাদিগের বাণিজ্য দ্রব্য অধিক মূল্যে ক্রয়ার্থে বলক্রমে এতদ্দেশীয় লোকগণকে বাধিত

করিত। আর নির্ভয়ে নগর রক্ষকগণের ও রাজার আজ্ঞা সকল অমান্য করিত। আপন অনুগত ব্যক্তিদিগকে দেশ লুঠ করিতে আজ্ঞা করিত, তাহাতে বিপদ্ উপস্থিত হইলে আপনারা স্বয়ং যাইয়া সাহায্য প্রদান পূর্ব্বক উদ্ধার করিত। এইরূপ দৌরাত্ম্যে তাহারা এতদ্দেশীয় প্রায় ত্রিশ লক্ষ মনুষ্যগণকে দারিদ্রাবস্থায় মগ্ন করিয়াছিল। এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ কদাচ এতদ্রূপ রাজবিদ্রোহ সহ্য করে নাই। বাঙ্গালিরা তাহাতে সুরাজদ্দৌলার কোমর অপেক্ষা ইংরাজদিগের কনিষ্ঠাঙ্গুলি মোটা বোধ করিত। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকদিগের এক উপায় ছিল, যখন আপন ভূপতির অন্যাচার নিতান্ত অসহ্য বোধ করিত, তখন তাহারা ভূপতিকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিতে পারিত। কিন্তু ইংরাজদিগের রাজ্য কোনরূপে নষ্ট করিতে পারিত না, কারণ তাহারা অতি অসভ্য ব্যক্তিদিগের মত অন্যাচার করিত বটে, কিন্তু সভ্য ব্যক্তিদিগের মত অত্যন্ত পরাক্রমী ছিল। বঙ্গদেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, একারণ তাহারা দুঃখ সহ্য করিয়া থাকিত। কখন বা তাহারা অত্যন্ত দুঃখে ঐ শ্বেত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিত, যেমন তাহাদিগের পিতৃপুরুষেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট হইতে পলায়ন করিত। ইংরাজের পালকির আগমন শুনিলে গ্রামস্থ সমস্ত লোক পলায়ন করিত।

ঐ বিদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি হিংসা করণে এতদ্দেশীয় সকল ব্যক্তি মানস করিয়াছিল, তত্রাচ তাহারা অকুতোভয়ে বাস করিত। তাহাদিগের সৈন্য অল্প ছিল বটে, তথাপি তাহারা সর্ব্বস্থানে জয়ী হইত। ক্লাইব্ সাহেব, যে সকল সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন্, তাহারা তাঁহার গৌরব রাখিয়াছিল। ঐ সময়ের মুসলমান ইতিহাস বেত্তারা বলেন্, যে এই জাতির ধৈর্য্য এবং সাহস অদ্ভুত ও অলৌকিক, আর যুদ্ধ বিষয়ে তাহাদিগের তুল্য কোন জাতি হইতে পারে না, এই সকল গুণ সদ্ভাবে তাহারা যদি দেশ শাসন করিতে জানিত, আর মনুষ্যদিগের দুঃখ

নিবারণ করিতে পারিত, তবে পৃথিবীর মধ্যে তাহাদিগের মত কোনজাতি মানবগণের প্রিয় হইতে পারিত না; আর কহেন কিন্তু তাহাদিগের প্রজারা সর্ব্বস্থানে দারিদ্রাবস্থায় মগ্ন হইয়া অতি ক্লেশে দিন যামিনী পাত করে, অতএব হে পরমেশ্বর আপনি কৃপা করিয়া ঐ দরিদ্র দাসদিগের রক্ষা ও তাহাদিগকে ক্লেশহইতে মুক্ত করুণ।

এই রাজ্যে যে সকল অধর্ম্মাচরণ হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে সেনাপতি ও সৈন্যদিগকে আশ্রয় করিল। অতিশয় লোভ ও স্বার্থাভিলাষ এবং অনধীন স্বভাব, ইত্যাদি সকল দোষ, সম্প্রদায়ি ব্যক্তিদিগের নিকটহইতে সেনাপতিরা জ্ঞাত হইল, তৎপরে তাহাদিগের নিকটহইতে সৈন্যেরা শিখিল। এইরূপে সকল ব্যক্তি এমত মন্দ ও দুরাচার হইল, যে প্রত্যেক বাটীতে ষড়যন্ত্র ও কুপরামর্শ ভিন্ন আর কোন বিষয় শ্রুত হইত না।

বঙ্গদেশের এইরূপ অবস্থা শ্রবণে ইংলণ্ডদেশে সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। অনন্তর ইংলণ্ডদেশস্থ সকলেই ক্লাইব্ সাহেবকে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতে মানস করিল, এবং এজন্য কোম্পানির কর্ম্মচারিরা আপনাদিগের রাজস্ব প্রাপ্তি অতি দুর্লভ বোধ করিয়া ক্লাইব্ সাহেবের প্রেরণার্থে এক সভা করিয়াছিল। সেই সভায় সভ্যেরা সকলে মিলিত হইয়া বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির করিলেন্, যে ক্লাইব্ সাহেবকে প্রেরণ করা অতি আবশ্যক, অতএব তাঁহার বিষয়ে যে সকল অবিচার হইয়াছে, তাহা এক্ষণে পরিষ্কার করিয়া ভারতবর্ষে গমনার্থ তাঁহাকে বিনতি করা উচিত। তাহাতে ক্লাইব্ সাহেব বলিলেন্, আমার বিষয় নিমিত্ত আমি কোন আপত্তি করি না, কারণ কর্ম্মকর্ত্তাদিগের সহিত আমি ইহা উত্তমরূপে নিষ্পত্তি করিতে পারিব; কিন্তু যে পর্য্যন্ত সলিভান্ সাহেব এই সমাজের অধ্যক্ষ থাকিবেন্, সে পর্য্যন্ত আমি বঙ্গদেশের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইব না। এই বাক্য শ্রবণে সভার মধ্যে এমত কোলাহল হইল, যে সলিভান্ সাহেব

যিনি উঠিয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা কেহ শ্রবণ করিল না। সলিভান্ সাহেব অবশেষে সকলের মত লইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাহাতে ক্লাইব্ সাহেবের স্বপক্ষ এত অধিক ব্যক্তি হইল, যে শত ২ ব্যক্তির মধ্যে সলিভান্ সাহেবের স্বপক্ষ নয় জনও হইল না।

অতএব ক্লাইব্ সাহেবকে তাহারা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ও সৈন্যাধ্যক্ষ করিল। ক্লাইব্ সাহেব এইরূপ জয়ী হইয়া ইণ্ডিয়া হাউসের অধ্যক্ষ ও নায়েবের কর্ম্মে আপন বন্ধুলোকদিগকে স্থাপিত দেখিয়া তৃতীয়বার ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন্।

তিনি কলিকাতা নগরে ১৭৬৫ সালের মে মাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন্। এবং তথাকার যেরূপ মন্দাবস্থা বোধ করিয়াছিলেন্, তাহাপেক্ষা আসিয়া অধিক মন্দ দেখিলেন্। মিরজাফর আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র মিরাণের কাল হইলে কিছু দিবস পর স্বয়ং প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন্। ইংরাজ কর্ম্মচারিরা ইংলণ্ডদেশহইতে এমত আজ্ঞা পাইয়াছিলেন্, যে তাহারা কোনরূপে এতদ্দেশীয় ভূপতিদিগের নিকটহইতে কোন দান গ্রহণ করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহারা ধনোপার্জ্জনে ব্যগ্র হইয়া আপন কর্ম্মকর্ত্তাদিগের আজ্ঞা অমান্য করিয়া বঙ্গদেশের রাজ্য পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। মৃত নবাবের এক অতি শিশু সন্তান ১৪ লক্ষ টাকা দিয়া আপন পিতার সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং এই সকল ধন নয় ব্যক্তিতে অংশ করিয়া লইয়াছিল। ক্লাইব্ সাহেব এ দেশে উপস্থিত হইয়া এই সকল সম্বাদ শুনিয়া আপন এক বন্ধুর নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন্, তাহাতে তিনি অতি দুঃখিত হইয়া লিখিয়াছিলেন্, যে "ইংরাজদিগের নাম ও সম্ভ্রম একেবারে নষ্ট হইয়াছে, এবং তাহাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত আমি চক্ষুর বারি নিবারণ করিতে পারি নাই, কেননা আমার বোধ হয় যে তাহারা আপনাদিগের মান একেবারে নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু আমি এমত প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে পরমেশ্বর যিনি সকলের মন দেখিতেছেন্, তিনি জানিবেন্, যে এই সকল অত্যাচার প্রতীকার করিতে আমার প্রাণত্যাগ হইলেও আমি চেষ্টা করিব।

ক্লাইব্ সাহেব সভা করিয়া আপন মত সকলের নিকট প্রকাশ করাতে জন্‌ষ্টোন নামক এক ব্যক্তি ঐ সভার মধ্যে অতি সাহসী এবং দুষ্টাচারী তাঁহার বিপক্ষ হইল, কিন্তু যখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন্ যে তুমি কি এই নূতন রাজ্যের নিয়ম অমান্য করিতে ইচ্ছা কর, তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন্, অনন্তর সভামধ্যে অন্য সকলে ক্লাইব্ সাহেবের বাক্য সম্মান করিল।

ক্লাইব্ সাহেব যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন্, তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন্। তিনি এ দেশে এক বৎসর ছয় মাস ছিলেন্, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে এমত সুধারা স্থাপিত করিয়াছিলেন্, যাহা কোন রাজমন্ত্রী জীবনাবধি চেষ্টা করিলেও সম্পন্ন করিতে পারিত না। ক্লাইব্ সাহেব প্রথমে আপন প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করা অত্যন্ত দুষ্কর বোধ করিয়াছিলেন্, কিন্তু তিনি ক্রমে ২ সকল বাধা দূর করিয়াছিলেন্। তিনি এতদ্দেশীয় লোকদিগের নিকটহইতে দান গ্রহণ করা নিষেধ করিয়াছিলেন্, এবং কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মচারিদিগের গোপনে বাণিজ্য করিতে বারণ করিলেন্। এই সকল নিয়ম করাতে সকল ইংরাজেরা তাঁহার বিপক্ষ হইল, তাহাতে তিনি তাহাদিগের বলিলেন্, যদ্যপি আমি তোমাদিগের নিকট সাহায্য না পাই, তবে স্থানান্তর হইতে সাহায্য পাইতে চেষ্টা করিব। একারণ তিনি মাদ্রাজ নগরের কর্ম্মচারিদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন্। এবং যে সকল ব্যক্তিরা তাঁহার বিপক্ষে শত্রুতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদিগের তিনি কর্ম্মচ্যুত করিলেন্। তাহাতে অন্য সকলে ভীত হইয়া তাঁহার নিয়ম সম্মান করিল।

অনন্তর ক্লাইব্ সাহেব দেখিলেন্, যে আমি এই রাজ্য পরিত্যাগ করিলে এই সকল দুষ্টাচার পুনর্ব্বার হইবে, কারণ কোম্পানি বাহাদুর আপন কর্ম্মচারিদিগের অল্পল্প বেতন দেন, সে বেতনে কোন ইউরোপদেশস্থ লোক এদেশে উত্তমরূপে

অবস্থিতি করিতে পারে না, এবং তাহাতে ধন সঞ্চয় করা অতি দুঃসাধ্য। একারণ কোম্পানির কর্ম্মচারিরা এস্থানে গোপনে বাণিজ্য করে। জেমস্ দি ফার্ষ্ট রাজার সময় সার টামস্ রৌ সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন, যে তোমরা কর্ম্মচারিদিগের গোপনে বাণিজ্য করিতে নিষেধ কর, তবে তোমাদিগের কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবে; কিন্তু ইহা কর্ম্মচারিরা প্রথমে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ করিবে, তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিলে পর তাহারা সন্তুষ্ট হইবে, এবং তোমাদিগেরও লভ্য হইবে।

এই উত্তম পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া তাহারা আপন কর্ম্মচারিদিগের অল্প বেতন দিতেন, এবং অন্যায়রূপে ধন সংগ্রহ করিতেও নিষেধ করিতেন্ না। তখন যে ব্যক্তিরা প্রধান রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত, তাহারা প্রতিবৎসর কেবল তিন হাজার টাকা বেতন পাইত। কিন্তু এদেশে ঐ বেতনের দশগুণ অধিক টাকা ব্যয় করিত, এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন কালীন্ বহু ধন সংগ্রহ করিয়া যাইত। ক্লাইব্ সাহেব দেখিলেন, মনুষ্যগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে দরিদ্র করা অনুচিত ও অসাধ্য, এই বিবেচনায় তিনি কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধি করিতে মানস করিলেন্। তিনি জানিতেন্ কোম্পানি বাহাদুর আপন ধনাগারহইতে দাসদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন না। একারণ তিনি কর নির্দ্ধার্য্য করিয়া তাহার উৎপত্তি হইতে ঐ সকল কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন্। এইরূপে তিনি সকল ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের অল্প সময়ের মধ্যে অন্যায়পূর্ব্বক বহুধন সঞ্চয় করা নিবারণ করিয়া ক্রমে২ যথার্থরূপে বহুধন সঞ্চয় করিবার উপায় করিয়াছিলেন্। কিন্তু মনুষ্যগণ এমত অবিবেচক, যে এই বিষয় নিমিত্ত তাঁহার এমত দোষ ঘটাইয়াছিল, যেরূপ তাঁহার আর কোন অন্যায় কর্ম্মতেও ঘটে নাই।

ক্লাইব্ সাহেব এই সকল কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিয়া যুদ্ধ বিষয়ে সৈন্যদিগের মধ্যে সুধারা স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিলেন্। পূর্ব্বে

কোম্পানির কর্ম্মকর্ত্তারা সেনাপতি ও সৈন্যদিগের বেতন অল্প করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়াছিল। অপর যে দেশ অস্ত্রদ্বারা শাসিত হয়, সেই দেশে সৈন্যেরা অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক নিয়ম সকল অমান্য করিতে উদ্যত হইলে, সুতরাং সান্ত্বনা করা অতি কঠিন। দুই শত ইংরাজ সেনাপতি একত্র হইয়া এই ষড়যন্ত্র করিল, যে ক্লাইব্ সাহেব এই বিষয়ে অনুরোধ করিলে আমরা এক দিবসে সকলেই কর্ম্ম ত্যাগ করিব। কিন্তু তাহারা জানিত না যে কোন্ ব্যক্তির বিপক্ষে এরূপ কর্ম্ম করিতেছি। এই বিষয়ে ক্লাইব্ সাহেবের পক্ষে অল্পল্প বিশ্বাসী সেনাপতি ছিল। অনন্তর ক্লাইব্ সাহেব সেনাপতির নিমিত্ত মাদ্রাজ নগরে লিপি প্রেরণ করিলেন্। তিনি যে সকল বাণিজ্যকারিরা তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল, তাহাদিগকে সেনাপতির কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন্। এবং যে সকল ব্যক্তি সেনাপতির কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে অতি শীঘ্র কলিকাতা নগরে প্রেরণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন্। এইরূপে ষড়যন্ত্রকারিরা অবশেষে আপনাদিগের ভ্রম জ্ঞাত হইলেন্। ক্লাইব্ সাহেব এই ষড়যন্ত্রকারিদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিদিগের বিচার করিয়া কর্ম্মচ্যুত করিলেন্। তাহাতে অন্য সকলে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক ভয়ে নম্র হইয়া পুনর্ব্বার কর্ম্ম করিতে সম্মত হইল। ক্লাইব্ সাহেব দুষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্ষমা করিলেন্, কিন্তু তিনি প্রবীণ ব্যক্তিদিগের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করিলেন্ না। এইরূপে তিনি সকলের প্রতি যথার্থ বিচার করিয়াছিলেন্। তিনি আপনার মন্দ যাহারা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদিগেরও প্রতিহিংসা করেন্ নাই। এক জন ষড়যন্ত্রকারী গোপনে ক্লাইব্ সাহেবের প্রাণ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এই বিষয় কোন ব্যক্তি ক্লাইব্ সাহেবকে বলিলে, তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতি প্রত্যুত্তর করিলেন, যে, যে সকল সেনাপতি আমার বিপক্ষ হইয়াছে, তাহারা ইংরাজ জাতি, কদাচ প্রাণ নাশক নহে।

এইরূপে তিনি সকল বিষয়ের সুধারা করিয়া শুনিলেন্, যে অযোধ্যার নবাব, আফগাণ্, ও মহারাষ্ট্রদিগের সহিত একত্র হইয়া বেহারদেশে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা ক্লাইব্ সাহেবের নাম শ্রবণে এমত ভীত হইল, যে তাঁহার ইচ্ছানুসারে সন্ধি করিতে সম্মত হইল।

এদেশে ইংরাজদিগের ক্ষমতা পূর্ব্বে কোন সীমাবদ্ধ ছিল না, একারণ রিশিমার, ও ওদোএসার নামক লোকেরা, যে প্রকারে ইতালি দেশে রাজ্য করিত, সেই প্রকারে ইংরাজেরা বাঙ্গালার রাজকর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিত। থিওডোরিক যদ্রূপ বাইজাণ্টিয়াম্ নগরের রাজসভায় ইতালি দেশের শাসনকর্ত্তা হইতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ক্লাইব্ সাহেব সেইরূপ দিল্লিনগরাধিপতি হইতে এদেশের শাসনকর্ত্তা হইবার জন্য লিখিত আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলেন্। ঐ নগরের ভূপতি তৎকালে অতি দুর্ব্বল ছিলেন্, একারণ ইংরাজদিগের নিকট হইতে মুদ্রা লইয়া ও পরেও মুদ্রা পাইবার ভরসায় (যাহা তিনি বলক্রমে কখন পাইতে পারিতেন্ না) আজ্ঞা করিলেন্, যে ইংরাজেরা বঙ্গ, বেহার এবং উড়িষ্যাদেশ শাসন করিবে।

মিরজাফরের এক জন উত্তরাধিকারী অদ্যাপি মুরসিদাবাদ নগরে নবাব নামে বিখ্যাত আছে। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা ইংরাজদিগের প্রজাপেক্ষা অধিক নহে। ইংরাজেরা প্রতিবৎসর তাঁহাকে ১১ লক্ষ টাকা বৃত্তি স্বরূপ প্রদান করে। ঐ নবাবের শকটের চতুর্দ্দিগে রক্ষকেরা গমন করে, এবং দাসেরা অগ্রে রূপার আশা সোঁটা ধারণ করিয়া ধাবমান হয়, তাঁহার শরীর ও বাটী সাধারণ আইনের অধীন নহে, কিন্তু তাঁহার রাজকর্ম্মে কোন ক্ষমতা নাই।

ক্লাইব সাহেব ভারতবর্ষে তৃতীয়বার আসিয়া অনায়াসে এত অধিক ধন সংগ্রহ করিতে পারিতেন্, যে বোধ হয়, তাহাতে ইউরোপদেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাঁহার তুল্য ধনবান্ হইতে

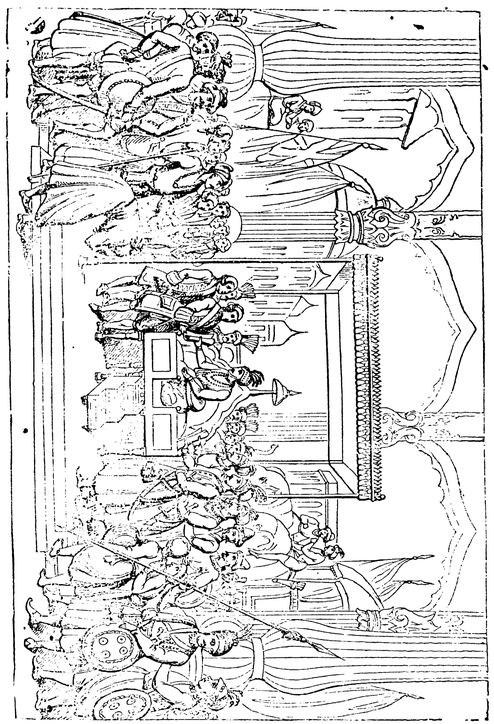

পারিত নয়। এ দেশের ভূপতিগণ তাঁহার প্রিয় হইবার নিমিত্ত উত্তম ২ উপঢৌকন দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তিনি ঐ বিষয়ের নিমিত্ত স্বয়ং নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিলেন, এজন্য স্বয়ং উপঢৌকন গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া স্বকৃত নিয়ম প্রতিপালন করিতেন্। কাশীর ভূপতি তাঁহাকে বহুমূল্য হীরকাদি রত্ন প্রদান করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন্। অযোধ্যার নবাব প্রচুর, ধন ও অনেক জহরাৎ গ্রহণার্থে তাঁহাকে বহু যত্ন করিয়াছিলেন্ কিন্তু তিনি তাহা সকল গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন্। এই সকল ব্যাপার তাঁহার মরণের পর প্রকাশ হইয়াছিল। তিনি আপন বেতন এবং লবণ ব্যবসায়ের অংশের লভ্য যথার্থরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার যথার্থ হিসাব রাখিতেন, এবং যে সকল পারিতোষিক গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে সৌজন্যতা হীন বোধ হইত, তাহাই গ্রহণ করিতেন্। এইরূপে তিনি আপন পদে যথার্থরূপ কর্ম্ম করিয়া যাহা পাইতেন্, তাহার অবশিষ্ট আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগকে দান করিতেন্। তিনি বলিতেন, যে তৃতীয়বার ভারতবর্ষে আসাতে তাঁহার ধনের আধিক্যতা না হইয়া বরং ন্যূনতা হইয়াছিল।

এক বহুমূল্যের দান তিনি এই সময় গ্রহণ করিয়াছিলেন্। মিরজাফর আপন জুলুর সময় তাঁহাকে ছয় লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন্, তাহা তিনি গ্রহণ করিয়া অশক্ত সেনাদিগের ভরণপোষণার্থ কোম্পানি বাহাদুরকে দান করিয়াছিলেন্। ঐ বৃহৎ সংস্থান জন্য অদ্যাপি তাহার যশঃ এই ভূমণ্ডল মধ্যে দীপ্তিমান্ আছে।

তিনি তৃতীয়বার ভারতবর্ষে এক বৎসর ছয়মাস থাকিয়া অবশেষে শারীরিক পীড়া হেতু ১৭৬৭ সালে জানুয়ারি মাসের শেষে এদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন্।

তিনি ইংলণ্ডদেশে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বকার মত স্বদেশীয়লোকদিগের নিকট অধিক সমাদর প্রাপ্ত হয়েন্ নাই। এই সময় তাঁহার পূর্ব্বের শত্রুরা ইণ্ডিয়া হাউস নামক সমাজ মধ্যে অতি পরাক্রমী ছিল। ক্লাইব্ সাহেব যে সকল দুষ্ট ও অত্যাচারি

ব্যক্তিদিগের হস্তহইতে বঙ্গদেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহারা ঐ সময় একত্র হইয়া তাঁহার অনেক অপকার ও মন্দ করিয়াছিল। তাহারা মিথ্যা পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাহাতে ক্লাইব্ সাহেবের দোষ, গ্লানি, নিন্দা ও ভর্ৎসনা লিখিত। তাহাতে দেশস্থ সকলেই ঐ সাহেবের প্রতি ঘৃণা করিত, সুতরাং, ইহাতে তাঁহার অনেক মন্দ হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে যে সকল ইংরাজেরা আগমন করিয়াছিল, তাহারা ইংলণ্ডদেশে প্রত্যাগমন করিলে তাহাদিগকে সকলে নবাব কহিত। কারণ ঐ সকল লোকের এদেশে বাস করাতে স্বভাব, চরিত্র, আচার ও ব্যবহার, অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও অসভ্য ও মন্দ হইয়াছিল। ঐ সকল নবাবদিগের মধ্যে ক্লাইব্ সাহেব প্রধান ছিলেন্।

ভারতবর্ষের রাজ্য শাসনার্থে ক্লাইব্ সাহেব যে সকল নূতন নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিলেন্ ও ঐ রাজ্যের অমঙ্গল শঙ্কায় যে সকল দোষ নিবারণ করিয়াছিলেন্, ইংলণ্ডদেশে তাঁহার প্রত্যাগমনের পর সেই সকল নিয়ম প্রায় অগ্রাহ্য হইয়া অপ্রচলিত হইয়াছিল। তাহাতে দোষ ও অত্যাচারের পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৭৭০ সালে ভারতবর্ষে অনাবৃষ্টি বশতঃ ভূমি সকল শুষ্ক, ও নদী ও পুষ্করিণী সকল বারিহীন হইয়া বঙ্গদেশে এক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। অবলা স্ত্রীগণ যাহাদিগের মুখ কদাচ সাধারণ লোকের নয়নগোচর হইত না, তাহারাও গৃহহইতে নির্গতা হইয়া আপন অপত্যদিগের আহারার্থে সাধারণ পথিকদিগের নিকট উচ্চৈঃস্বরে এক মুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষার্থে ব্যগ্রা হইত। ইংরাজদিগের বাটী ও উদ্যানের নিকট হুগ্‌লী অর্থাৎ গঙ্গা নদীর জল প্রবাহে প্রতিদিবস সহস্র ২ মৃতকায়া ভাসিয়া যাইত। কলিকাতা নগরের পথ ও গলি সকল মৃতদেহে পূর্ণ হইয়াছিল। অবশিষ্ট যে সকল ব্যক্তিরা জীবিতমান ছিল, তাহারাও এমত দুর্ব্বল হইয়াছিল, যে মৃত আত্মীয় বন্ধুবর্গের অগ্নি সংস্কার করণে কিম্বা মৃতদেহ সকল গঙ্গা নদীতে ক্ষেপণার্থে অসমর্থ হইত, এবং শৃগাল ও গৃধ্রাদি জন্তু যাহারা দিবসে ঐ মৃতদেহ

সকল ভক্ষণ করিত, তাহাদিগেরও তাড়নে সমর্থ হইত না। এত অধিক ব্যক্তি মরিয়াছিল, যে তাহার সংখ্যা করা অতিদুঃসাধ্য। ইংলণ্ডদেশে এই সম্বাদ শ্রবণে সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। কোম্পানি বাহাদুর আপন রাজস্ব বিষয়ে অতি উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। তথায় এইরূপ প্রচার হইল, যে কোম্পানির কর্ম্মচারিলোকেরা ভারতবর্ষের সকল শস্য ক্রয় করিয়া দশগুন অধিক মূল্যে বিক্রয় করাতে ঐ দেশে এরূপ দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে। আর বিশেষ এক জন কর্ম্মচারী যাহার পূর্ব্ব বৎসরে হাজার টাকার অধিক সঙ্গতি ছিল না, তিনি সেই বৎসর ইংলণ্ডদেশে ছয় লক্ষ টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন্। কিন্তু আমরা এই বিষয় যথার্থ বোধ করিতে পারি না, আমরা কেবল জ্ঞাত আছি, যে ক্লাইব্ সাহেব এদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডদেশে প্রত্যাগমন করিলে পর, ইংরাজ কর্ম্মচারিরা ভারতবর্ষে শস্যের বাণিজ্য করিয়া অনেক লভ্য করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ কিছুই অনুমান করা যায় না, অতএব এই বিষয় জন্য কর্ম্মচারিদিগের অখ্যাতি দেওয়া অনর্থক। এই প্রকার ইংলণ্ডদেশে এক সময় এইরূপ আকাল হওয়াতে সকল বিচারকর্ত্তারা ও রাজমন্ত্রিরা শস্য ব্যবসায়িদিগের দোষি করিয়াছিলেন্। আদম্ স্মিথ্ সাহেব এক ব্যক্তি অতি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্, তিনিও তাহাদিগের মত ঐরূপ অনুমান করিয়াছিলেন্। কিন্তু ইহা অতি আশ্চর্য্য, যে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ ঘটনাদ্বারা ক্লাইব্ সাহেবের অপযশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। এই আকাল ঘটিবার কএক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইংলণ্ডদেশে গমন করিয়াছিলেন্, আর বিশেষ তাঁহার কর্ম্মদ্বারাও এইরূপ ঘটনার কোন সম্ভাবনা ছিল না,। কিন্তু তাঁহার স্বদেশীয়লোকেরা যৎকালে তিনি সরিপ্রদেশে বাটী ও উদ্যান নির্ম্মাণ করাইতে প্রবৃত্ত ছিলেন, তৎকালে এই বিষয় নিমিত্ত তাঁহার প্রতি অপবাদ প্রদান করিয়াছিল।

পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্ট সমাজ ভারতবর্ষের রাজ্যবিষয়ে অল্প মনোযোগি ছিল। জর্জ্জ দি সেকণ্ড রাজার মৃত্যুর পর ইংলণ্ড-

দেশে অনেক স্বার্থ রাজমন্ত্রী হইয়াছিল, এবং বিবাদ ও ষড়যন্ত্র সকল হওয়াতে এদেশের রাজ্যের প্রতি কেহ মনোযোগী হইতে পারে নাই। লার্ড চেথাম জর্জ্জ দি থার্ড রাজার সময় কোম্পানি বাহাদুরের ব্যবহার নিরীক্ষণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পীড়িত হওয়াতে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন নাই।

অবশেষে ১৭৭২ সালে পার্লিয়ামেণ্ট সমাজ ভারতবর্ষের রাজ্য নিরীক্ষণে প্রতিজ্ঞা করিলে, ঐ সময় ক্লাইব্ সাহেবকে সকলে দোষী জ্ঞান করিল।

এই সময় ক্লাইব্ সাহেবের অবস্থা অতি মন্দ ছিল। কোম্পানির কর্ম্মচারিরা যাহাদিগের অত্যাচার ও লোভ তিনি দমন করিয়াছিলেন, তাহারা সকল তাঁহার বিপক্ষ ছিল। তিনি উত্তম কর্ম্ম বা মন্দ কর্ম্ম উভয়ের নিমিত্তে দোষী হইলেন। কোন পরাক্রমী ব্যক্তি তাঁহার স্বপক্ষ ছিল না। জর্জ্জ গ্রাণভিল্ সাহেব যাঁহার দলে তিনি ছিলেন, তাঁহার তৎকালে স্বল্প হইয়াছিল, এবং ঐ সাহেবের অনুগত ব্যক্তিরা পরস্পর ভিন্ন হওয়াতে ক্লাইব্ সাহেব নিরাশ্রয় হইয়াছিলেন। শত্রুবর্গেরা তাঁহার সম্মান ও বিষয় নষ্ট করিতে এবং তাঁহাকে পার্লিয়ামেণ্ট সমাজহইতে পদচ্যুত করিতে সতত চেষ্টা করিত। ক্লাইব্ সাহেব যুদ্ধ স্থানে যেরূপ ব্যবহার করিতেন, সেইরূপ ব্যবহার বিচারাসনের সম্মুখে করিলেন। তিনি বিচারকালীন্ দণ্ডায় মান থাকিয়াও বক্তৃতাদ্বারা আপন দোষের অধিকাংশহইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শক্তি দেখিয়া অনেকেই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল। লার্ড চেথাম, যিনি হাউস অব কমন্স সমাজে পূর্ব্বে অতি বিখ্যাত ছিলেন, তিনি তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে বলিয়াছিলেন, যে আমি এইরূপ বক্তৃতা কদাচ শ্রবণ করি নাই। পরে সেই বক্তৃতা পত্রে প্রকাশিত হয়, ও তাহারদ্বারা ক্লাইব্ সাহেব তৃতীয়বার ভারতবর্ষের রাজ্য শাসন নিমিত্ত যে সকল দোষ ভাগী হইয়াছিলেন, তাহা সকল খণ্ডন করিয়াছিলেন। কিন্তু শত্রুবর্গেরা তাঁহার

পূর্ব্বের ব্যবহার উত্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বিচারাসনের সম্মুখে আনিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিষয় বিচারার্থে ইংলণ্ডদেশে এক সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সমাজে ক্লাইব্ সাহেবের পরীক্ষা ও জবানবন্দি পুনর্ব্বার হয়। তাহাতে তিনি খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে পলাসির যুদ্ধের কর্ত্তার অবশেষে ভেড়াচোরের মত সতত পরীক্ষা হইল। তিনি আর বলিয়াছিলেন, যে আমি উমিচাঁদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহাতে লজ্জিত নহি, এবং আমি মিরজাফরের নিকট অনেক ধন পাইয়াছি বটে, কিন্তু অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক কদাচ কিছু গ্রহণ করি নাই, আর পরিমিত ব্যবহার জন্য আমায় প্রশংসা করা উচিত। ভারতবর্ষের অনেক ধনবান্ ব্যক্তি আমার অনুগ্রহ প্রাপ্তি নিমিত্ত বহু ধন প্রদানে স্বীকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, অনেক স্বর্ণ জহরতাদি পূর্ণ ধনাগার আমার সম্মুখে প্রসারিত ছিল, অতএব হে অধ্যক্ষ মহাশয়, এক্ষণে সেই আপন ধৈর্য্য স্মরণ করিয়া আমি অতি আশ্চর্য্য হইতেছি।

প্রথম সভায় তাঁহার দোষাদোষ বিচার শেষ না হওয়ায় পুনর্ব্বার সভা হইয়াছিল, সেই সভায় বিচারদ্বারা নিশ্চয় হইল, যে ক্লাইব্ সাহেব কোন২ বিষয়ে দোষী ছিলেন্ বটে, কিন্তু তথাচ তিনি কার্য্য নির্ব্বাহার্থে স্বীয় অনেক বুদ্ধি ও গুণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং শত্রুবর্গেরা এক্ষণে তাঁহার ভারতবর্ষে ধনোপার্জ্জনের নিয়ম স্থাপিত করিবার কারণ রাগান্ধ হইয়া বিচারাসনের সম্মুখে আনিয়াছে।

লার্ড নর্থ সাহেব ক্লাইব্ সাহেবের বিপক্ষ ছিলেন্ বটে, কিন্তু তথাপি তিনি একেবারে ক্লাইব্ সাহেবকে নষ্ট করিতে কদাচ ইচ্ছা করিতেন্ না। জর্জ্জ দি থার্ড যিনি ক্লাইব্ সাহেবকে অনেক অনুগ্রহ করিতেন্, তিনি ক্লাইব্ সাহেবের ভারতবর্ষসংক্রান্ত বিষয় সকল শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন্।

বরগইন সাহেব ক্লাইব্ সাহেবের বিপক্ষ ছিলেন্, ঐ সাহেব অতি ক্ষমতাবান্, বিদ্বান্ ও সাহসী ছিল। হাউস অব্ কমন্স নামক সভাস্থ সকলেই উভয় পক্ষে ছিল। ওয়েডরবর্ণ সাহেব ক্লাইব্ সাহেবের রক্ষার্থে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন্। অবশেষে ক্লাইব্ সাহেব আপন সৎকর্ম্মের প্রতিফল বর্ণনা করিয়া বলিলেন্, যে এই বিচারে কেবল আমার মান সম্ভ্রম নষ্ট হইবে এমত নহে, ইহাতে তোমাদিগের ও মানের হ্রাসতা হইবে, এই বলিয়া সমাজহইতে প্রস্থান করিলেন্। অনন্তর সভাস্থ সকলে এই বিচার করিল, যে রাজসৈন্যদ্বারা যে সকল দেশ পরাজিত হয়, সেই সকল দেশ রাজার রাজকর্ম্মচারিদিগের নহে, বঙ্গদেশে ইংরাজকর্ম্মচারিরা এই কথা মনে না রাখিয়া অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিয়াছে। আর ক্লাইব্ সাহেব সৈন্যাধ্যক্ষ পদ পাইয়া বঙ্গদেশে অতি ক্ষমতাবান্ হইয়া বলক্রমে মিরজাফরের নিকটহইতে অনেক ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন্। তাহাতে ওএডরবর্ণ সাহেব বলিলেন্, যে ক্লাইব্ সাহেব স্বদেশের অনেক উপকারও করিয়াছেন্। ইংলণ্ডদেশের রাজসভাস্থ লোকেরা এইরূপে ক্লাইব্ সাহেবের প্রতি যথার্থ বিচার করাতে তাহাদিগের বিদ্যা ও বুদ্ধির অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রকাশ হইয়াছিল।

ফ্রান্সদেশের ভূপতির মন্ত্রিরা যে সকল ফরাসি স্বদেশের উপকারার্থে বঙ্গদেশের কার্য্য সকল যথার্থরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিল, তাহাদিগের সকলকেই নষ্ট করিয়াছিল। লেবর্ডিনিয়াস বহুদিবস কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া অবশেষে তথাহইতে মুক্ত হইয়া কিছু-দিবস পরে পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন্। ডিউপেলকস্ সাহেব আপন বিষয় অপহারিত হইয়া মনোদুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন্। লালি সাহেবের মস্তক কাটা গিয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডদেশের লোকেরা আপন সৈন্যাধ্যক্ষকে এমত যথার্থ সম্মান প্রদান করিয়াছিল, যাহা কেবল প্রায় স্তুতব্যক্তিদিগের প্রতি দেওয়া যায়। তাহারা নম্রতাপূর্ব্বক সৈন্যাধ্যক্ষকে আপন দোষ জ্ঞাত করাইয়া তাঁহাকে

অতি অল্প ভর্ৎসনা করিয়াছিল, এবং তাঁহার উত্তম কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিল।

ক্লাইব্ সাহেব এক্ষণে আপন বিষয় ও মান স্বচ্ছন্দরূপে ভোগ করিতে পাইলেন্। ঐ সময়ে তিনি বৃদ্ধ হন্ নাই, তাঁহার মানসিক ও শারীরিক শক্তি উভয়ই প্রবল ছিল। কিন্তু তাঁহার চিত্তে সর্ব্বদা কুভাবনা উদয় হওয়াতে অতি ব্যাকুল থাকিতেন্। তিনি বাল্য-কালাবধি আপন মৃত্যু সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন্। তিনি মাদ্রাজ নগরে দুইবার আত্মঘাতী হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন্, এবং তদবধি তিনি সর্ব্বদা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন্। কিন্তু এইক্ষণে তিনি কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন্ না, আর কোন প্রার্থনাও করিতেন্ না। তাঁহার এইরূপ চঞ্চল স্বভাব, কোন কর্ম্মে নিযুক্ত না থাকায় ক্ষার ভূমিস্থ বৃক্ষেরন্যায় শুষ্ক হইয়া নষ্ট হইল। অপর শত্রুবর্গেরা তাঁহার প্রতি যে প্রকার প্রতারণা করিয়াছিল, বিচার কর্ত্তারা যেরূপ তিরস্কার করিয়াছিল, এবং স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহাকে যে প্রকার নিষ্ঠুর ও অবিশ্বাসী ও দুরাত্মা বোধ করিত, এই সকল বিষয় নিমিত্ত তিনি দুঃখিত ও রাগান্বিত হইয়াছিলেন্। উষ্ণদেশে বহুকাল বাস করিয়া তাঁহার অনেক মহৎ পীড়া জন্মিয়াছিল, তাহাতে তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিতেন্, এবং ঐ ক্লেশের উপশমনার্থে আফিম্ খাইতেন্, এবং ক্রমে ২ আফিমের অত্যন্ত বশীভূত হইয়াছিলেন্। তিনি সর্ব্বদা মৌনাবলম্বন করিয়া চিন্তা করিতেন্ এবং কখন ২ রাজনীতি বিষয় আলোচনা ও উত্তমরূপে তর্ক করিতেন্ এবং পুনর্ব্বার নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতেন্।

এই সময় আমরিকা দেশের সহিত এমত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, যে যুদ্ধ হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা হইল, তাহাতে ইংলণ্ডদেশের রাজপুরুষেরা ক্লাইব্ সাহেবকে ঐ বিষয়ে নিযুক্ত করিতে বাসনা করিয়াছিল। ক্লাইব্ সাহেব যৎকালে পাটনা নগর রক্ষা করিতেন্, তৎকালের মত শরীর সুস্থ থাকিলে নিঃসন্দেহ এই যুদ্ধে অতি ত্বরায় জয়ী হইতেন্। কিন্তু তৎকালে তিনি

আপন মনোদুঃখে সর্ব্বদা দুঃখিত ছিলেন্, এবং তাহাতেই ২২ নবেম্বর ১৭৭৪ সালে আপন হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন্। মৃত্যু কালীন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৯ বৎসর ছিল।

তিনি যে প্রকার গৌরবান্বিত এবং সৌভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার এই প্রকার মরণে নীচ ব্যক্তিরা অনেক সন্দেহ করিয়াছিল। আর কোন ২ ব্যক্তি বলিয়াছিল, যে তাঁহার নিজ কুকর্ম্মের ফলে পরমেশ্বর তাঁহাকে এইরূপ দণ্ড করিয়াছেন্, কিন্তু আমরা এই প্রকার বোধ করিতে কদাচ পারি না। ক্লাইব্ সাহেব অনেক দোষ করিয়াছিলেন্ বটে, কিন্তু তাঁহার গুণ ঐ দোষের সহিত তুল্য করিলে তাঁহাকে প্রশংসা ও সম্মান করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষে ক্লাইব্ সাহেবের প্রথম আগমনাবধি ইংরাজদিগের বল ও প্রতাপের বৃদ্ধি হয়, ইহার পূর্ব্বে ইংরাজগণকে সকলে সামান্য বাণিজ্যকারিরন্যায় দৃষ্টি করিত, ও ফরাসিদিগকে অতি ক্ষমতাবান্, ও বিজিগীষু বোধ করিত। ঐ সকল ভ্রম ক্লাইব্ সাহেবের সাহস ও ক্ষমতাদ্বারা নষ্ট হইয়াছিল। আরকট্ নগর রক্ষার পর, ইংরাজেরা ক্রমে ২ জয়ীহইতে লাগিল। যুদ্ধ বিদ্যায় যখন ক্লাইব্ নিপুণ হন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর ছিল। এত অল্প বয়সে তিনি যুদ্ধ বিষয়ে অতিশয় বুদ্ধি ও সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন্। সেকন্দর সাহ, কনডি এবং চারল্স দি টৌয়েল্ভথ রাজারা অল্প বয়সে অনেক যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন্ বটে, কিন্তু তাহাদিগের সহিত অতি পরাক্রমী ও বিজ্ঞ সৈন্যাধ্যক্ষগণ ছিল; সেই সকল সৈন্যাধ্যক্ষদিগের সহায়তায় তাহারা গ্রাণিকস্, রক্রয়, এবং নারভা নামক যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল। ক্লাইব্ সাহেব স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষগণ হইতে বয়সে ছোট ছিলেন, কিন্তু তাহাদিগহইতে তাঁহার যুদ্ধ বিষয়ক জ্ঞান অধিক ছিল। এক ব্যক্তি কেবল তাঁহার মত অল্প বয়সে যুদ্ধ বিষয়ে অতি নৈপুণ্য ও ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার নাম নেপোলেয়ান্ বনার্পার্ট।

ক্লাইব্ সাহেবের দ্বিতীয়বার আগমনাবধি ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের শক্তি প্রবল হয়। ডিউপেলকস্ সাহেবের অনের অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা সকল অপেক্ষা, অদ্ভুত কর্ম্ম সকল ক্লাইব্ কে মাসের মধ্যে আপনার বুদ্ধি ও শক্তিদ্বারা নিষ্পত্তি ও পূর্ণ করিয়াছিলেন্। রোম রাজ্যে অনেক মহাবীর পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিল, কিন্তু তাহারদের মধ্যে কেহ ক্লাইব্ সাহেবের মত এমত বৃহৎ রাজ্য পরাজয় করিয়া অধিকার করিতে পারে নাই।

তাঁহার তৃতীয়বার ভারতবর্ষে আগমনাবধি বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের রাজ্য শাসনের সুশৃঙ্খলতা হয়। তিনি ১৭৬৫ সালে কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন্, যে ইংরাজেরা কেবল এদেশে অল্প সময়ের মধ্যে যে প্রকারে হউক ধনোপার্জ্জন করিতে প্রেরিত হয়, একারণ তিনি তাহাদিগের অত্যাচার ও অধর্ম্মপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করা ইত্যাদি দুর্ব্যবহার, নিয়মস্থাপনদ্বারা নিষেধ করিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন্। তাঁহার পূর্ব্বের দোষিকর্ম্ম শেষের উত্তম কার্য্যদ্বারা খণ্ডন হইয়াছিল। এক্ষণে ইংরাজদিগের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার একেবারে শেষ হইয়াছে, আর রাজ্য শাসনের সুপ্রণালী স্থাপিত হইয়াছে, একারণ ক্লাইব্ সাহেবকে প্রসংশা করা উচিত। ক্লাইব্ সাহেবের নাম, কেবল পরাক্রমি ও জয়িষ্ণু ব্যক্তিদিগের মধ্যে গণনীয় নহে, তিনি মনুষ্যজাতির উপকারি ব্যক্তিদিগের মধ্যে এক জন প্রধান ছিলেন্। তাঁহার কথা আমারদের সেই ভাবে মনে করা উচিত, যে ভাবে ফ্রান্সদেশীয় লোকেরা টরগট সাহেবের কথা মনে করে, কিম্বা যে ভাবে ইদানীন্তন হিন্দু লোকেরা আপনাদিগের পরম হিতৈষি লার্ড বেণ্টিক সাহেবের স্মরণার্থে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করে।

BISHOP'S COLLEGE PRESS.